মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি

[জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের জন্য]

বি. আর. আম্বেদকর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর,

কল্যাণী, নদীয়া

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি

[জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের জন্য]

বি.আর. আম্বেদকর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

কল্যাণী, নদীয়া

BLANK

মুখবন্ধ

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে ধারাবাহিক ভাবে পশ্চিমবঙ্গের সকল জেলা পরিষদের সদস্যদের বি আর আম্বেদকার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা, কল্যাণিতে আর পঞ্চায়েত সমিতি সদস্যদের মহকুমা স্তরে প্রশিক্ষণ হয়েছিল। সেই সময় প্রকাশিত হয়েছিল সকল নির্বাচিত সদস্যদের জন্য যথাক্রমে জেলা পরিষদ পরিচয় ও পঞ্চায়েত সমিতি পরিচয় নামক দুটি প্রশিক্ষণ সহয়িকা।

২০১৯ সালে প্রায় একই সময়ে শুরু হতে চলেছে পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাচিত পদাধিকারী এবং আধিকারিক সচিববৃন্দের বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং সেকারণেই তাঁদের জন্য পূর্বোক্ত সহয়িকাদুটির পরবর্তী খণ্ডরূপে এই প্রশিক্ষণ সহয়িকাগুলি নির্মাণ করা হ'ল।

এটি প্রশিক্ষণ সহায়িকাটিকে দুটি অংশে বিভক্ত করে পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বর্তমান প্রথম অংশটিতে স্থায়ী সমিতির গঠন, কাজ ও সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা সংক্রান্ত সকল বিষয়ের তাত্ত্বিক নীতি, চালু প্রকল্প ও আইন-কানুন-পদ্ধতির প্রাথমিক ধারণা প্রদানের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

স্থায়ী সমিতির গঠন, কাজ ও কর্মাধ্যক্ষদের কাজ ও ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির কাজ বিশদে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশটিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, তার পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ও গ্রামীন বিকাশের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য সকল দপ্তরের মাধ্যমে, গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় বিধানের জন্য যত প্রকল্প নির্বাহ করে তার একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আশা করা যায় এই উভয় সহয়িকায় প্রদত্ত তথ্য ও তত্ত্ব, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মাধ্যক্ষ ও স্থায়ী সমিতির সচিববৃন্দকে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নের সকল দিকগুলিতে অধিকতর ওয়াকিবহাল করবে ও পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহ প্রক্রিয়াকে পরিচালনা করতে সাহায্য করবে। এ ব্যাতীত এও আশা করা যায় যে সহয়িকা দুটি বাংলার গ্রামীণ মানুষের সার্বিক বিকাশের প্রক্রিয়ায় অতি সামান্য হলেও একটি ভূমিকা পালন করবে।

অধিকর্তা
বি. আর. আম্বেদকর
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা

কল্যাণী, নদীয়া
জানুয়ারি, ২০২০

সূচীপত্র

খণ্ড ১ ৭

পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, স্থায়ী সমিতির গঠন, স্থায়ী সমিতির সদস্য ও সচিব, কর্মাধ্যক্ষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা,কাজের ক্ষেত্র ৮

খণ্ড ২ ৪১

ভূমিকা — অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদই গ্রামীণ জীবিকার প্রাণ কেন্দ্র ৪২

অধ্যায় ১ — জল সম্পদ, মৎস্যচাষ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ ৪৫

- জলসম্পদ পরিচয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান ৪৫
- মৎস্য দপ্তরের নীতি ৪৮
- মৎস্য দপ্তরের প্রকল্প সমূহ ৫০
- মৎস্য দপ্তরের পরিকাঠামো ৬৩
- মৎস্য চাষ সহায়ক কয়েকটি সংস্থা ও তাদের প্রদত্ত পরিষেবা ৬৭
- মৎস্য সংক্রান্ত কিছু আইনি দিক ৭০
- মৎস্য দপ্তরের অধীনস্থ মৎস্য ফার্ম ৭৪
- মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা, স্থায়ী সমিতির ভূমিকা ৭৫

অধ্যায় ২ - প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ ৮১

- প্রাণীসম্পদ দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ নীতি ৮১
- প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কাজ, প্রকল্প ও কর্মসূচী ৮৩
- প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পরিকাঠামো ৯৬
- প্রাণীপালনে সহায়ক সরকারপুষ্ট সংস্থা ৯৭
- প্রাণীপালন বিকাশে সরকারী ফার্ম ১০৪
- প্রাণীসম্পদ সংক্রান্ত কয়েকটি আইন ১০৬
- প্রাণীসম্পদ সংক্রান্ত প্রকল্পে ঋণপ্রদানকারী সংস্থা ও ঋণ পাওয়ার শর্ত ১০৭

অধ্যায় ৩

- প্রাণী সম্পদ বিকাশ এবং দোহ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা ১০৮
- মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কাজ ১০৮

খণ্ড ১

পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত, স্থায়ী সমিতির গঠন, স্থায়ী সমিতির সদস্য ও সচিব, কর্মাধ্যক্ষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা, কাজের ক্ষেত্র

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। ৭৩ তম সংবিধান সংশোধনীতেও একই ধরণের ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার বিধান দেওয়া হয়। পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় ২০ টি জেলায় (দার্জিলিং, কালিম্পং ও কোলকাতা বাদে) 'জেলা পরিষদ', ব্লকে 'পঞ্চায়েত সমিতি' ও গ্রামে 'গ্রাম পঞ্চায়েত' আছে। সারা রাজ্যে মোট ২০ টি জেলা পরিষদ, ৩৩২ টি পঞ্চায়েত সমিতি ও ৩৩৪১ টি গ্রাম পঞ্চায়েত আছে। এছাড়া শিলিগুড়ি মহকুমায় 'শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ' রয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদের জন্য পঞ্চায়েত গঠিত হয়। গ্রাম-সংসদ স্তর থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যগণ (গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ৫ থেকে ৩০ জন) নির্বাচিত হন। গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ১ থেকে ৩ জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও ব্লক পিছু ১ থেকে ৩ জন জেলা পরিষদ সদস্য জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে মুখ্য দায়িত্বে থাকেন প্রধান, পঞ্চায়েত সমিতিতে সভাপতি ও জেলা পরিষদে সভাধিপতি মুখ্য দায়িত্বে থাকেন। কাজের সুবিধার্থে ও দ্রুততার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ৫ টি উপ-সমিতি, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে ১০ টি করে স্থায়ী সমিতি আছে। উপ-সমিতির পরিচালককে সঞ্চালক ও স্থায়ী সমিতির পরিচালককে কর্মাধ্যক্ষ বলা হয়।

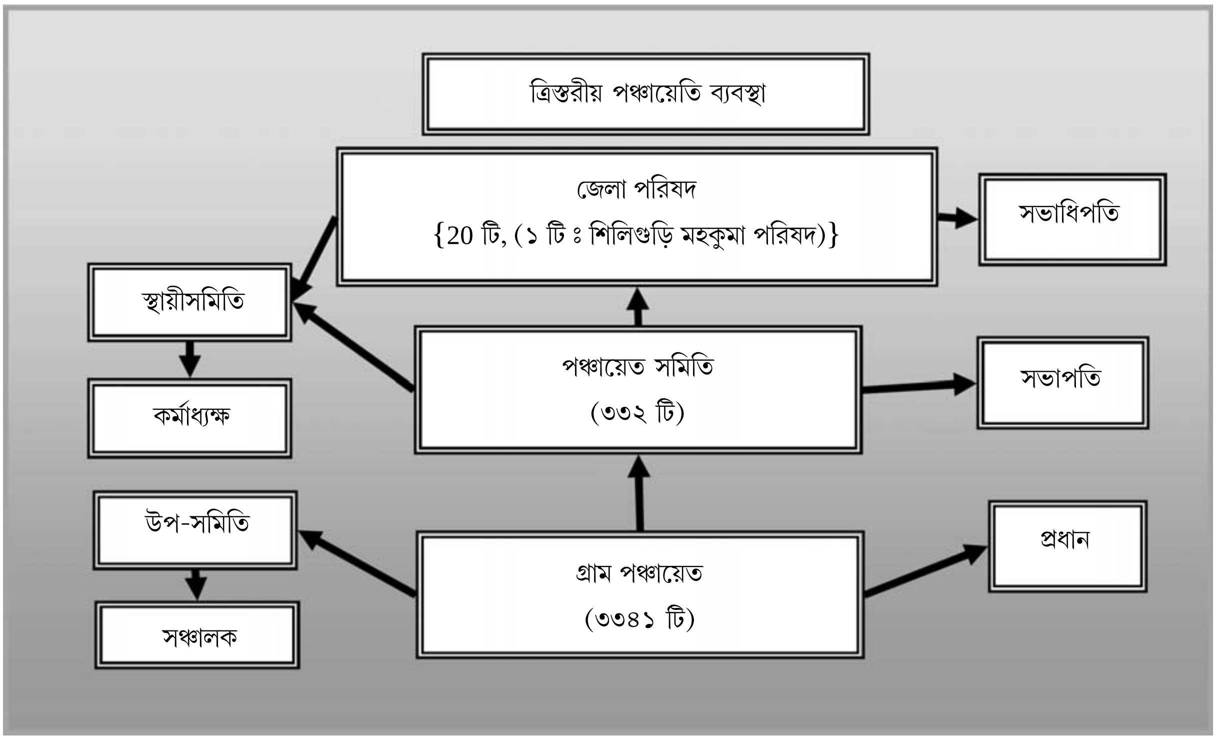

স্থায়ী সমিতির গঠন

পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে ও গ্রামোন্নয়নের কাজকে দ্রুত ও সফল ভাবে রূপায়ণ করার লক্ষ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে উপ সমিতি, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে স্থায়ী সমিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ১২৪ ও ১৭১ ধারায় যথাক্রমে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে কি কি স্থায়ী সমিতি আছে তা বলা হয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে ১০ টি স্থায়ী সমিতি আছে। স্থায়ী সমিতিগুলি নিম্নরূপ:

১. অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি
২. জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি
৩. পূর্ত কার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি
৪. কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি
৫. শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি
৬. শিশু ও নারী উন্নয়ন, জন কল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি
৭. বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি
৮. মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি
৯. খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি
১০. ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি

স্থায়ী সমিতির সদস্য ঃ

পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের সাধারণ নির্বাচন পরবর্তী প্রথম মিটিং হবার পর স্থায়ী সমিতির সদস্যদের নির্বাচন হবে। নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নিম্নলিখিত সদস্যরা অংশগ্রহণ করবেন।

পঞ্চায়েত সমিতি সদস্য	জেলা পরিষদ সদস্য
পদাধিকার বলে, সংশ্লিষ্ট ব্লকের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত সমূহের প্রধানগণ (৯৪(২)(i))	পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত পঞ্চায়েত সমিতি সমূহের সভাপতিগণ। (১৪০(২)(i))
পঞ্চায়েত সমিতি স্তরে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য (৯৪(২)(ii))	জেলা পরিষদ স্তরে সরাসরি নির্বাচিত সদস্য। (১৪০(২)(ii))
লোকসভা ও রাজ্য বিধান সভার এরূপ সদস্যগণ যাঁরা ঐ ব্লকের বা ব্লকের কোনো অংশের অন্তর্গত নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে লোকসভা বা বিধানসভায় নির্বাচিত কিন্তু মন্ত্রী নন। (৯৪(২)(iii) (ক))	লোকসভা ও রাজ্য বিধান সভার এরূপ সদস্যগণ যাঁরা ঐ জেলার বা জেলার কোনো অংশের অন্তর্গত নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে লোকসভা বা বিধানসভায় নির্বাচিত কিন্তু মন্ত্রী নন। (১৪০(২)(iii))
মন্ত্রী নয় রাজ্য সভার এরূপ সদস্যগণ যাঁরা সংশ্লিষ্ট ব্লকের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের নির্বাচক (ভোটার) রূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত। (৯৪(২)(iii) (খ))	মন্ত্রী নন রাজ্য সভার এরূপ সদস্যগণ যাঁরা জেলার মধ্যে ব্লকের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের নির্বাচক (ভোটার) রূপে রেজিস্ট্রিভুক্ত। (১৪০(২)(iv))

সভাধিপতি বা সহকারী সভাধিপতি নন জেলা পরিষদের এমন সদস্যগণ যাঁরা ঐ ব্লকের কোনো অংশের অন্তর্গত নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত (৯৪(২)(iii)(গ))	

অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সদস্যদের কোনো নির্বাচন হবে না। পদাধিকারবলে অন্যান্য স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষরাই এই স্থায়ী সমিতির সদস্য হবেন। [ধারা-১২৪(২)(খক) ও ১৭১(২)(খক)]

স্থায়ী সমিতির সদস্য সংখ্যা

আইনের ১২৪(২)(খ) ধারা অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতিতে এবং ১৭১(২)(খ) ধারা অনুযায়ী জেলা পরিষদে ৯ টি স্থায়ী সমিতিতে ৩ থেকে ৫ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (কনস্টিটিউশন) নিয়মাবলী, ১৯৭৫ অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যার অনুপাতে স্থায়ী সমিতির সদস্য সংখ্যা কত হবে তা ঠিক করা হয় (ধারা-১২৪(২)(খ) নিয়ম-৭ ও ধারা-১৭১(২)(খ) নিয়ম-১০)

পঞ্চায়েত সমিতি		**জেলা পরিষদ**	
মোট সদস্য [ধারা ৯৪(২)]	**স্থায়ী সমিতির সদস্য**	**মোট সদস্য [ধারা-১৪০(২)]**	**স্থায়ী সমিতির সদস্য**
১৫ বা তার কম	৩	৩০ বা তার কম	৩
১৬ থেকে ৩০	৪	৩১ থেকে ৬০	৪
৩১ বা তার বেশি	৫	৬১ বা তার বেশি	৫

অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ছাড়া বাকী ৯ টি স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ

পঞ্চায়েত সমিতি	**জেলা পরিষদ**
সদস্য	সদস্য
পদাধিকারবলে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি। (১২৪(২)(ক))	পদাধিকারবলে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি (১৭১(২)(ক))
স্থায়ী সমিতিতে নির্বাচিত সদস্য (১২৪(২)(খ))	স্থায়ী সমিতিতে নির্বাচিত সদস্য (১৭১(২)(খ)
যদি স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলের কোনো সদস্য স্থায়ী সমিতিতে নির্বাচিত না হন তবে প্রত্যেক স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলের ১ জন সদস্য (প্রয়োজনে ১ জন নির্দল সদস্য), অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ব্যতীত অন্য স্থায়ী সমিতির সদস্য মনোনীত হবেন। (১২৪(২)(খগ))	যদি স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলের কোনো সদস্য সদস্য স্থায়ী সমিতিতে নির্বাচিত না হন তবে প্রত্যেক স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলের ১ জন সদস্য (১৭১(২)(খগ)) (প্রয়োজনে ১ জন নির্দল সদস্য), অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ব্যতীত অন্য স্থায়ী সমিতির সদস্য মনোনীত হবেন।

- পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে সভাপতি ও সহকারী সভাপতি ছাড়া কোনো সদস্য অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ব্যতীত ৩টির বেশি স্থায়ী সমিতির সদস্য হতে পারবেন না।
- জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি ছাড়া কোনো সদস্য অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ব্যতীত ২টির বেশি স্থায়ী সমিতির সদস্য হতে পারবেন না।
- উপরের ছকে উল্লিখিত সদস্যগণ সংখ্যা গরিষ্ঠতার ভিত্তিতে স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচন করবেন। তবে **পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের সরাসরি নির্বাচিত সদস্যরাই কেবল মাত্র কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচিত হতে পারবেন।** [১২৫(১)(২য় শর্ত) ও ১৭২(১)(১ম শর্ত)]
- অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির ক্ষেত্রে কর্মাধ্যক্ষ নির্বাচনের প্রয়োজন নেই। পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে সভাপতি ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সভাধিপতি পদাধিকারবলে ঐ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হবেন। [১২৫(১)(১ম শর্ত) ও ১৭২(১)(২য় শর্ত)]
- **শিশু ও নারী উন্নয়ন, জন কল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের মহিলা সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হবেন।** *[পশ্চিম বঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ২০১০ এর সংশোধনীর ধারা-২২ (ধারা ১২৫ এর ২য় শর্তের পর যোগ হবে) ও ধারা-২৯ (ধারা ১৭২ এর ৩য় শর্তের পর যোগ হবে।)]*
- সভাপতি বা সভাধিপতি নির্বাচনে কোনো সদস্য যদি জয়ী প্রার্থীর সমর্থনে ভোট না দেন তবে তাকে বিরোধী সদস্য হিসাবে ধরতে হবে। [১২৪(২) ও ১৭১(২) ধারার ব্যাখ্যা অনুযায়ী]
- স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক সদস্য সম্পন্ন দলের নেতা, অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সদস্য হবেন।
- অধিকতর সংখ্যক সদস্য সম্পন্ন স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে বাছাই করা সদস্যগণ স্থায়ী সমিতির তালিকার উপর থেকে নিচে অবস্থিত স্থায়ী সমিতিতে স্থান পাবেন।
- যদি স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য সংখ্যা স্থায়ী সমিতির সংখ্যা থেকে কম হয় তাহলে বিরোধী নির্দল সদস্য এমন কোনো স্থায়ী সমিতির সদস্য হবেন যার জন্য কোনো স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্য পাওয়া যায় নি। এক্ষেত্রে বয়ঃজ্যেষ্ঠকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- যদি বিরোধী নির্দল সদস্য সংখ্যা ও স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলের মিলিত সদস্য সংখ্যা স্থায়ী সমিতির সংখ্যার থেকে কম হয়, তবে প্রত্যেক স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দল থেকে ১ জন করে অতিরিক্ত সদস্য বাছা হবে, এক্ষেত্রেও পূর্বের ক্রম ব্যবহার করে দলগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- যদি বিরোধী সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন তাহলে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের কোনো স্থায়ী সমিতিই বিরোধী সদস্য প্রতিনিধিত্ব বিহীন হবে না। এই কারণে উপরে বলা পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি করতে হবে যতক্ষণ না সকল স্থায়ী সমিতিতে বিরোধী সদস্যের প্রতিনিধিত্ব আসে।[১২৪(২) (শর্ত-৩) এবং ১৭১(২)(শর্ত-৩)]
- বিরোধী সদস্যরা পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে ৩টিরও বেশি স্থায়ী সমিতির ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ২টিরও বেশি স্থায়ী সমিতির সদস্য হতে পারবেন। [১২৪(২) (শর্ত-৪) এবং ১৭১(২)(শর্ত-৪)]
- স্বীকৃত বিরোধী রাজনৈতিক দলের সদস্যগণের সকলের স্বাক্ষর সহ একটি পত্রের দ্বারা পঞ্চায়েত সমিতি / জেলা পরিষদের নির্বাহী আধিকারিককে কোন সদস্য কোন স্থায়ী সমিতিতে থাকবেন তা জানাবেন। নির্দল

সদস্যদের ক্ষেত্রে নির্বাহী আধিকারিক প্রয়োজন মত স্থায়ী সমিতিতে তার সদস্য পদ ঠিক করবেন। [১২৪(২) (শর্ত-৫) এবং ১৭১(২)(শর্ত-৫)]

- নির্বাহী আধিকারিক স্থায়ী সমিতির সদস্য বিষয়ক এই তথ্য পঞ্চায়েত সমিতি/ জেলা পরিষদের পরবর্তী সভায় পেশ করবেন।[১২৪(২) (শর্ত-৬) এবং ১৭১(২)(শর্ত-৬)]

স্থায়ী সমিতির অন্যান্য সদস্য ও সচিব

পঞ্চায়েত আইনের ১২৪(২)(গ) ও ১৭১(২)(গ) ধারা অনুযায়ী যথাক্রমে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে নির্বাচিত সদস্য ছাড়া অন্যান্য সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা আছে। এই সকল সদস্যের কোনো আইন গত ভোটাধিকার থাকবে না যার সাথে নির্বাচন বা অপসারণের মত ঘটনা যুক্ত।

এই আইন মোতাবেক নিম্ন ধরণের আধিকারিকগণ সদস্য হতে পারবেন:

- রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগ/ দপ্তর
- কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা
- নিগম
- বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি

বিভিন্ন স্থায়ী সমিতিতে তার কার্যক্রম অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে যুক্ত আধিকারিকদের সদস্য করা হয়েছে।

	পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিক No. 3341/PN/O/I/2A-1/04 Date- 18. 08. 2008	জেলা পরিষদের আধিকারিক *No.3340/PN/O/I/2A-1/04 Date-18. 08. 2008*
অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি	• সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও নির্বাহী আধিকারিক • যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও যুগ্ম নির্বাহী আধিকারিক • পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক • পঞ্চায়েত হিসাব ও নিরীক্ষা আধিকারিক • অবর সহ বাস্তুকার (গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রকল্প) • সহকারী প্রকল্প আধিকারিক	• জেলা শাসক ও নির্বাহী আধিকারিক • অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক • সচিব • জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক • জেলা পরিকল্পনা আধিকারিক • জেলা পরিষদের জেলা বাস্তুকার/নির্বাহী বাস্তুকার • পরিষদ হিসাব ও নিরীক্ষা আধিকারিক • মুখ্য ফিনান্সিয়াল কন্ট্রোলার
জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ	• ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক • যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক • অবর সহ বাস্তুকার (জন স্বাস্থ্য ও	• জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক • নির্বাহী বাস্তুকার (জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি) • উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক-৩

	পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিক No. 3341/PN/O/I/2A-1/04 Date- 18. 08. 2008	জেলা পরিষদের আধিকারিক *No.3340/PN/O/I/2A-1/04 Date-18. 08. 2008*
স্থায়ী সমিতি	কারিগরি) • ব্লক জন স্বাস্থ্য সেবিকা • ব্লক স্যানিটারি ইন্সপেক্টর	• জেলা পি.এইচ.এন.
পূর্ত কার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি	• সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক • যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক • অবর সহ বাস্তুকার (গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রকল্প) • অবর সহ বাস্তুকার (কৃষি সেচ)/ অবর সহ বাস্তুকার (কৃষি কারিগরি) • সহকারী প্রকল্প আধিকারিক	• অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক, জেলা পরিষদ • নির্বাহী বাস্তুকার (পি.ডব্লিউ.ডি) • নির্বাহী বাস্তুকার (পি.ডব্লিউ.ডি, রোডস) • নির্বাহী বাস্তুকার (গ্রামোন্নয়ন)/ সহ বাস্তুকার (গ্রামোন্নয়ন) • রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিসার • জেলা পরিষদের জেলা বাস্তুকার/ নির্বাহী বাস্তুকার
কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি	• সহ: কৃষি অধিকর্তা • সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক • সমবায় পরিদর্শক • মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, লার্জ সাইজ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি। • চেয়ারম্যান, লার্জ সাইজ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি। • কৃষি ন্যূনতম মজুরি পরিদর্শক। • সহ বাস্তুকার (সেচ ও জলপথ) • সহ বাস্তুকার কৃষি সেচ/ কৃষি কারিগরি • কৃষি বিপণন আধিকারিক	• উপ কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) • নির্বাহী বাস্তুকার (সেচ ও জলপথ) • নির্বাহী বাস্তুকার (কৃষি-সেচ/ কৃষি কারিগরি) • অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার অব্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি • সুপারিন্টেনডেন্ট কৃষি-বিপণন/ উপ অধিকর্তা কৃষি-বিপণন

	পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিক No. 3341/PN/O/I/2A-1/04 Date- 18. 08. 2008	জেলা পরিষদের আধিকারিক *No.3340/PN/O/I/2A-1/04 Date-18. 08. 2008*
শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি	• অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) • জন শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক • মহিলা জন শিক্ষা সম্প্রসারণ আধিকারিক • সমষ্টি যুব আধিকারিক • সমিতি এডুকেশন অফিসার • মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক	• জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) • জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (সেকেন্ডারি) • জেলা জন শিক্ষা আধিকারিক • জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক • জেলা যুব আধিকারিক • জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক • অ্যাসিস্ট্যান্ট কো-অরডিনেটর, শিক্ষা • জেলা প্রকল্প আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ সর্ব শিক্ষা মিশন • ডাইরেক্টর অব্ জন শিক্ষা সংস্থা
শিশু ও নারী উন্নয়ন, জন কল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি	• সমষ্টি বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক • অনগ্রসর শ্রেণী কল্যাণ পরিদর্শক • সমষ্টি কল্যাণ আধিকারিক • অবর সহ বাস্তুকার (ত্রাণ) • শিশু উন্নয়ন প্রকল্প আধিকারিক (ব্লক) • মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, লার্জ সাইজ মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি। • চেয়ারম্যান, লার্জ সাইজ মাল্টিপারপাস কো অপারেটিভ সোসাইটি। • মহিলা উন্নয়ন আধিকারিক/ গ্রাম সেবিকা	• প্রকল্প অধিকর্তা, জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থা • জেলা বিপর্যয় মোকাবিলা আধিকারিক • জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক • প্রকল্প আধিকারিক ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় কল্যাণ আধিকারিক • প্রকল্প আধিকারিক, আই.সি.ডি.এস • উপ প্রকল্প অধিকর্তা (মহিলা উন্নয়ন), জেলা গ্রামোন্নয়ন সংস্থা
বন ও ভূমি	• সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক • সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক	• অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি সংস্কার)/ জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক

	পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিক No. 3341/PN/O/I/2A-1/04 Date- 18. 08. 2008	জেলা পরিষদের আধিকারিক *No.3340/PN/O/I/2A-1/04 Date-18. 08. 2008*
সংস্কার স্থায়ী সমিতি	☘ ব্লকের অভ্যন্তরস্থ বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার/ বীট অফিসার ☘ অবর সহ বাস্তুকার (গ্রামীণ কর্ম সংস্থান প্রকল্প) ☘ সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক	• ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার • অতিরিক্ত/ সহ ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার • সহ অধিকর্তা, পর্যটন/ পর্যটন আধিকারিক/ সহ পর্যটন আধিকারিক
মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি	☘ যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ☘ মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক ☘ সমষ্টি প্রাণী সম্পদ বিকাশ আধিকারিক ☘ পশু চিকিৎসা আধিকারিক	• সহ অধিকর্তা, ফিসারি • মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, এফ.এফ.ডি.এ • মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, ব্রাকিশ ওয়াটার ফিস ফার্মার্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি • উপ অধিকর্তা, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর
খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি	☘ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ☘ খাদ্য ও সরবরাহ পরিদর্শক/খাদ্য ও সরবরাহ অবর পরিদর্শক ☘ ক্রেতা সুরক্ষা আধিকারিক/ পরিদর্শক, ওজন ও পরিমাপ	• জেলা শাসক/ অতিরিক্ত জেলা শাসক (খাদ্য ও সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত) • সুপারিন্টেনডেন্ট অব্ পুলিশ (ডি.আই.বি) • ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার, এফ.সি.আই • উপ অধিকর্তা, কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স/ সহ নিয়ন্ত্রক, ওজন ও পরিমাপ
ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত	☘ শিল্প উন্নয়ন আধিকারিক ☘ রেশম উৎপাদন সম্প্রসারণ আধিকারিক ☘ সহ বাস্তুকার বন্টন (ও & এম), মহকুমা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। ☘ সহ বাস্তুকার গ্রুপ ইলেক্ট্রিসিটি সাপ্লাই স্টেশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ☘ অধিকর্তা, ওয়েস্ট বেঙ্গল রিনিউয়েবল	• জেনারেল ম্যানেজার, ডিসট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিজ সেন্টার • জেলা আধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প বোর্ড • জোনাল ম্যানেজার, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। • সুপারিন্টেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার (ও & এম), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। • ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (আর & ই),পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। • ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (ই এইচ টি)(ও &

	পঞ্চায়েত সমিতির আধিকারিক No. 3341/PN/O/I/2A-1/04 Date- 18. 08. 2008	জেলা পরিষদের আধিকারিক *No.3340/PN/O/I/2A-1/04 Date-18. 08. 2008*
শক্তি স্থায়ী সমিতি	এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি • ম্যানেজার (নর্থ) সি.ই.এস.সি, উত্তর ২৪ পরগণার পঞ্চায়েত সমিতির জন্য • ম্যানেজার (সাউথ) সি.ই.এস.সি, দক্ষিণ ২৪ পরগণার পঞ্চায়েত সমিতির জন্য • ম্যানেজার (ওয়েস্ট) সি.ই.এস.সি, হাওড়া ও হুগলীর পঞ্চায়েত সমিতির জন্য	এম),পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। • ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (ও & এম), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ। • সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর • অধিকর্তা, ওয়েস্ট বেঙ্গল রিনিউয়েবেল এনার্জি ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি। • নির্বাহী অধিকর্তা (বণ্টন), ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন লিমিটেড [কেবল মাত্র উত্তর ২৪ পরগণা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া ও হুগলী জেলার জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির জন্য] • ডাইরেক্টর অব্ জন শিক্ষা সংস্থা

† পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির সদস্যগণ উপরে উল্লেখিত সরকারি আধিকারিকদের মধ্য থেকে একজনকে স্থায়ী সমিতির সচিব হিসাবে মনোনীত করবেন।

† পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সচিবকে মনোনয়নের দরকার হয় না কারণ, পঞ্চায়েত সমিতির সচিবই অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিরও সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক পদাধিকারবলে পঞ্চায়েত সমিতির সচিব।

† জেলা পরিষদের ক্ষেত্রেও অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সচিবকে মনোনয়নের দরকার হয় না কারণ, জেলা পরিষদের সচিবই এই দায়িত্ব পালন করেন।

† অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির সচিব বাদে অন্য কোনো স্থায়ী সমিতির সচিব পদটি কোনো কারণে কোনো সময়ে শূন্য থাকলে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের সচিবই সেই দায়িত্ব পালন করবেন।

স্থায়ী সমিতি দায়িত্ব দিলে কর্মাধ্যক্ষ পঞ্চায়েত সমিতির যে কোনো আধিকারিককে মিটিং-এ উপস্থিত থাকতে বলতে পারেন। জেলা পরিষদের ক্ষেত্রেও একই ভাবে জেলা পরিষদের আধিকারিককে স্থায়ী সমিতিতে কর্মাধ্যক্ষ ডাকতে পারেন।[ধারা-১২৫(৪)(গ) ও ১৭২(৫)(গ)]

যখন অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ছাড়া অন্য কোনো স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ/ সদস্য পদে আকস্মিক শূন্যতা হবে তখন পঞ্চায়েত আইনের ১২৭ ধারা অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতির ও ১৭৪ ধারা অনুযায়ী জেলা পরিষদের এই ধরণের আকস্মিক শূন্যতা পূরণ করা হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (কনস্টিটিউশন) নিয়মাবলী, ১৯৭৫ এর বিভিন্ন নিয়ম দ্বারা এই নির্বাচন হবে।

স্থায়ী সমিতির সভা

- স্থায়ী সমিতির সভা মাসে অন্তত একবার হবে। সভার তারিখ ও সময় স্থায়ী সমিতি তার আগের সভায় ঠিক করবে। যদি স্থির করা দিনে সভা না হয়, বা দিন স্থির করা না হয়ে থাকে, তবে কর্মাধ্যক্ষ দিন ঠিক করে সভা ডাকবেন।
- কর্মাধ্যক্ষ ঠিক সময়ে সভা ডাকতে না পারলে, সভাপতি/ সভাধিপতি পর পর সর্বাধিক ৩ টি সভা ডাকতে পারেন।
- সাধারণ ভাবে **অন্তত ৭ দিনের ব্যবধানে** আলোচনার বিষয়বস্তু সহ নোটিশ দিতে হবে। জরুরি মিটিং এর ক্ষেত্রে **৩ দিনের নোটিশ** দেওয়া যায়। কিন্তু জরুরি মিটিং এ কেবল মাত্র একটি আলোচনার বিষয় বা এজেন্ডা থাকবে।
- নোটিশে স্থায়ী সমিতির সচিব সই করবেন।
- সভার আলোচ্যসূচি সচিব, কর্মাধ্যক্ষের সাথে আলোচনা করে ঠিক করবেন। কিন্তু প্রথম বিষয় হবে আগের দিনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নেওয়া পদক্ষেপের রিপোর্ট বা প্রতিবেদন। (সভার আলোচ্যসূচি ঠিক করার সময় অবশ্যই স্থায়ী সমিতির কাজের ক্ষেত্র, আগামী দিনের কর্ম পরিকল্পনা ও বা আশু প্রয়োজনকে মাথায় রাখতে হবে। প্রতিটি বিষয়ই যেন সুচিন্তিত হয় ও তার প্রাসঙ্গিকতা থাকে।)
- স্থায়ী সমিতির সভায় কর্মাধ্যক্ষ সভাপতিত্ব করবেন। কর্মাধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে স্থায়ী সমিতির সদস্যরা ঐ দিন উপস্থিত **কোনো সদস্যকে** সভার সভাপতি নির্বাচিত করবেন।
- স্থায়ী সমিতির মোট সদস্যের (নির্বাচিত জন প্রতিনিধি) **অর্ধেক (সর্বনিম্ন ৩ জন)** কোরাম বলে বিবেচিত হবে।
- সভা শুরুর সময়ের **১ ঘণ্টা পর্যন্ত যদি না কোরাম হয়** তবে সভা মুলতুবি হয়ে যাবে।
- কোনো সভা মুলতুবি হলে ৭ম দিনে একই জায়গায় ও একই সময়ে একই বিষয়ে সভা হবে।
- মুলতুবি সভাতেও স্থায়ী সমিতির মোট সদস্যের (নির্বাচিত জন প্রতিনিধি) অর্ধেক (সর্বনিম্ন ৩ জন) কোরাম বলে বিবেচিত হবে। মুলতুবি সভায় কোরাম না হলে নতুন করে সভা ডাকতে হবে।
- **তলবি সভা :** কাজ বা প্রকল্প নিয়ে আলোচনার জন্য স্থায়ী সমিতির কমপক্ষে ১/৪ অংশ সদস্য তলবি সভা করার জন্য কর্মাধ্যক্ষকে নোটিশ দিতে পারেন। এক্ষেত্রে স্থায়ী সমিতির সংশ্লিষ্ট আধিকারিক সদস্যরাও নোটিশে স্বাক্ষর করতে পারেন। কিন্তু সভায় কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ভোটাভুটি হলে আধিকারিক সদস্যরা ভোট দিতে পারবেন না। কর্মাধ্যক্ষ তলবি সভার নোটিশ পেয়ে ৩ দিনের মধ্যে ৭ দিনের নোটিশে সভা ডাকবেন এবং এই সভা অবশ্যই, তলবি নোটিশ পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে হতে হবে। যদি কর্মাধ্যক্ষ নোটিশ পেয়েও সভা না ডাকেন তবে তলবি সদস্যরা নির্বাহী আধিকারিককে জানিয়ে ৭ দিনের নোটিশে সভা ডাকতে পারেন। **বর্তমান আইন অনুযায়ী কোনো সদস্য/ পদাধিকারীর অপসারণের জন্য এখন আর তলবি সভা ডাকা যায় না।**

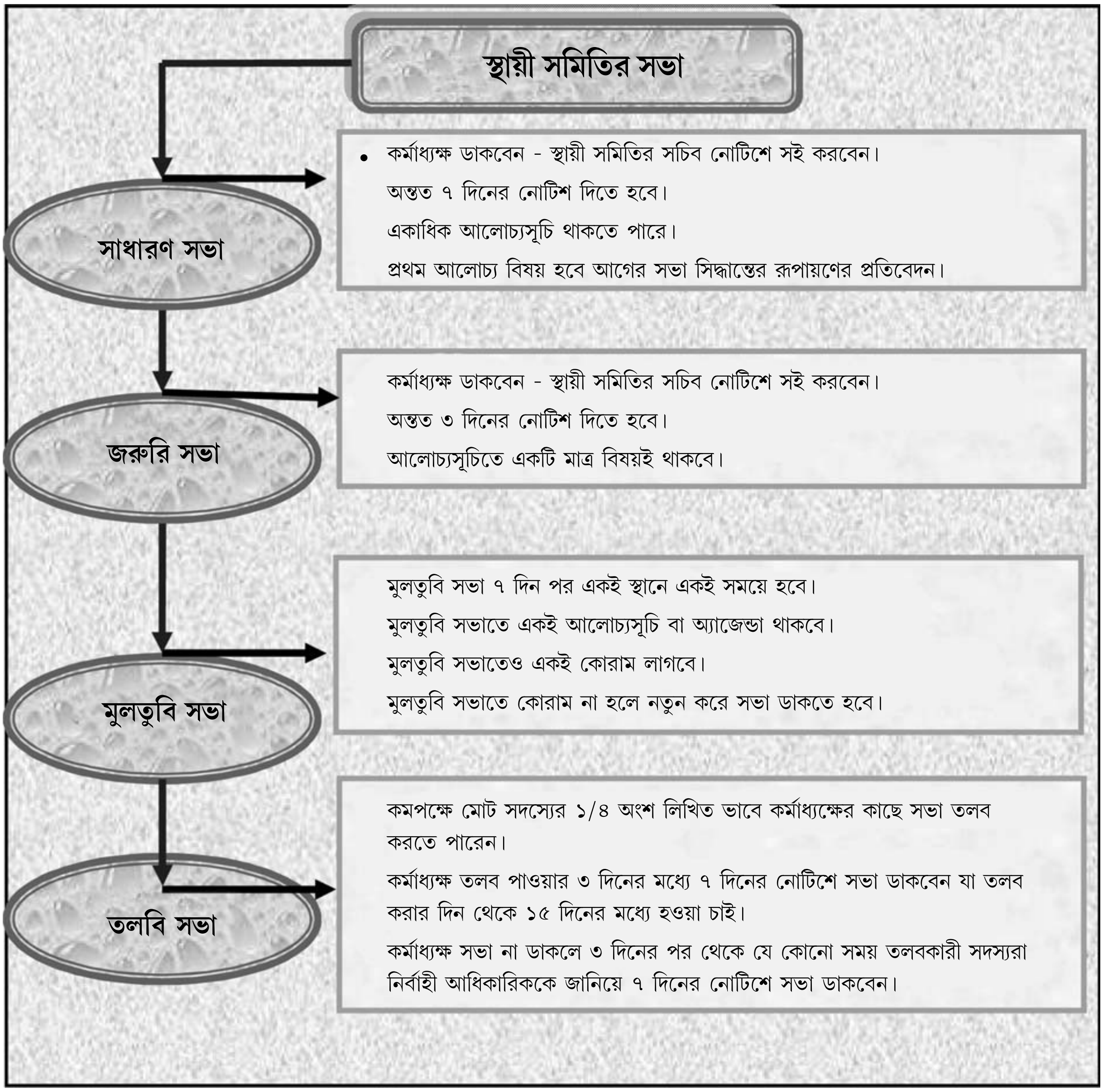

কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি ছাড়া বাকি ৯ টি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের কার্যকারিতার উপর তাদের প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। প্রত্যেক কর্মাধ্যক্ষের স্থায়ী সমিতিতে নিম্ন-লিখিত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ১২৫(৪) ও ১৭২(৫) ধারায় যথাক্রমে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা সম্পর্কে উল্লেখ আছে।

দায়িত্ব

- সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির জন্য ১ টি ৫ বছরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।
- সেই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে প্রতি বছরের জন্য একটি বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- পরিকল্পনা তৈরির এই প্রক্রিয়ায় পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে গ্রাম পঞ্চায়েতের ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সমিতির প্রস্তাবগুলিকে (না আসলে আনিয়ে নিয়ে) গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিবেচনা করতে হবে।
- আগামী আর্থিক বছরের জন্য বাজেট প্রস্তুত করতে হবে। বাজেট বার্ষিক পরিকল্পনার ভিত্তিতে তৈরি করতে হবে।
- মাসে অন্তত একবার স্থায়ী সমিতির সভা করতে হবে।
- স্থায়ী সমিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের নিয়মিত রূপায়ণ ও তদারকি অবশ্যই করতে হবে।
- স্থায়ী সমিতির সচিবের সহায়তায় ত্রৈমাসিক রিপোর্ট তৈরি করে সভাপতি/ সভাধিপতি এর কাছে পেশ করতে হবে। এই রিপোর্ট অর্থ সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে আলোচিত হবে ও পঞ্চায়েত সমিতি/ জেলা পরিষদের পরবর্তী সাধারণ সভায় পেশ করা হবে।
- রিপোর্টে স্থায়ী সমিতিতে গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি (আর্থিক ও কাজের) কতটা হয়েছে , কতটা হয়নি , কেন হয়নি এইসব বিষয়ের উল্লেখ থাকবে।
- প্রয়োজন মত স্থায়ী সমিতির সাথে যুক্ত/ কাজের সাথে সম্পর্কিত আধিকারিকদের কাছ থেকে প্রকল্পের / কাজের নির্দেশিকা বুঝে নিতে হবে ও রূপায়ণ বিষয়ে পরামর্শ বিবেচনা করতে হবে। আধিকারিকের কোনো পরিকল্পনা, প্রয়োজন, অভিনব প্রচেষ্টা থাকলে সেগুলিকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে হবে।
- এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য, স্থায়ী সমিতির কার্যক্রমের সাথে যুক্ত সরকারি বিভাগগুলির সাথে/ সরকারি বিভাগ থেকে পরিচালিত কাজের সাথে স্থায়ী সমিতির কাজের সমন্বয় সাধন করতে হবে। আধিকারিকের অফিসে গিয়েও প্রয়োজনে আলোচনা করতে হবে।

ক্ষমতা

- বাজেটে কোনো কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা থাকলে পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকা ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সিদ্ধান্ত স্থায়ী সমিতির সভায় নিতে পারবেন।
- কাজের রূপায়ণ প্রক্রিয়াকে ইন্সপেকশন করতে পারবেন।
- সচিবের মাধ্যমে পঞ্চায়েত অফিস/ জেলা পরিষদের অফিস থেকে যে কোনো তথ্য, রিপোর্ট, নথি চেয়ে পাঠাতে পারবেন; অবশ্যই তা জনকল্যাণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা ও রূপায়ণের মান বৃদ্ধির স্বার্থে।
- স্থায়ী সমিতির অনুমোদন ক্রমে পঞ্চায়েত সমিতি (পঞ্চায়েত সমিতির জন্য) বা জেলা পরিষদের (জেলা পরিষদের জন্য) যে কোনো আধিকারিককে (স্থায়ী সমিতির সদস্য নয় এমন) স্থায়ী সমিতির সভায় উপস্থিত থাকতে বলতে পারবেন।

স্থায়ী সমিতির কাজ

জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতির ১০ টি স্থায়ী সমিতির দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট। বিভিন্ন স্থায়ী সমিতি আলাদা আলাদা বিষয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করে।

স্থায়ী সমিতিক জন্য কাজের বিষয় বণ্টন

স্থায়ী সমিতির নাম	কাজের ক্ষেত্র
অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি	১. অর্থ ২. বাজেট ৩. হিসাব ৪. নিরীক্ষা ৫. টোল, ফি, শুল্ক প্রভৃতি ধার্য করা ৬. সম্পদ আহরণ ৭. প্রশাসন ও প্রতিষ্ঠান ৮. বাকি স্থায়ী সমিতিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও অর্থনৈতিক তদারকি ৯. পরিকল্পনা তৈরি, রূপায়ণ, তদারকি ও মূল্যায়ন ১০. কর্ম সৃজন প্রকল্প ১১. ক্ষুদ্র সঞ্চয় ১২. সম্পদের রেজিস্টার ও পরিকল্পনার তথ্য ভাণ্ডার তৈরি ১৩. সরকার থেকে প্রাপ্ত হাট, বাজার, ফেরির ব্যবস্থাপনা ১৪. শংসাপত্র প্রদান ১৫. বিকেন্দ্রীকৃত আর্থ সামাজিক তথ্য ভাণ্ডার তৈরি ১৬. সদস্য ও কর্মীবর্গের প্রশিক্ষণ ১৭. অন্য স্থায়ী সমিতিতে দেওয়া হয় নি এমন যে কোনো কাজ ১৮. সময়ে সময়ে আসা অন্য যে কোনো কাজ ১৯. তথ্য জানার অধিকার আইনে করণীয় কাজের রূপায়ণ।
জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ স্থায়ী সমিতি	১) জনস্বাস্থ্য ২) স্বাস্থ্য বিধান ৩) গ্রামীণ জল সরবরাহ, ৪) সমষ্টিগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ৫) এইডস্ সহ অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির নিয়ন্ত্রণের জন্য সমষ্টি কেন্দ্রিক কর্মসূচি

স্থায়ী সমিতির নাম	কাজের ক্ষেত্র
	৬) বাহক বাহিত রোগের সমষ্টি নিয়ন্ত্রণ ৭) গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ক্লিনিক ও ডিসপেনসারি ৮) পরিবার কল্যাণ ৯) পুষ্টি বিধান ১০) পরিবেশ সুরক্ষা ও নান্দনিক মূল্যবোধের সংরক্ষণ ১১) দূষণ নিয়ন্ত্রণ।
পূর্ত কার্য ও পরিবহন স্থায়ী সমিতি	১) কালভার্ট, ব্রিজ, নালা সহ সমস্ত গ্রামের সংযোগকারী সব আবহাওয়ার উপযোগী রাস্তা ২) জনস্বার্থে ব্যবহৃত বাড়ি ৩) গ্রামীণ গৃহ নির্মাণ ৪) বিভিন্ন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য ৫) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট পরিবহন ব্যবস্থা, জল পথ ও পরিবহনের অন্যান্য ব্যবস্থা ৬) গার্হস্থ্য তরল বর্জ্য ও অতি বৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় পয়:প্রণালী ব্যবস্থা ৭) জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট রাস্তা বা জায়গা থেকে বেআইনি দখল মুক্ত করা।
কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতি	১) নতুন শস্যের চাষ চালু, নতুন কৃষি বিজ্ঞান অভ্যাস, শস্যের বৈচিত্রকরণ সহ কৃষি কাজ ২) কৃষি শিল্প ৩) উদ্যানবিদ্যা ৪) ফুল উৎপাদন বিদ্যা ৫) কেঁচো সার উৎপাদন ৬) কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ৭) ক্ষুদ্র সেচ ও সেচ ৮) মাটি সংরক্ষণ ৯) জল ব্যবস্থাপনা, জলবিভাজিকা উন্নয়ন, বৃষ্টির জলের ব্যবস্থাপনা ১০) সমবায় আন্দোলন ১১) শস্য ঋণ/ কৃষি ঋণ ১২) সমবায় চাষ ১৩) প্রফলাল বা ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্পের উপভোক্তা সংখ্যা বৃদ্ধি।

স্থায়ী সমিতির নাম	কাজের ক্ষেত্র
শিক্ষা, সংস্কৃতি, তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি	১. ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সকলের জন্য বুনিয়াদি শিক্ষা ২. বয়স্ক ও প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা ৩. জনশিক্ষা ৪. শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র ৫. মধ্যাহ্ন ভোজন প্রকল্প ৬. গ্রামীণ গ্রন্থাগার ৭. কারিগরি প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ৮. সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও বিনোদন ৯. তথ্য ও জন সংযোগ ১০. কমন সার্ভিস সেন্টারের কার্যকারিতার প্রসার ও তদারকি ১১. ক্রীড়া ১২. যুব কল্যাণ পরিষেবা।
শিশু ও নারী উন্নয়ন, জন কল্যাণ ও ত্রাণ স্থায়ী সমিতি	১) নারী ও শিশুর উন্নয়ন ২) শিশু শ্রমিক রদ ৩) বাল্য বিবাহ, পণ প্রথা ও অকাল মাতৃত্ব সম্পর্কে জনমত সংগঠন ৪) নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে জন প্রতিরোধ গড়ে তোলা ৫) সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পকে সহায়তা দেওয়া ও তার পরিকাঠামো উন্নয়ন; সকলে, বিশেষ করে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী যাতে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের পরিষেবা গ্রহণ করে তার জন্য চেষ্টা করা ৬) সমাজ কল্যাণ ৭) প্রতিবন্ধী কল্যাণ ৮) তপশীলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ ৯) বয়স্ক ও অক্ষম ব্যক্তি কল্যাণ ১০) সংখ্যালঘু শ্রেণী কল্যাণ ১১) জাতীয় বার্ধক্য ভাতা ও জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্পের রূপায়ণে সহায়তা ১২) দুর্বলতর শ্রেণীর কল্যাণ ১৩) সামাজিক সুরক্ষা ১৪) বেকার সহায়তা ও পেনশন ১৫) স্বসহায়তা দল, উপ সংঘ, ও সংঘের সহায়তা

স্থায়ী সমিতির নাম	কাজের ক্ষেত্র
	১৬) ত্রাণ ও পুনর্বাসন, ১৭) অকিঞ্চিৎকর শ্রেণী (মার্জিনালাইজড গ্রুপ) এর জন্য আইনি সহায়তার ব্যবস্থা করা।
বন ও ভূমি সংস্কার স্থায়ী সমিতি	১. খাস জমির বণ্টন ২. ভূমি সংস্কার প্রকল্প ৩. খাস কৃষি জমিতে স্বসহায়ক দলের কৃষিকাজের জন্য সহায়তা দান ৪. সামাজিক বনসৃজন ৫. খামারি বনসৃজন ৬. জ্বালানি ও পশু খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও মিতব্যয়ী ব্যবহার ৭. উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল সহ বন সম্পদের রক্ষা এবং যুগ্ম বন ব্যবস্থাপনার প্রসার ৮. বাস্তুসংস্থান সংক্রান্ত ভারসাম্য বজায় রাখা ৯. প্রাকৃতিক পর্যটনের প্রসার।
মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতি	১) মৎস্যপালন ২) দুধ উৎপাদন, পক্ষীপালন বা অন্যান্য কাজের মাধ্যমে প্রাণী সম্পদের বিকাশ ৩) কৃত্রিম প্রজনন ৪) রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং গবাদি পশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা।
খাদ্য ও সরবরাহ স্থায়ী সমিতি	১. গণবণ্টন ব্যবস্থা ২. বি.পি.এল, অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা ও অন্নপূর্ণা যোজনার কার্ড বিলি করা ৩. শস্যগোলার (গ্রেইন গোলা) প্রসার সহ খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প ৪. উপভোক্তা অভিযোগ।
ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতি	১) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প ২) হস্তচালিত তাঁত ৩) খাদি ও গ্রামীণ শিল্প ৪) রেশম চাষ ৫) স্বনিযুক্তি প্রকল্প ৬) গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ ৭) অচিরাচরিত শক্তির প্রসার।

পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের স্থায়ী সমিতিগুলির কাজের বণ্টনের উপযুক্ত তালিকা দেখলেই বোঝা যায় যে

গ্রামীণ উন্নয়নে নিযুক্ত সমস্ত দপ্তর স্থায়ী সমিতিগুলির মধ্যে বন্টন করে দেওয়া আছে। সুতরাং যদি কোনো স্থায়ী সমিতি তার দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন না করে তবে ঐ ঐ ক্ষেত্রে উন্নয়নের ঘাটতি দেখা দেবে। আবার একটি ক্ষেত্রের সাথে অন্য গুলির যোগাযোগও নিবিড়; ফলে কোনো ক্ষেত্রে ঘাটতি সামগ্রিক উন্নয়নেই প্রভাব ফেলবে। তাই প্রতিটি স্থায়ী সমিতিরই উচিত কাজের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করা ও সেই অনুযায়ী কাজ করা।

স্থায়ী সমিতির প্রায় বেশিরভাগ কাজই রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মচারী দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সকল আধিকারিকরা আবার সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির সদস্য। প্রয়োজন মাফিক স্থায়ী সমিতির সভায় কোনো আধিকারিককে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণও জানানো যায়। এছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে ব্লক প্রশাসন ও জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনও সরকার পোষিত বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ/ পরিষেবার নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করে। সুতরাং সুষ্ঠু ভাবে স্থায়ী সমিতির কাজের রূপায়ণ করতে হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিক-কর্মচারীর সাথে সমন্বয় সাধন করতে হবে। ব্লক বা জেলা প্রশাসনের সাথেও সমন্বয় প্রয়োজন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আধিকারিক-কর্মচারীদের সাথে এমন একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা স্থায়ী সমিতির কাজকে নিজেদের কাজ বলে মনে করেন ও গ্রামোন্নয়নের কাজটি তাদের কাছে অগ্রাধিকার পায়। প্রত্যেককে নিজেদের উন্নয়ন কর্মী হিসাবে মনে করতে হবে; গ্রামোন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে-বাকি সব বিষয়কে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। গ্রামোন্নয়ন খুব সহজ বিষয় নয়—চাই নিরলস পরিশ্রম ও স্থির লক্ষ্যে সুসংবদ্ধ পরিকল্পিত পদক্ষেপ। প্রতিটি স্থায়ী সমিতির ক্ষেত্রেই কাজ অনুযায়ী কিছু ভিত্তি তথ্য আছে; যার দ্বারা ঐ ক্ষেত্রে গ্রামীণ এলাকার অবস্থান বোঝা যায়। এই তথ্য সংগ্রহ করে তুলনা করলেই বোঝা যাবে কোন কোন এলাকায় বা গ্রামে ঐ ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বের প্রয়োজন আছে। স্থায়ী সমিতির প্রাথমিক ও অন্যতম কাজ হল প্রথমেই ঠিক করে ফেলা তার এক্তিয়ার ভুক্ত বিষয়ে কোন কোন তথ্য প্রয়োজন এবং তা সংগ্রহ করার উপায়। তথ্যভাণ্ডার যত বেশি সমৃদ্ধ হবে স্থায়ী সমিতির কাজের উপযোগিতাও তত বৃদ্ধি পাবে। আবার তথ্যভাণ্ডারকে গতিশীল হতে হবে; কারণ গ্রামীণ এলাকার আর্থ-সামাজিক-মানসিক অবস্থার তথ্য প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ও বহু পারিপার্শিক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল।

পরিকল্পনা

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্বায়ত্তশাসনের /সংস্থা হিসাবে কাজ করে। গ্রামীণ এলাকার সকলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইনের ১০৯(১) ধারা অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি ও ১৫৩(১) ধারা অনুযায়ী জেলা পরিষদ

- ✪ ৫ বছরের জন্য একটি ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করবে।
- ✪ প্রতিবছর জানুয়ারি মাসের মধ্যে পরবর্তী আর্থিক বছরের জন্য একটি বার্ষিক পরিকল্পনা করবে।

বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থায় সমস্ত পরিকল্পনাই গ্রাম সংসদে নির্বাচকদের মতামতের/চাহিদার ভিত্তিতে তৈরি হওয়া উচিত। গ্রাম সংসদের চাহিদার তালিকা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত তার পরিকল্পনা তৈরি করবে। পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ তার নিম্নস্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের পরিকল্পনা তৈরি করবে।

সাধারণ ভাবে পরিকল্পনার অর্থ হল চিন্তা করার একটি পদ্ধতি যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন কাজের একটি সংগঠিত রূপ। গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রচুর কাজ করা প্রয়োজন; গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক আলোচনায় তার উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রাম স্তরে মানুষের চাহিদাও অপরিসীম। সব চাহিদা মেটানোর মতন অর্থসম্পদ প্রতিষ্ঠানের হাতে থাকে না। সুতরাং মোট কত সম্পদ ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে এবং তাতে গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কোন কোন কাজ করা যেতে পারে তার অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি রূপরেখা তৈরি করা প্রয়োজন। এই রূপরেখাকেই পরিকল্পনা বলে।

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় পরিকল্পনার রকম ভেদ :

পঞ্চায়েত আইন ও বিভিন্ন ধরণের নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ স্তরে নিম্নলিখিত ধরণের পরিকল্পনাগুলি করতে হয়:

- ✓ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
- ✓ বার্ষিক পরিকল্পনা
    - ০ স্থায়ী সমিতির পরিকল্পনা
    - ০ পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের সামগ্রিক পরিকল্পনা।
- ✓ বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা
    - বিভিন্ন স্কিমের জন্য আলাদা আলাদা হয় যা বার্ষিক পরিকল্পনারই প্রকল্পভিত্তিক রূপ।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কি?

পঞ্চায়েত সদস্যরা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই পাঁচ বছরে তাঁরা তাদের এলাকার মানুষের জীবনযাপনের মান ও তার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর কি কি উন্নয়ন করা উচিত বা করবেন তার রূপরেখা তৈরি ক'রে নেওয়া প্রয়োজন। পাঁচ বছরের জন্য তৈরি এই রূপরেখাকে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তৈরির পদ্ধতি কি?

১) তথ্য সংগ্রহ > সংসদ ভিত্তিক তথ্যের একটি পুস্তিকা তৈরি করে নেওয়া প্রয়োজন > তথ্যের বিশ্লেষণ > পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করণ যেগুলি যে স্তরে করা সম্ভব > পাঁচ বছরে কতখানি সম্পদ পাওয়া যাবে (সাহায্য ও নিজস্ব আয়) তা অনুমান করা > সম্পদের যোগান অনুযায়ী সমস্যার অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি > সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিকল্পনার তৈরি করা।

বার্ষিক পরিকল্পনা : পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে প্রতি বছরের বিশেষ চাহিদা ও সম্পদের যোগান পর্যালোচনা করে বার্ষিক কাজের রূপরেখা তৈরি ও লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হ'ল বার্ষিক পরিকল্পনা।

বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা : বার্ষিক কাজগুলিকে প্রোগ্রামভিত্তিক নির্দিষ্ট প্রকল্পে ভেঙে ফেলে ও সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় অর্থ নির্ধারণ করে যে কর্মোপযোগী রূপরেখা তৈরি করতে হয়, তাকে বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা বলে।

বাজেট

বাজেটের সাধারণ ধারণা ঃ পরবর্তী বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসাবকেই বাজেট বলে।

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন, ১৯৭৩ এর ১৩৬, ১৩৭ ও ১৩৮ ধারায় পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট তৈরির কথা বলা আছে; এবং ১৮৩ ও ১৮৪ ধারায় জেলা পরিষদের বাজেট তৈরির বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আইনে বাজেটের অত্যাবশ্যকীয়তার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া আছে। এই আইন অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি [ধারা-১৩৭] বা জেলা পরিষদের [ধারা-১৮৩(৩)] বিশেষ সভায় (৫০% কোরাম সহ) বাজেট অনুমোদন না হলে পরবর্তী আর্থিক বছরে কোনো খরচ করা যাবে না।

বাজেটের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সকল পদ্ধতি ও নিয়ম বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ) বাজেট নিয়মাবলী, ২০০৮ তৈরি করা হয়েছে।

উল্লিখিত নিয়মাবলী, ২০০৮ অনুযায়ী বাজেট তৈরির বিভিন্ন ধাপ ও তার সময় সারণী আলোচনা করা হল :

পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট প্রস্তুতির ক্যালেন্ডার ও সংশ্লিষ্ট নিয়ম

নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ	কাজ	দায়িত্ব	নিয়ম/ বিধি
১০ ই সেপ্টেম্বর	◆ আগামী আর্থিক বছরে সম্ভাব্য তহবিল প্রাপ্তির তথ্য সংগ্রহ (নিজস্ব তহবিল সহ) ◆ খাত অনুযায়ী বিগত ৩ বছরের গড় প্রাপ্তির ১১০% আগামী বছরের সম্ভাব্য তহবিল বলে ধরা যেতে পারে।	নির্বাহী আধিকারিক	৩
৩০ শে সেপ্টেম্বর	◆ অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে আলোচনা করে বণ্টিত অর্থের যোগানের উপর ভিত্তি করে স্থায়ী সমিতির বাজেটের রূপরেখা তৈরি করতে হবে। ◆ স্থায়ী সমিতির নিজস্ব প্রস্তাবের সাথে গ্রাম পঞ্চায়েতর কিছু প্রস্তাব থাকলে তাও বিবেচনা করতে হবে। ◆ **১ নং ফর্ম-এ প্রস্তুত করতে হবে।**	প্রত্যেক স্থায়ী সমিতি তার সচিবের সাহায্যে প্রস্তুত করবে।	৪(১)
১৫ ই অক্টোবর	ইংরাজি ও স্থানীয় ভাষায় (বাংলা/ নেপালি) বিভিন্ন খাতে ১০টি স্থায়ী সমিতির বণ্টিত অর্থ দেখিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির বাজেটের রূপরেখা তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে অনুমোদিত বার্ষিক পরিকল্পনাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। **২ নং ফর্ম--এ প্রস্তুত করতে হবে।**	সভাপতি ও নির্বাহী আধিকারিকের নির্দেশ মোতাবেক পঞ্চায়েত সমিতির সচিব এই কাজটি করবেন।	৪(২)
১৫ ই নভেম্বর	গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির খসড়া বাজেটের সাপেক্ষে পঞ্চায়েত সমিতির রূপরেখা বাজেটের পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন।	অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি	৫
৩০ শে নভেম্বর	পঞ্চায়েত সমিতির আহূত বিশেষ সভায় আপত্তি ও মতামত বিবেচনা করে রূপরেখা বাজেটকে খসড়া বাজেট রূপে গ্রহণ। এই বিশেষ সভার নোটিশের সাথে **রূপরেখা বাজেটের প্রতিলিপি অবশ্যই দিতে হবে**।	পঞ্চায়েত সমিতি, অর্থাৎ এর সকল সদস্য	৬
১০ ই ডিসেম্বর	• ফর্ম-২ এ গৃহীত খসড়া বাজেটের প্রকাশ। • ফর্ম-৩ এ আগ্রহী ব্যক্তিদের (ভোটার ও অন্যান্য) ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি বা মতামত জানাতে বলতে হবে। • প্রচুর সংখ্যক মানুষ দেখতে পায় কমপক্ষে এমন ৩ টি স্থানে খসড়া বাজেট প্রকাশ করতে হবে।	নির্বাহী আধিকারিক/ সচিব	৭

নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ	কাজ	দায়িত্ব	নিয়ম/ বিধি
	• প্রচুর সংখ্যক মানুষ দেখতে পায় কমপক্ষে এমন ৩ টি স্থানে খসড়া বাজেট প্রকাশ করতে হবে। • পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ড-এ প্রকাশ করতে হবে। • জেলা পরিষদে খসড়া বাজেটের প্রতিলিপি পাঠাতে হবে; জেলা পরিষদ তার কোনো মতামত থাকলে ১৫ দিনের মধ্যে জানাবে।		
১৫ ই জানুয়ারি	সমস্ত আপত্তি ও মতামত বিবেচনা করে সংশোধিত খসড়া বাজেট প্রস্তুতি।	অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি	৮(১)
১৫ ই ফেব্রুয়ারি	পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ ভাবে ডাকা সভায় সমস্ত দিকের আপত্তি, পরামর্শ বিবেচনা করে বাজেটের অনুমোদন দিতে হবে। এই সভা ডাকার সময় নোটিশের সাথে খসড়া বাজেটের প্রস্তাবিত সংশোধনের বিবরণ পাঠাতে হবে। এই সভার কোরাম মোট সদস্যের ১/২ অংশ হবে। মুলতুবি সভার কোরামও ১/২ অংশ। ১/২ অংশ হিসাবে কোরাম না হলে বারংবার সভা ডাকতে হবে; কোনো মতেই ১/২ অংশ কোরামের নিচে সভা করে বাজেটের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া যাবে না। মুলতুবি সভা ন্যূনতম তিন দিনের নোটিশে করা যাবে।	পঞ্চায়েত সমিতি, অর্থাৎ এর সকল সদস্য	৮(৩), ৮(২)
১০ই মার্চ	চূড়ান্ত বাজেটের প্রকাশ। (ফর্ম-২ এ চূড়ান্ত) • প্রচুর সংখ্যক মানুষ যায় কমপক্ষে এমন ৩ টি স্থানে চূড়ান্ত বাজেট প্রকাশ করতে হবে। • পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের নোটিশ বোর্ডে চূড়ান্ত বাজেট প্রকাশ করতে হবে। চূড়ান্ত বাজেটের প্রতিলিপি পাঠাতে হবে: • জেলা পরিষদে • জেলা শাসক • মহকুমা শাসক • সংশ্লিষ্ট ট্রেজারি	নির্বাহী আধিকারিক/ সচিব	৮(৪)

জেলা পরিষদের বাজেট প্রস্তুতির ক্যালেন্ডার ও সংশ্লিষ্ট নিয়ম

তারিখ	কাজ	দায়িত্ব	নিয়ম/ বিধি
১০ ই সেপ্টেম্বর	◆ আগামী আর্থিক বছরে সম্ভাব্য তহবিল প্রাপ্তির তথ্য সংগ্রহ (নিজস্ব তহবিল সহ) ◆ খাত অনুযায়ী বিগত ৩ বছরের গড় প্রাপ্তির ১১০% আগামী বছরের সম্ভাব্য তহবিল বলে ধরা যেতে পারে।	নির্বাহী আধিকারিক	১৪
৩০ শে সেপ্টেম্বর	◆ অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে আলোচনা করে বণ্টিত অর্থের যোগানের উপর ভিত্তি করে স্থায়ী সমিতির বাজেটের রূপরেখা তৈরি করতে হবে। ◆ স্থায়ী সমিতির নিজস্ব প্রস্তাবের সাথে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির কিছু প্রস্তাব থাকলে তাও বিবেচনা করতে হবে। ◆ **১ নং ফর্ম-এ প্রস্তুত করতে হবে**।	প্রত্যেক স্থায়ী সমিতি তার সচিবের সাহায্যে প্রস্তুত করবে।	১৫(১)
১৫ ই অক্টোবর	ইংরাজি ও স্থানীয় ভাষায় (বাংলা/ নেপালি) বিভিন্ন খাতে ১০টি স্থায়ী সমিতির বণ্টিত অর্থ দেখিয়ে জেলা পরিষদের বাজেটের রূপরেখা তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে অনুমোদিত বার্ষিক পরিকল্পনাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। **ফর্ম**- **২ নং ফর্ম**-**এ প্রস্তুত করতে হবে।**	সভাধিপতি ও নির্বাহী আধিকারিকের নির্দেশ মোতাবেক জেলা পরিষদের সচিব এই কাজটি করবেন।	১৫(২)
১৫ ই নভেম্বর	নির্বাহী আধিকারিক জেলা পরিকল্পনা কমিটি (ডি.পি.সি) এবং অন্যান্য জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের মতামত নিয়ে রূপরেখা বাজেটে প্রয়োজন মত পরিমার্জন করে সভাধিপতির কাছে পাঠাবেন।	নির্বাহী আধিকারিক	১৫(৩)
২৫শে ডিসেম্বর	জেলা পরিষদের খসড়া বাজেট ও সভার মতামতের উপর ভিত্তি করে সংশোধিত জেলা পরিষদের রূপরেখা বাজেট তৈরি।	অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সদস্য	১৬
৫ই জানুয়ারি	জেলা পরিষদের বিশেষ সভায় আপত্তি ও মতামত বিবেচনা কবে রূপরেখা বাজেটকে খসড়া বাজেট রূপে গ্রহণ। এই বিশেষ সভার নোটিশের সাথে **রূপরেখা বাজেটের প্রতিলিপি অবশ্যই দিতে হবে**।	জেলা পরিষদ অর্থাৎ এর সকল সদস্য	১৭

তারিখ	কাজ	দায়িত্ব	নিয়ম/ বিধি
১০ই জানুয়ারি	খসড়া বাজেটের প্রকাশ: ✎ জেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ড ✎ মহকুমা শাসকের নোটিশ বোর্ড ✎ জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির নোটিশ বোর্ড ✎ রাজ্য সরকারের সেই সমস্ত জেলা দপ্তরের নোটিশ বোর্ড যাদের জেলা পরিষদে বাজেট বরাদ্দ আছে। ✎ প্রচুর সংখ্যক মানুষ যায় কমপক্ষে এমন ৩ টি স্থান। খসড়া বাজেট ফর্ম-২ এ প্রকাশ করতে হবে। এর সাথে ফর্ম-৩ এ নোটিশ দেওয়া হবে যাতে ২০ দিনের মধ্যে জেলা পরিষদের ভোটার ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাদের আপত্তি ও মতামত পাঠাতে বা জমা দিতে পারেন। ✪ খসড়া বাজেটের ১ কপি পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিবকে পাঠাতে হবে, যিনি পাওয়ার ২০ দিনের মধ্যে সভাধিপতিকে তাঁর আপত্তি বা মতামত জানাতে পারেন।	নির্বাহী আধিকারিক/ সচিব	১৮
১৫ই ফেব্রুয়ারি	জেলা পরিষদের ভোটার বা অন্যান্য ব্যক্তির আপত্তি/ পরামর্শ, পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের মতামত এবং রাজ্য সরকারের মতামত যদি কিছু আসে তা বিবেচনা করে এবং নিজেদের মতামত দিয়ে সংশোধিত বাজেট তৈরি করবে এবং জেলা পরিষদের বিশেষ ভাবে ডাকা সভায় পেশ করবে।	অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি	১৯(১)
১০ই মার্চ	জেলা পরিষদের বিশেষ সভা সমস্ত দিক বিবেচনা করে বাজেটের চূড়ান্ত অনুমোদন করবে। বিশেষ সভা ডাকার সময় নোটিশের সাথে খসড়া বাজেটে প্রস্তাবিত সংশোধনের বিবরণ পাঠাতে হবে। এই সভার কোরাম মোট সদস্যের ১/২ অংশ হবে। মুলতুবি সভার কোরামও ১/২ অংশ। ১/২ অংশ হিসাবে কোরাম না হলে বারংবার সভা ডাকতে হবে; কোনো মতেই ১/২ অংশ কোরামের নিচে সভা করে বাজেটের চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া যাবে না। মুলতুবি সভা ন্যূনতম তিন দিনের নোটিশে করা যাবে।	জেলা পরিষদ, অর্থাৎ জেলা পরিষদের সকল সদস্য।	১৯(৩) ১৯(২)

তারিখ	কাজ	দায়িত্ব	নিয়ম/ বিধি
৩১শে মার্চ	চূড়ান্ত বাজেটের প্রকাশ: ● জেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ড ● মহকুমা শাসকের নোটিশ বোর্ড ● জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির নোটিশ বোর্ড ● রাজ্য সরকারের সেই সমস্ত জেলা দপ্তরের নোটিশ বোর্ড যাদের জেলা পরিষদে বাজেট বরাদ্দ আছে। প্রচুর সংখ্যক মানুষ যায় কমপক্ষে এমন ৩ টি স্থান। চূড়ান্ত বাজেটের কপি পাঠাতে হবে: ● পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ● অন্যান্য দপ্তর যাদের জেলা পরিষদের জন্য বাজেট বরাদ্দ আছে। ● ট্রেজারি	নির্বাহী আধিকারিক/ সচিব	১৯(৪)

সাধারণ ভাবে এই নিয়মাবলীর ৮(৫) ও ১৯(৫) নিয়ম অনুযায়ী যথাক্রমে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের আয় ও ব্যয় কোনো রকম বিচ্যুতি ছাড়া উপরে উল্লিখিত পদ্ধতিতে প্রস্তুত বাজেট অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

উপরের আলোচনা ও ক্যালেন্ডার থেকে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের আগামী আর্থিক বছরের বাজেট প্রস্তুতির বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল।

যদি এমন কোনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং যার জন্য এই সময়সীমা মানা সম্ভব নয়, তবে এই ক্যালেন্ডারের সময় সীমা পরিবর্তন করার ক্ষমতা পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের আছে। সেক্ষেত্রে এই নিয়মাবলীর নিয়ম ১২ অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতি ও নিয়ম ২৩ অনুযায়ী জেলা পরিষদের আগামী আর্থিক বছরের বাজেট তৈরি হবে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পঞ্চায়েত সমিতির বাজেট প্রস্তুতি

✎ পঞ্চায়েত সমিতি

- ব্যর্থতার কারণ রেজোলিউশনে লিপিবদ্ধ করবে।
- বাজেট তৈরি বিভিন্ন স্তরের জন্য একটি সুবিধাজনক নতুন একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করবে। কিন্তু চূড়ান্ত বাজেট অনুমোদনের তারিখ ৩১ শে মার্চের পরে হবে না সে কথা খেয়াল রাখতে হবে।
- নির্বাহী আধিকারিক সংশোধিত সময়সারণী নিম্নলিখিত জায়গায় পাঠাবেন:
    - জেলা পরিষদ
    - জেলা শাসক
    - মহকুমা শাসক
    - ব্যাঙ্ক/ট্রেজারি

যদি পঞ্চায়েত সমিতি সংশোধিত সময় সারণী তৈরি করতে ব্যর্থ হয় বা সংশ্লিষ্ট সভাপতি সংশোধিত সময় সারণী মেনে কাজ করতে ব্যর্থ হয় বা জেলা পরিষদের অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি যদি মনে করে পঞ্চায়েত সমিতি সময় সীমার মধ্যে নিয়ম মেনে তার বাজেট অনুমোদন করতে পারবে না, তবে

- জেলা পরিষদের অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি এক বা একাধিক ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করবেন।
- যারা নিয়ম অনুযায়ী পঞ্চায়েত সমিতির খসড়া বাজেট তৈরি করে যথাযোগ্য সময়ের মধ্যে, অন্তত ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে জেলা পরিষদের অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে জমা দেবেন।
- জেলা পরিষদের অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি তাদের মতামত সহ ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে বাজেট অনুমোদন করবে ও যথোপযুক্ত আদেশ সহ জেলা পরিষদের পরবর্তী সভায় আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।
- জেলা পরিষদের সভায় প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ অনুমোদিত বাজেট পঞ্চায়েত সমিতিতে পাঠানো হবে। এই বাজেট পঞ্চায়েত সমিতির কাছে নিয়ম-৮ অনুযায়ী অনুমোদিত বাজেট হিসাবে বিবেচ্য হবে এবং তারা সাধারণ ভাবে এই বাজেট মেনে আয় ও ব্যয় সংবাহ করবে।
- চূড়ান্ত বাজেটের কপি জেলা পরিষদ, জেলা শাসক ও সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকের অফিসে এবং নিয়ম-৭(১) অনুযায়ী প্রকাশ করতে হবে, এবং বাজেটের প্রতিলিপি নিম্নলিখিত জায়গায় পাঠাতে হবে:
    - জেলা ট্রেজারি
    - মহকুমা ট্রেজারি

পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যবর্তী কালীন বাজেট (অ্যাড ইন্টারিম বাজেট) প্রস্তুতি

- যদি অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি অনিবার্য কারণ বশতঃ পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরি করতে না পারে তাহলে ৩১ শে মার্চের মধ্যে এপ্রিল থেকে জুন এই কোয়ার্টারের জন্য মধ্যবর্তী কালীন বাজেট (অ্যাড ইন্টারিম বাজেট) পঞ্চায়েত সমিতির বিশেষ সভায় পেশ করবে।
- পঞ্চায়েত সমিতি তার মতামত সংযুক্ত করে এই মধ্যবর্তী কালীন বাজেট অনুমোদন করবে।
- এই মধ্যবর্তী কালীন বাজেট অনুমোদনের পর জেলা পরিষদ, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক ও সংশ্লিষ্ট ট্রেজারিতে পাঠাতে হবে।
- ৩১ শে মের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত স্তরগুলি মেনে পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তুত করতে হবে।(নিয়ম-১৩)

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জেলা পরিষদের বাজেট প্রস্তুতি

- জেলা পরিষদ
    - ব্যর্থতার কারণ রেজোলিউশনে লিপিবদ্ধ করবে।
    - বাজেট তৈরি বিভিন্ন স্তরের জন্য একটি সুবিধাজনক নতুন একটি ক্যালেন্ডার তৈরি করবে। কিন্তু চূড়ান্ত বাজেট অনুমোদনের তারিখ ৩১ শে মার্চের পরে হবে না সে কথা খেয়াল রাখতে হবে।

- জেলা পরিষদ সংশোধিত সময় সারণী নিম্নলিখিত জায়গায় পাঠাবেন:
    - রাজ্য সরকার
    - জেলা ট্রেজারি

✎ যদি জেলা পরিষদ সংশোধিত সময় সারণী তৈরি করতে ব্যর্থ হয় বা সংশ্লিষ্ট সভাধিপতি সংশোধিত সময় সারণী মেনে কাজ করতে ব্যর্থ হয় বা রাজ্য সরকার যদি মনে করে জেলা পরিষদ সময় সীমার মধ্যে নিয়ম মেনে তার বাজেট অনুমোদন করতে পারবে না, তবে

- রাজ্য সরকার এক বা একাধিক ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করবেন।
- যারা নিয়ম অনুযায়ী জেলা পরিষদের খসড়া বাজেট তৈরি করে যথাযোগ্য সময়ের মধ্যে, অন্তত ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে রাজ্য সরকারকে জমা দেবেন।
- রাজ্য সরকার তাদের মতামত সহ ৩০ শে এপ্রিলের মধ্যে বাজেট অনুমোদন করবে ও জেলা পরিষদে পাঠাবে। জেলা পরিষদের পরবর্তী সভায় বাজেটটি সবার জানার জন্য পেশ করা হবে।
- এই বাজেট জেলা পরিষদের কাছে নিয়ম-১৯ অনুযায়ী অনুমোদিত বাজেট হিসাবে বিবেচ্য হবে এবং তারা সাধারণ ভাবে এই বাজেট মেনে আয় ও ব্যয় সংবাহ করবে।
- চূড়ান্ত বাজেটের প্রকাশ:
    - জেলা পরিষদের নোটিশ বোর্ড
    - মহকুমা শাসকের নোটিশ বোর্ড
    - জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির নোটিশ বোর্ড
    - রাজ্য সরকারের সেই সমস্ত জেলা দপ্তরের নোটিশ বোর্ড যাদের জেলা পরিষদে বাজেট বরাদ্দ আছে।
    - প্রচুর সংখ্যক মানুষ যায় কমপক্ষে এমন ৩ টি স্থান।
    - চূড়ান্ত বাজেটের কপি পাঠাতে হবে:
    - অন্যান্য দপ্তর যাদের জেলা পরিষদের জন্য বাজেট বরাদ্দ আছে।
    - ট্রেজারি

জেলা পরিষদের মধ্যবর্তীকালীন বাজেট (অ্যাড ইন্টারিম বাজেট) প্রস্তুতি

- যদি অনিবার্য কারণবশত: পূর্ণাঙ্গ বাজেট তৈরি করতে না পারে তাহলে ৩১ শে মার্চের মধ্যে এপ্রিল থেকে জুন এই কোয়ার্টারের জন্য মধ্যবর্তী কালীন বাজেট (অ্যাড ইন্টারিম বাজেট) অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি জেলা পরিষদের বিশেষ সভায় পেশ করবে।(নিয়ম-২৪)
- জেলা পরিষদ তার মতামত সংযুক্ত করে এই মধ্যবর্তীকালীন বাজেট অনুমোদন করবে।
- এই মধ্যবর্তী কালীন বাজেট অনুমোদনের পর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর ও জেলা ট্রেজারিতে পাঠাতে হবে।
- ৩১ শে মের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত স্তরগুলি মেনে পূর্ণাঙ্গ বাজেট প্রস্তুত করতে হবে।

বর্তমান আর্থিক বছরের বাজেট সংশোধন

প্রকৃত আয়-ব্যয়ের নিরিখে বছরের শেষ দিকে বাজেটে কিছু পরিবর্তন বা পরিমার্জন করা দরকার হতে পারে। এই কারণে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদ আর্থিক বছরের শেষ দিকে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এই অনুপূরক (সাপ্লিমেন্টারী) এবং পরিবর্তিত আনুমানিক খরচ পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদিত হয়। এই সভা ডাকার নোটিশের সাথে খসড়া সংশোধনের কপি পাঠাতে হয়। সভার কোরাম মোট সদস্যের ১/২ অংশ।

পঞ্চায়েত সমিতি				জেলা পরিষদ			
তারিখ	**কাজ**	**দায়িত্ব**	**নিয়ম**	**তারিখ**	**কাজ**	**দায়িত্ব**	**নিয়ম**
১০ই মার্চ	প্রকৃত আয়-ব্যয় ও ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের অনুমিত হিসাব ও বাজেটের পর্যালোচনা করে বাজেট সংশো-ধনের প্রস্তাব সভাপতিকে পেশ।	নির্বাহী আধিকারিক	৯(১)	১৫ই মার্চ	প্রকৃত আয়-ব্যয় ও ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আয়-ব্যয়ের অনুমিত হিসাব ও বাজেটের পর্যালোচনা করে বাজেট সংশো-ধনের প্রস্তাব সভাপতিকে পেশ।	নির্বাহী আধিকারকি	২০(১)
২৫শে জানুয়ারি	ফর্ম-২ এ বর্তমান বছরের খসড়া অনুপূরক ও পরিবর্তিত বাজেট তৈরি	সচিব	৯(২)	৩০শে জানুয়ারি	ফর্ম-২ এ বর্তমান বছরের খসড়া অনুপূরক ও পরিবর্তিত বাজেট তৈরি	সচিব	২০(২)
১০ই ফেব্রুয়ারি	খসড়া অনুপূরক ও পরিবর্তিত বাজেটের পর্যালোচনা, সংশোধন	অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি	৯(৩)	১৫ই ফেব্রুয়ারি	খসড়া অনুপূরক ও পরিবর্তিত বাজেটের পর্যালোচনা, সংশোধন	অর্থ, সংস্থা উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি	২০(৩)
২৮শে ফেব্রুয়ারি	খসড়া অনুপূরক ও পরিবর্তিত	পঞ্চায়েত সমিতি	৯(৪)	৫ই মার্চ	খসড়া অনুপূরক ও পরিবর্তিত	জেলা পরিষদ	২০(৪)

পঞ্চায়েত সমিতি				জেলা পরিষদ			
তারিখ	কাজ	দায়িত্ব	নিয়ম	তারিখ	কাজ	দায়িত্ব	নিয়ম
	বাজেটের প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ চূড়ান্ত অনুমোদন				বাজেটের প্রয়োজনীয় সংশোধন সহ চূড়ান্ত অনুমোদন		
১০ই মার্চ	চূড়ান্ত অনুপূরক ও পরিবর্তিত বাজেট জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, ট্রেজারিতে পাঠানো	নির্বাহী আধিকারিক/ সচিব	৯(৫)	১০ই মার্চ	নিয়ম ১৮(১) ও ১৮(২) অনুযায়ী প্রকাশ করা এবং কপি পাঠানো।	নির্বাহী আধিকারিক/ সচিব	২০(৫)

- অনুপূরক বাজেট তৈরি হয়ে যাবার পর যদি কোনো বিশেষ তহবিল পাওয়া যায় তবে পঞ্চায়েত সমিতি (নিয়ম-১০) ও জেলা পরিষদ (নিয়ম-২১) তাদের অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে আলোচনা করে সাপ্লিমেন্টারী বা অনুপূরক বাজেট সংশোধন করবে ও পরবর্তী সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিক ভাবে অনুমোদন নেবে।
- পঞ্চায়েত সমিতি (নিয়ম-১১) বা জেলা পরিষদ (নিয়ম-২২) তাদের অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে আলোচনা করে এক খাতের বাজেট বরাদ্দ অন্য খাতে নিয়ে নিতে পারবে, যদি ঐ অর্থ কোনো বিশেষ কাজের জন্য না হয় বা অর্থ প্রদানকারী সংস্থার অন্য কোনো রকম নির্দেশ না থাকে। এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী সাধারণ সভায় আনুষ্ঠানিক অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।
- সংশোধন বা পুনর্বন্টন ছাড়া কোনো খাতে বাজেট বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা যাবে না। [নিয়ম-২৫(১)]
- পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে সচিব এবং জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে সচিব বা ফিনান্সিয়াল কন্ট্রোলার কোয়ার্টারলি বাজেট ভ্যারিয়ান্স রিপোর্ট ফর্ম-৪ এ তৈরি করবেন ও বছরের প্রথম ৬ মাসের পর অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতিতে পেশ করবেন। [নিয়ম-২৫(২)]
- বাজেট বা অ্যাড ইন্টারিম বাজেট না থাকলে পঞ্চায়েত সমিতিকে জেলা পরিষদ বা রাজ্য সরকার টাকা দেবে না; জেলা পরিষদকেও রাজ্য সরকার টাকা দেবে না। [নিয়ম-২৬(১)]
- বাজেট না থাকলে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ উভয়ের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ট্রেজারি চেককে সম্মান (অনার) দেবে না। [নিয়ম-২৬(২)]

বাজেট তৈরির সময় স্থায়ী সমিতি বা সংস্থার পরিকল্পনাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে হবে। পরিকল্পনা রচনা করার

সময় বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বা স্কিম গুলির প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে যে অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা হয়েছিল সেই তালিকা অনুযায়ী প্রদেয় অর্থের বণ্টন করতে হবে ও খাতভিত্তিক বাজেট তৈরি করতে হবে। বাজেট বা পরিকল্পনা বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। পরিকল্পনায় থাকে আগামী দিনের উন্নয়নের লক্ষ্যের পর্যায় ক্রমিক ধাপ। বাজেট হল সেই লক্ষ্য পূরণের বাৎসরিক সম্পদের সুষম ও পরিকল্পিত বণ্টন। পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি) হিসাব রক্ষণ ও আর্থিক নিয়মাবলী, ২০০৩ (২০০৮ এর সংশোধন সহ) এর নিয়ম-৭৭ বাজেটে অনুমোদিত খাত অনুযায়ী ব্যয়ের অনুমোদন সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতিই দিতে পারবে; যদি অতিরিক্ত ব্যয় অনুমোদনের প্রয়োজন হয় তবে অর্থ সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

পঞ্চায়েত সমিতি	জেলা পরিষদ
নির্বাহী আধিকারিক (সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পদাধিকারবলে) যুগ্ম নির্বাহী আধিকারিক (যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক পদাধিকারবলে) সচিব (পঞ্চায়েত উন্নয়ন আধিকারিক পদাধিকারবলে) ☂ উপ সচিব ☂ ব্লক ইনফরমেটিকস্ অফিসার ☂ সমিতি এডুকেশন অফিসার ☂ ক্যাশিয়ার কাম স্টোর কিপার ☂ উচ্চবর্গীয় করণিক ☂ অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক ☂ ডাটা এন্ট্রি অপারেটর ☂ ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ☂ পিওন	☂ নির্বাহী আধিকারিক (জেলা শাসক পদাধিকারবলে) ☂ অতিরিক্ত নির্বাহী আধিকারিক ☂ সচিব ☂ উপ সচিব ☂ অতিরিক্ত উপ সচিব ☂ পরিষদ হেলথ অফিসার, ফিনান্স কন্ট্রোলার ☂ পরিষদ অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড অডিট অফিসার ☂ ডিসট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ☂ অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট, হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট, উচ্চবর্গীয় করণিক, নিম্নবর্গীয় করণিক, সভাধিপতির কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট, পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টেনোগ্রাফার, টাইপিস্ট, ওয়ার্ক অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টোর কিপার ☂ ডিসট্রিক্ট ইনফরমেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্ট্যাটিসটিশিয়ান, কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট , অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অ্যাডিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ক্যাশিয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার, ড্রাইভার, পিওন।

এই সকল আধিকারিক ও কর্মীবর্গের সাথে সুসম্পর্ক রেখে পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের কাজ সুষ্ঠু ভাবে রূপায়ণ করা একান্ত আবশ্যক।

টেন্ডার

পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে কোনো কাজ করার সময় বা কোনো দ্রব্য কেনার সময় " অর্থ দপ্তরের নির্দেশিকা, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (জেলাপরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি) হিসাবরক্ষণ ও আর্থিক নিয়মাবলী, ২০০৩, একই নিয়মের ২০০৮ এর সংশোধনী ও পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মেমো নং; ৩৩৪৯/পি এন/ও/আই/৪পি-২/২০১২ তারিখ ঃ ৫.০৮.২০১৪ অনুযায়ী নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে:

- দ্রব্য বা পরিষেবার মূল্য ৫০০ টাকার বেশি না হলে সাধারণ ভাবে কোনো কোটেশন বা টেন্ডার আহ্বান করার দরকার নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মনে করলে কোটেশন/ স্পট কোটেশন নিয়ে কেনা যেতে পারে [৯১(১)]।
- দ্রব্য বা পরিষেবার মূল্য ৫০০ টাকার বেশি ও ১০,০০০ টাকার কম হলে কোটেশন ছাড়াও কেনা যেতে

পারে। সেক্ষেত্রে অফিসের টেন্ডার কমিটি এই মর্মে শংসা পত্র দেন যে বাজারদর অনুযায়ী দ্রব্যটি কেনা হয়েছে বা পরিষেবাটি নেওয়া হয়েছে। {সূত্রঃ ৫৪০০-এফ (ওয়াই) তারিখ ঃ ২৫.০৬.২০১২}

- দ্রব্য বা পরিষেবার মূল্য ২০,০০০ টাকার বেশি হলে আর ১ লাখ টাকার নিচে হলে টেন্ডার কমিটির সুপারিশ মত ৪টি নির্ভরযোগ্য সংস্থা/ঠিকাদারদের কাছ থেকে বন্ধ খামে টেন্ডার আহ্বান করতে হবে এবং নিম্নলিখিত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে:
    - নোটিশ প্রকাশ করার ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখের মধ্যে অন্ততঃ ৭ দিনের ব্যবধান থাকতে হবে।
    - নোটিশ রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদের(যদি থাকে) ওয়েবসাইটে দিতে হবে।
    - নোটিশ জেলা পরিষদ, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- দ্রব্য বা পরিষেবার মূল্য ১লাখ টাকার বেশি ও ৫ লাখ টাকার কম হলে বন্ধ খামে খোলা দরপত্র আহ্বান করে কেনা যেতে পারে। {সূত্রঃ ৫৪০০-এফ(ওয়াই) তারিখঃ ২৫.০৬.২০১২}নিম্নলিখিত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে :
    - নোটিশ প্রকাশ করার ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখের মধ্যে অন্ততঃ ৭ দিনের ব্যবধান থাকতে হবে।
    - নোটিশ রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদের (যদি থাকে) ওয়েবসাইটে দিতে হবে।
    - নোটিশ জেলা পরিষদ, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
    - নোটিশ একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- দ্রব্য বা পরিষেবার মূল্য ৫ লাখ টাকার বেশি ও ১০ লাখ টাকার কম হলে ই-টেন্ডার আহ্বান করে 'টু-বিড' পদ্ধতির মাধ্যমে কেনা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে ঃ

{সূত্র ঃ ৫৪০০-এফ (ওয়াই) তারিখ ঃ ২৫.০৬.২০১২}

- নোটিশ প্রকাশ করার ও জমা দেওয়ার শেষ তারিখের মধ্যে অন্ততঃ ৭ দিনের ব্যবধান থাকতে হবে।
- নোটিশ রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদের(যদি থাকে) ওয়েবসাইটে দিতে হবে।
- নোটিশ জেলা পরিষদ, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
- নোটিশ একটি ইংরেজি ও একটি বাংলা দৈনিকে প্রকাশ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

✓ দ্রব্য বা পরিষেবার মূল্য ১০ লাখ টাকার বেশি ও ১ কোটি টাকার কম হলে ই-টেন্ডার আহ্বান করে 'টু-বিড' পদ্ধতির মাধ্যমে কেনা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে ঃ-

কমপক্ষে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হবে।

✓ নোটিশ রাজ্য সরকার ও জেলা পরিষদের ওয়েবসাইটে দিতে হবে।

✓ নোটিশ জেলা পরিষদ, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক, পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে প্রকাশ করার জন্য পাঠাতে হবে।

- ✓ রাজ্যের মধ্যে বহুল প্রচারিত অগ্রগণ্য দুটি দৈনিক সংবাদপত্র (যার একটি ইংরাজি ও একটি বাংলা)এ প্রচার করতে হবে।[৯১(৪)]

- সাধারণ ভাবে অর্থ দপ্তরের মেমো নং ৫৪০০-এফ অনুসারে তিনটির কমে যদি দরপত্র পাওয়া যায় তাহলে দ্বিতীয় বার দরপত্র আহ্বান করতে হয়। প্রথমবার যদি তিনটির কম দরপত্র পাওয়া যায় তাহলে দ্বিতীয় বার দরপত্র আহ্বান করার আগে টেন্ডার কমিটি ১) নোটিশ যেন বহুল প্রচারিত দৈনিকে প্রকাশ করে, ২) সবিস্তার বিবরণী ও যোগ্যতা যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি নোটিশে চাওয়া হয়ে থাকলে তা টেন্ডার আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ যেন ঠিক করে নেন। ৩) দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

- দ্বিতীয় বার দরপত্র বিধি মত আহ্বান করা সত্ত্বেও যদি তিনটির কম দরপত্র পড়ে তাহলে দ্রব্য বা পরিষেবার মূল্য পাঁচ লাখের নীচে হলে ও একটি দরপত্র পড়লে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান সচিব সংশ্লিষ্ট আর্থিক পরামর্শদাতার সুপারিশক্রমে দরপত্র গ্রহণ করতে পারেন। আর যদি দুটি দরপত্র পড়ে তাহলে টেন্ডার কমিটির সুপারিশক্রমে সেটা গ্রহণ করা যেতে পারে। (সূত্রঃ ৯২৫-এফ তারিখ ঃ ১৪.০২.২০১৭)

- দ্বিতীয় বার দরপত্র বিধি মত আহ্বান করা সত্ত্বেও যদি তিনটির কম দরপত্র পড়ে তাহলে দ্রব্য বা পরিষেবার মূল্য পাঁচ লাখের বেশি ও ৫ কোটির নীচে হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব/প্রধান সচিব/ দায়িত্ব প্রাপ্ত সচিব সংশ্লিষ্ট আর্থিক পরামর্শদাতার সুপারিশক্রমে দরপত্র গ্রহণ করতে পারেন অর্থ দপ্তরের নির্দেশিকা মেনে (সূত্র ঃ ৬৯৮৯-এফ তারিখ ঃ ১৯.১১.২০১৮)।

- সাধারণ ভাবে সবচেয়ে কম দর দেওয়া কোটেশন বা টেন্ডার গ্রহণ করতে হবে; যদি কম দর দেওয়া কোটেশন বা টেন্ডার কোনো কারণে বাতিল হয় তাহলে পরবর্তী কম দরের কোটেশন/টেন্ডার গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে টেন্ডার সিলেকশন কমিটির সকল সদস্যের স্বাক্ষর করা রিপোর্ট অর্থ স্থায়ী সমিতিতে জমা দিতে হবে।[৯১(৬)]

- সাধারণ ভাবে প্রথম আহ্বানে ১টি টেন্ডার গ্রহণ করা যাবে না। দ্বিতীয় বার আহ্বান করা সত্ত্বেও যদি একটি টেন্ডার পড়ে এবং তার দর যদি প্রাক্কলিত দরের থেকে কম বা সমান হয় তবে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। অন্যথায় নতুন করে টেন্ডার ডাকতে হবে।[৯১(৭)]

টেন্ডার সিলেকশন কমিটি

পঞ্চায়েত সমিতির অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতি একটি টেন্ডার সিলেকশন কমিটি গঠন করবে। [৯১(৫)]

কাজ:

- টেন্ডারের নিয়ম ও শর্ত চূড়ান্ত করবে।
- দ্রব্যের মান বা কাজের প্রকৃতি নির্ধারণ করবে।
- টেন্ডার পেপার জমা দেওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করবে।
- অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক ঠিকাদারদের কাজের অভিজ্ঞতা, দোষ ত্রুটি বিচার, প্রাপ্ত দরের বাস্তবসম্মতা বিচার করবে।

- জমা পড়া টেন্ডার বা দরপত্র খুলবে এবং টেন্ডারে প্রকাশিত শর্তের নিরিখে তার গ্রহণযোগ্যতা বিচার করবে। দরকার হলে টেন্ডার বাতিলও করবে।
- গৃহীত টেন্ডারগুলির তুলনামূলক বিশ্লেষণপত্র (কম্পারেটিভ স্টেটমেন্ট) প্রস্তুত করবে ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য অর্থ স্থায়ী সমিতিতে পেশ করবে বা সিদ্ধান্ত নেবে।

টেন্ডার সিলেকশন কমিটির সদস্যবৃন্দ

এই কমিটিতে দুইজন প্রশাসনিক আধিকারিক, দুইজন কারিগরি আধিকারিক ও অর্থ, সংস্থা, উন্নয়ন ও পরিকল্পনা স্থায়ী সমিতির অনুমোদন ক্রমে দুইজন কর্মাধ্যক্ষ থাকবেন।

টেন্ডার সিলেকশন কমিটির অনুমোদিত সদস্য তালিকা

জেলা পরিষদ	পঞ্চায়েত সমিতি
সচিব	নির্বাহী আধিকারিক
উপসচিব	যুগ্ম নির্বাহী আধিকারিক
নির্বাহী বাস্তুকার	অবর সহ বাস্তুকার
নির্বাহী বাস্তুকার	অবর সহ বাস্তুকার
স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ (২ জন)	স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ (২ জন)

রূপায়ণ, তদারকি ও মূল্যায়ন

স্থায়ী সমিতির কাজ রূপায়ণের প্রাক প্রস্তুতি হয়ে যাবার পর সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগণ কাজটির রূপায়ণ করেন। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা কাজটি হবার সময় তদারকি ও দেখ ভালের কাজে যুক্ত থাকেন। সাধারণ গ্রামবাসীও এই প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত থাকেন। কাজটি সঠিক ভাবে হওয়ার পর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করা হয় এবং এর সাথে সাথেই রিপোর্ট তৈরি, সম্পদ রেজিস্টার পূরণ, ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট প্রদান ও অর্থ স্থায়ী সমিতির মাধ্যমে সাধারণ সভায় পেশ করা হয়।

খণ্ড ২

ভূমিকা — অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদই গ্রামীণ জীবিকার প্রাণকেন্দ্র

অধ্যায় ১ জল সম্পদ, মৎস্যচাষ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ

অধ্যায় ২ প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ

অধ্যায় ৩ প্রাণী সম্পদ বিকাশ এবং দোহ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা

ভূমিকা

অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদই গ্রামীণ জীবিকার প্রাণকেন্দ্র

অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদই গ্রামের জীবিকার প্রাণ কেন্দ্র। সঠিক ব্যবহার ও যত্নাদির মাধ্যমে এই সব প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন টিকে থাকে, অন্য দিকে তা মানুষের জীবিকার সুযোগ তৈরী করে। মাটি, ক্ষেত, গাছপালা, বনজঙ্গল, নদী, জলাশয়, পশুপাখি ইত্যাদি গ্রামের মানুষের মূল সম্পদ এদের সঠিক মাত্রায় ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব কর্তব্য। শহরের মানুষের খাদ্য, পুষ্টি ও বেঁচে থাকার রসদও যোগায় গ্রামের এই সব সম্পদ। এদের অবহেলা করলে

- খাদ্যের অভাব ঘটবে
- জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য নষ্ট হবে
- খাদ্য বৈচিত্র্যের অভাব ঘটবে
- পুষ্টির অভাব ঘটবে
- মানুষ দরিদ্রতর হবে
- বেকারত্ব বাড়বে
- পরিবেশেরও পরিবর্তন ঘটবে

মৎস্যচাষ ও প্রাণীপালন সার্বিক চাষ ব্যবস্থারই একটা অংশ

মৎস্য চাষকে চাষব্যবস্থারই একটা অংশ বা বলা যেতে পারে; একটা অপরটার পরিপূরক। কারণ ছোটো বড়ো মাছ চাষের জন্য ব্যবহৃত জলাশয়ের পাশে সব্জি ক্ষেত, ফলের গাছ ইত্যাদি লাগানো যেতে পারে ও তার থেকেও আয় নিশ্চিত করা যেতে পারে। পর্যাপ্ত জলাশয় থাকলে আশেপাশের চাষের জমি নরম ও সিক্ত থাকবে। উপর্যুপরি জলাশয়গুলি ও তার পাড় মুরগি, শুকর, হাঁস ইত্যাদি পালনের জন্য বিচরণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অথচ গ্রাম বাংলায় দেখা যায় যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষিকাজের জন্য কখনই জমি খালি পড়ে থাকে না। অন্যদিকে বহু ক্ষেত্রেই জলাশয়টি থাকে অবহেলিত। মানুষের এই মনোভাব থাকার জন্য দেখা যায় যে, জলা জমি ভরাট হয়ে যাচ্ছে ফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ কমছে। আবার কোথাও দেখা যায় যে সেচের জল নিতে গিয়ে পুকুরে মাছ চাষের জন্য নূন্যতম ধার্য ৫ ফুট গড় গভীরতার জলও থাকছে না। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মাছচাষ, বিপন্ন হচ্ছেন মাছচাষী। তাই সমাজের স্বার্থে দরকার প্রয়োজনীয় সচেতনতার। বুঝতে হবে মৎস্যচাষও এক প্রকার চাষ যেখানে জলাজমি

তৈরী করে চারা, শ্রম ও পুঁজি বিনিয়োগ করলে ভালো ফসল সুনিশ্চিত করা যায়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে মাছচাষ করলে তা যে অধিক লাভজনক, বলা বাহুল্য।

সুসংহত চাষ -মাছচাষ ও প্রাণীপালনের সম্পর্ক

মাছচাষে বিভিন্ন প্রাণী যেমন গরু, শুকর, হাঁস, মুরগি ইত্যাদির মল জৈব সার হিসাবে কাজে লাগে। পুকুরের জল সেচ দিয়ে পাড় সংলগ্ন জমিতে গবাদি পশুর জন্য ফডার-ঘাস (উত্তম পুষ্টিকর গোখাদ্য) চাষ করা যায়। সেই জলে হাঁস চরলে গেড়ি, গুগলি নিয়ন্ত্রণে থাকে ও মাছের খাদ্যও সংরক্ষিত থাকে। মাছচাষের সঙ্গে এইরূপ প্রাণী পালন ব্যবস্থাকে "সুসংহত মৎস্যচাষ" বলা হয়, যেখানে একটার চাষ অপরকে পরিপূর্ণ করে বা সমৃদ্ধ করে।

যখন একাধিক চাষপদ্ধতি একই খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এক পদ্ধতির বর্জ্য পদার্থ অন্য পদ্ধতিতে ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তখন তাকে "**সমন্বিত চাষ**" বা "Integrated Farming" বলা হয়। মাছচাষের সাথে যখন অন্য কোন চাষ পদ্ধতি যেমন হাঁস, মুরগী, শূকর, ডেয়ারী ইত্যাদি একত্রে একই ব্যবস্থাপনায় এনে কম খরচে উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করা হয় তখন তাকে "**সমন্বিত মৎস্যচাষ**" বা "**সুসংহত মৎস্যচাষ**" বলা হয়। শুধুমাত্র মাছচাষে সারা বছর যা খরচ হয় তার ৬০% মাছের খাদ্য ও সারে ব্যয় হয়। কিন্তু মাছচাষের সাথে হাঁস, মুরগী বা শূকর পালন করলে যে বর্জ্য পদার্থ বা মল পাওয়া যায় তা মাছচাষের পুকুরে জৈবসার হিসাবে প্রয়োগ করলে প্রাকৃতিক খাদ্যকণার সংখ্যা বৃদ্ধি করে, তার থেকে মাছের বৃদ্ধি দ্রুত হয়। এছাড়া এই সমস্ত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে থাকা অপাচ্য খাদ্যকণাও মাছ ভক্ষণ করে। তাই এই ধরণের মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় রাসায়নিক সার, পরিপূরক খাদ্য খুব একটা প্রয়োজন হয় না বলে চাষীকে আলাদা করে ব্যয়ও করতে হয় না। সেই সঙ্গে হাঁস, মুরগীর ডিম ও মাংস এবং পরিণত শূকর বিক্রি করেও চাষীর আর্থিক স্বচ্ছলতার উন্নতি হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আজকের দিনে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি মানুষকে সজাগ থাকতে হবে। শুধু প্রচলিত চাষ করে বেশি আয় সুনিশ্চিত করা যায় না।জীবিকাকে সুস্থায়ী করতে এই সঠিক ব্যবস্থাপনাই একমাত্র পথ। মাথা পিছু জমির পরিমাণ ক্রমশ কমছে। ফলে রোজগারের উপায় খুঁজতে শ্রমের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি পরিবারকে প্রযুক্তির আশ্রয় নিতে হবে যাতে সীমিত সম্পদ থেকে আয় বাড়ানো যায়। মৎস্যচাষ এবং প্রাণীপালন তাই মাঠের চাষের পাশাপাশি ক্রমে ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন হয়ে উঠছে। প্রতিটি পরিবার যেমন এই বিষয়ে সচেতন হবেন, গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গ্রামের মানুষকেও উদ্যোগী হতে হবে। পঞ্চায়েত এ বিষয়ে এলাকাভিত্তিক বিশেষ পরিকল্পনা করবেন এবং এই সম্পদগুলো ব্যবহার করে যাতে বহু মানুষের কর্মসংস্থান করা যায় সেই বিষয়ে সরকারী সহায়তা নেবেন।

জল সম্পদ, মৎস্যচাষ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ

জলসম্পদ পরিচয়

উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

মৎস্য দপ্তরের নীতি

মৎস্য দপ্তরের প্রকল্প সমূহ

মৎস্য দপ্তরের পরিকাঠামো

মৎস্য চাষ সহায়ক কয়েকটি সংস্থা ও তাদের প্রদত্ত পরিষেবা

মৎস্য সংক্রান্ত কিছু আইনি দিক

মৎস্য দপ্তরের অধীনস্থ মৎস্য ফার্ম

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা, স্থায়ী সমিতির ভূমিকা

অধ্যায় ১

জল সম্পদ, মৎস্যচাষ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ

জলসম্পদ পরিচয়, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান

ভারতবর্ষের মোট জলসম্পদের ৭.৪৫% রয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গে। মিষ্টি স্বাদুজল, নোনাজল, সামুদ্রিক জলাশয়, বড় বড় জলাধারের জল, নদীর জল, শীতল জল, বা ময়লা জল সব ধরনের জল ভান্ডারই এই রাজ্যে রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মৎস্য চাষের অনুকূল পরিস্থিতি রয়েছে। নীচের দুটি টেবিলে এই রাজ্যের অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক জলভাগের পরিমাণ বর্ণিত হল :

মৎস্য চাষের আওতায় অভ্যন্তরীণ জলভাগ

ক. অধিগৃহীত জলভাগ			
১	পুকুর		২.৮৮ লক্ষ হেক্টর
২	বিল বাওড়		০.৪২ লক্ষ হেক্টর
৩	নোনা জলের মাছ চাষের এলাকা		০.৬০ লক্ষ হেক্টর
৪	ময়লা জলের মাছ চাষের এলাকা		০.০৪ লক্ষ হেক্টর
		মোট	৩.৯৪ লক্ষ হেক্টর
খ. উন্মুক্ত জলাশয়			
১	রিজার্ভার		০.২৮ লক্ষ হেক্টর
২	নদী		১.৬৪ লক্ষ হেক্টর
৩	ক্যানাল		০.৬০ লক্ষ হেক্টর
৪	খাঁড়ি		১.৫০ লক্ষ হেক্টর
		মোট	৪.২২ লক্ষ হেক্টর

গ. সামুদ্রিক এলাকা

	জেলা	সম্ভাবনাময় এলাকা	বর্তমান চাষের এলাকা
১	উত্তর ২৪ পরগনা	৩৫.৩৭১ হেক্টর	৩৪৫৬০ হেক্টর
২	দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৪৭৭৫৯ হেক্টর	১৭৭৫৯ হেক্টর
৩	পূর্ব মেদিনীপুর	৮০০০ হেক্টর	৭১৭০ হেক্টর

নীচের তালিকায় জেলা ভিত্তিক অধিগৃহীত স্বাদু জলের এলাকার পরিমাণ বিবৃত হল (বিল বাওর সহ)

ক্রম.	**জেলার নাম**	**হেক্টর**
১	দার্জিলিং	২২৭
২	জলপাইগুড়ি	২০২৫
৩	কোচবিহার	৬১১৮
৪	উত্তর দিনাজপুর	৫১৫৭
৫	দক্ষিণ দিনাজপুর	৯০০১
৬	মালদা	১৫,৩২৫
৭	মুর্শিদাবাদ	২৮,৩৪৮
৮	বীরভূম	২১,৩৭৭
৯	বর্ধমান	৩১,১৮০
১০	নদীয়া	১৭,৮৯৫
১১	উত্তর ২৪ পরগণা	২৬,০০৮
১২	হুগলী	২৩,০৯৫
১৩	বাঁকুড়া	২২,৬৫৫
১৪	পুরুলিয়া	১৮,৫৭৬
১৫	হাওড়া	৬০০৬
১৬	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৪৯,২৩৭
১৭	পশ্চিম মেদিনীপুর	২৩,১৫০

১৮	পূর্ব মেদিনীপুর	২৫,৩২৩
১৯	আলিপুরদুয়ার	১০৩৭
২০	কলকাতা	৬৩৯
		৩৩,২৩,৭৯

জেলা ভিত্তিক জলসম্পদ

(By Satellite Imagery Analysis)

ক্রম	জেলার নাম	সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)
১	দার্জিলিং (শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ)	১৩৯৭	২৪০
২	কোচবিহার	৬২৩০৬	৭৭০৮
৩	জলপাইগুড়ি	২০০৫৯	২৯৯০
৪	উত্তর দিনাজপুর	৩৫৯০১	৭৭২৭
৫	দক্ষিণ দিনাজপুর	৪৮৫৩৮	১১১৭০
৬	মালদা	৪৬৯৮১	১৪৪৫৮
৭	মুর্শিদাবাদ	৭৯২৯১	২২৪৪৯
৮	নদীয়া	৩৭৯৪৭	১২৬৯৭
৯	উত্তর ২৪ পরগণা	১৯৮৯৫১	৬০৯৯৪
১০	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	৪৩২২৯৮	৪৭৯২২
১১	হাওড়া	৭৩২০৮	৭৬৫৩
১২	হুগলী	৯৫৩৫০	১৮৪৮১
১৩	পূর্ব মেদিনীপুর	২০২২৮১	১৯৫২১
১৪	পশ্চিম মেদিনীপুর	১৩৪০৫১	১৯১৭০
১৫	বাঁকুড়া	৬১১৩৯	২৪৫০১
১৬	পুরুলিয়া	৪৪৫৩৭	২১১৯৯
১৭	বর্ধমান	১২০১৬৯	৩২১০৫

১৮	বীরভূম	৯১২৭২	২২৮২২
		মোট ১৭৮৫৬৭৬	৩৫৩৮০৬
১৯	জল জমে থাকা এলাকা	৩৬৩৭	২১৩৪৮
২০	কলকাতা পুরসভা এলাকা	১১১২	৬৩৯
		মোট ১৭৯০৪২৫	৩৭৫৭৯৩

উৎপাদনের হাল হকিকত :

আমাদের মৎস্য উৎপাদনের স্থিতি নীচের সারণীতে দেওয়া হল

জলভিত্তিক মাছচাষের প্রকৃতি	চাষযুক্ত এলাকা (লক্ষ হেক্টর)	*বর্তমান উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)	উৎপাদন ক্ষমতা (লক্ষ মেট্রিক টন)
মিঠাজলে মাছ চাষ	৬.৫৫	১৩.৩৮	১৮.৫৮
নোনা জলে মাছ চাষ	২.১০	১.৪৫	৭.৮৭
সামুদ্রিক মাছচাষ	০.০০০৭৩৮	১.৫২	৪.৭

***তথ্য উৎস** : মৎস্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ আর্থিক বছর অনুসারে

এই উৎপাদন সত্ত্বেও ফি বছর আমাদের ভিন্ রাজ্য থেকে লক্ষ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ আমদানি করতে হয়। বাংলার জলাশয়ে এই উৎপাদন বাড়ানোর প্রভূত সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে।

রাজ্যের কর্মসংস্থান ও অভ্যন্তরীণ আয়ে মৎস্য চাষের অবদান :

মৎস্যচাযে নিযুক্ত মৎস্যচাষীর সংখ্যা

২০১৫-২০১৬ তে প্রকাশিত মৎস্য দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী এ রাজ্যে মৎস্য চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সংখ্যা ৩২, ৩৫, ২৭১ জন (অভ্যন্তরীণ এবং সমুদ্র এলাকায় মাছ ধরার কাজে যুক্ত মানুষ একত্রে ধরে)।

উৎপাদনের সম্ভাবনা বাড়াতে ও কর্মসংস্থানের নিশ্চিত সুযোগ সৃষ্টিতে মৎস্য দপ্তরের নীতি

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যচাষের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে খাদ্যে প্রোটিন যোগান, পুষ্টির মান বাড়ানো, পর্যটনের আকর্ষণ বাড়ানো, ঘরের সুষমা বৃদ্ধি ও অন্যান্য নানাভাবে উপকার পাওয়া যায়। ফলে বাড়ীর আশেপাশে পড়ে থাকা ডোবা, পুকুর জলাশয়গুলিতে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৎস্য চাষ করলে রাজ্যে কর্মসংস্থানের বড় সুযোগ তৈরী হতে পারে।মৎস্য চাষের উপযুক্ত পরিবেশ রক্ষা করে মৎস্য চাষের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বাড়ানোর ক্ষেত্রে বর্তমানে যে যে বিষয়গুলি নিয়ে মৎস্য দপ্তর বিশেষভাবে বিবেচনা করেছেন সেগুলি হল :

- জলাভূমির চিহ্নিতকরণ, সঠিক ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা

- হারিয়ে যাওয়া মাছের প্রজাতিগুলিকে পুনরায় চাষের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা এবং পরিবেশে তাদের বেড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ তৈরী করা
- মৎস্য চাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষের নিরাপত্তা এবং ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থা
- মৎস্যচাষ এবং মৎস্য ধরার কাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো
- মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ এবং প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা মৎস্য চাষীদের কাছে সময়মতো পৌঁছে দেওয়া
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে গ্রাহকের কাছে মৎস্যের যোগান তরান্বিত করার জন্য রাস্তাঘাট, যানবাহন, হিমঘর ইত্যাদির বন্দোবস্ত
- মৎস্যচাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষের সামাজিক সুরক্ষার বন্দোবস্ত
- প্রক্রিয়াকরণে আধুনিকতার প্রচলন
- ঋণদানের মাধ্যমে পুঁজির যোগান, উপাদান এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করা

পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যচাষের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য

- পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য উৎপাদনে ও পোনা বীজ উৎপাদনে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে অগ্রগণ্য রাজ্য। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে মাছের পোনা উৎপাদন হয় ১৭.৪২ মেট্রিক টন। সারা দেশের নিরীখে মাছের বীজ উৎপাদনের ৪০% পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদন হয়।
- মাছের পোনা বিতরণ — মাছের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ২৫০ লক্ষ মাছের পোনা বিতরণ করা হয়েছে।
- মাছের খাবার বিতরণ — মাছের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ৬০০০ মেট্রিক টন সুষম মাছের খাবার মৎস্য চাষীদের মধ্য বিতরণ করা হয়।
- মাছ চাষের এলাকা বাড়ানো — মাছ চাষের এলাকা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 'জল ধরো জল ভরো' কর্মসূচীর অধীনে ৬১০০০ পুকুর খনন করা হয়।
- বড় আকারের মৎস্য উৎপাদন — বড় আকারের মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ৫৮ হেক্টর বড় জলাশয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
- অধিক উৎপাদনের জন্য 'ময়না মডেল' প্রবর্তন — ঐ লক্ষ্যে ১১০ জন মৎস্যচাষীদের নিয়ে ৭৫ হেক্টর জলাশয়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচী — মৎস্যচাষী পরিবারের উন্নতি কল্পে ২২৩০টি হাড়ি, ২১৬৮টি ইনসুলেটেড বক্সসহ সাইকেল এবং ১০০০ টাকা করে ৮৫০০ জনকে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হয়।
- প্রশিক্ষক ও প্রযুক্তির প্রসার — ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে ১,৫৫,০০ জন মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- আদিবাসী মৎস্যচাষীদের উন্নতির জন্য ২১৯১ জন আদিবাসী মৎস্যচাষীদের মাছের চারা বিতরণ করা হয়।
- ব্লক স্তরের ল্যাবরেটরী স্থাপন — মাটি ও জল পরীক্ষার কাজে চাষীদের সহায়তার জন্য ৩০৬টি ব্লকে ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।
- হ্যাচারী **অ্যাক্রেডিটেশন** — ভাল মাছের বীজ যাতে চাষীরা পান তার জন্য ২০৬টি হ্যাচারী এখন পর্যন্ত **অ্যাক্রেডিটেশন** করা হয়েছে।

মৎস্য দপ্তরের প্রকল্প সমূহ

মৎস্যচাষের মাধ্যমে রাজ্যের বিপুল কর্মসংস্থানের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবীদের পাশাপাশি মৎস্যকেন্দ্রিক যে কোনো পরিষেবা বা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত জনগোষ্ঠী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগীদের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন ও রূপায়ণ করে থাকেন। এই প্রকল্পগুলিকে সাধারণত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

- সরকারি খাস জলকর ও বিভিন্ন দপ্তরের অধীনস্ত জলাশয় মৎস্যচাষের জন্য লীজ প্রদান
- বৃহৎ জলাধার ও বহমান নদীতে মৎস্য চাষ প্রকল্প
- অর্থনৈতিক সহায়তামূলক প্রকল্প
- প্রযুক্তিগত প্রকল্প
- সামাজিক সহায়তামূলক প্রকল্প

নীচে এই সকল প্রকল্পগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

১) সরকারী খাস জলকর ও বিভিন্ন দপ্তরের অধীনে থাকা জলাশয় মৎস্য চাষের জন্য লীজ প্রদান

এইসব জলাশয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি, মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী অথবা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে টেন্ডার প্রথায় লীজে প্রদান করা হয়ে থাকে।

২) বৃহৎ জলাধার ও বহমান নদ-নদীতে মৎস্য সঞ্চার প্রকল্প

বৃহৎ জলাধারে মৎস্য ভান্ডার বৃদ্ধি করা তথা মৎস্যজীবীদের জীবিকার স্বার্থে মৎস্য দপ্তর প্রতিবছর বৃহৎ জলাধার ও বহমান নদীতে চাষ যোগ্য এবং সকল প্রকার দেশীয় প্রজাতির লুপ্তপ্রায় বিপন্ন প্রজাতির মাছের চারা ছেড়ে থাকেন।

৩) অর্থনৈতিক সহায়তামূলক প্রকল্প

মৎস্য দপ্তর তার প্রাপ্ত ব্যয় বরাদ্দ থেকে কখনও সরাসরি জেলা মৎস্য দপ্তরের মাধ্যমে অথবা ধারাবাহিক প্রকল্প সমূহের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে মৎস্য চাষী/ মৎস্যজীবী বা উৎসাহী কর্মোদ্যোগীদের প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে।

ক) মিনিকিট (মাছের চারা ও চুন সরবরাহ)

দরিদ্র মৎস্যচাষীদের পুকুরে মৎস্যভান্ডার সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ন্যূনতম ২৫ কেজি বা ১০০০টি মাছের চারাপোনা ও জল স্বাস্থ্যরক্ষার উপকরণ হিসাবে প্রতি বিঘা জলকরের জন্য ২০-২৫ কেজি চুন প্রদান করা হয়।

কী ধরণের জলাশয়	**কারা পাবেন**
ছোট লীজ বা মালিকানাধীন জলা	একক দরিদ্র মৎস্যচাষী
প্রতিষ্ঠানের জলাশয়	প্রতিষ্ঠান বা দলভুক্ত দরিদ্র মানুষ

সমবায় বা মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠীর জলাশয়	নিবন্ধীকৃত গোষ্ঠী
MGNREGS-এ সংস্কার করা পুকুর	একক ব্যক্তি বা দলভুক্ত চাষী

খ) মৎস্যচাষীদের জাল ও হাঁড়ি প্রদান

এককভাবে এবং দলগতভাবে উভয় ক্ষেত্রেই এই প্রকল্পের সুবিধা রয়েছে। এককভাবে এই প্রকল্পে ৩০০ টাকা মূল্যের সামগ্রী দেবার ব্যবস্থা আছে। মৎস্যজীবী সমবায়ের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প বরাদ্দ কমবেশী ৫০,০০০ টাকা।

ঙ) মৎস্যচাষের প্রদর্শনী কেন্দ্র রূপায়ণ

বড় জলাশয়ে (আনুমানিক ১ হেক্টর) বড় সাইজের মাছ উৎপাদনের জন্য মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী বা সমবায় সমিতিকে দেওয়ার জন্য এই প্রকল্পে ৭.৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এতে বড় সাইজের মাছের চারাপোনা, পর্যাপ্ত মাছের সুষম খাবার এবং চুন দেবার ব্যবস্থা আছে।

চ) FFDA-র মাধ্যমে নীল বিপ্লবের অধীনস্থ প্রকল্প

নীল বিপ্লবের লক্ষ্য সম্পদ সৃষ্টি, মৎস্যচাষ ও মৎস্য বিষয়ক বৃহৎ কর্মকান্ড গ্রহণ করা। প্রকল্পগুলি হল

- নতুন পুকুর খনন ও মাছ চাষ, পুকুর সংস্কার ও মাছ চাষ।
- মাছের চারা উৎপাদনের হ্যাচারী স্থাপন, মাছের খাবার তৈরীর কারখানা, নীচু জমিতে পুকুর খনন ও মাছ চাষ, নোনাজলে পুকুর খনন করে ধানী পোনা চাষ, খাঁচায় মাছ চাষ, নোনাজলের পুকুর সংস্কার ও মাছ চাষ, তাপ নিরোধী বাক্স সহ মোটর সাইকেল, মৎস্য পরিবহনের জন্য তাপ নিরোধী ট্রাক, নোনাজলে চারাপোনা উৎপাদন ইত্যাদি।
- এক্ষেত্রে সাধারণ জাতিভুক্ত উপভোক্তা ৬০% অনুদান পাবেন এবং তফসিলী জাতি ও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে এই অনুদান হবে ৮০%।

ছ) মাগুর মাছের হ্যাচারী নির্মাণে সহায়তা

যে সকল মাছ বিলুপ্ত হতে চলেছে তার মধ্যে সিঙ্গি, মাগুর অন্যতম। এর জন্য স্বনির্ভর দল ও ব্যক্তি উদ্যোগীদের মাগুরের প্রজনন ও পোনা উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। প্রশিক্ষণ শেষে মাগুরের প্রজনন সহায়ক সরঞ্জাম ও হ্যাচারী তৈরীর উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

জ) FFDA-র মাধ্যমে NFDB (National Fishery Development Board)-বা জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদ)-র অধীনস্ত প্রকল্পসমূহ

জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক সহায়তা নিয়ে উদ্যোগীরা যে যে প্রকল্পের সুযোগ নিতে পারেন তা হল নতুন পুকুর খনন বা পুকুর সংস্কার করে নিম্নে উল্লিখিত যে কোনো একটি মাছ চাষ প্রকল্প হাতে নেওয়া যেতে পারে :

যেমন : পাঙাশ মাছের চাষ, গলদা চিংড়ির চাষ, তেলাপিয়া মাছের চাষ, মিষ্টি জলের হ্যাচারী স্থাপন, মাছের খাবার তৈরীর কারখানা, রঙিন মাছের খামার।

- **রঙিন মাছচাষে প্রাপ্ত সুবিধা**

প্রকল্প	ইউনিট	অনুদান
মাছের ব্যাকইয়ার্ড হ্যাচারী স্থাপন	১.৫ লাখ/ ইউনিট	২৫%
মাঝারি মাপের রঙিন মাছচাষ প্রকল্প স্থাপন	৮.০ লাখ/ ইউনিট	২৫%
সুসংহত রঙিন মাছচাষ ক্ষেত্র স্থাপন	১৫ লাখ/ ইউনিট	২৫%
অ্যাকোয়ারিয়াম তৈরির ক্ষেত্র স্থাপন	১৫ লাখ/ ইউনিট	২৫%

রঙিন মাছচাষে প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান করে — জেলা মীন ভবনএবং রঙিন মাছচাষে প্রকল্প সহায়তা প্রদান করে জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ড (NFDB) ও জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম (NCDC)

- **গলদা চিংড়ি চাষ**

চিংড়ি চাষ প্রকল্পে মৎস্য দপ্তর বিশেষ সহায়তা প্রদান করে থাকে। নীচের সারণীতে সেগুলি এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক :

ক্রম	প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়	অনুদান
১	১ মিটার গভীরতার নতুন পুকুর খনন ও গলদা চিংড়ির চাষ	৬.২৯৬ লাখ/ হেঃ	২৫%
২	নোনা জলে অ্যারেটর সহযোগে বাগদা চিংড়ি ও মালেটের মিশ্র চাষ	৬.৪২৩ লাখ/ হেঃ	২৫%
৩	পুকুর সংস্কার/ খনন করে নোনা জলে বাগদা ও মালেটের মিশ্র চাষ	৮.০৬৫ লাখ/ হেঃ	২৫%
৪	চিংড়ি চাষের জন্য নতুন পুকুর খনন	৩.০ লাখ/ হেঃ	২৫%
৫	পুকুর সংস্কার সহ চিংড়ি চাষ	০.৭৫ লাখ/ হেঃ	২৫%
৬	চিংড়ি চাষের উপাদানের খরচ	১.৮ লাখ/ হেঃ	২৫%

শর্ত : পুকুর বা জলাশয়ের নিজস্ব মালিকানা/ রেজিস্ট্রীকৃত লীজ হতে হবে।

☞ লীজের মেয়াদ ন্যূনতম ৬-৭ বছরের হতে হবে।

☞ তঃজাঃ/ তঃউঃজাঃদের ক্ষেত্রে অনুদান হবে ২৫%।

☞ এর অতিরিক্ত কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে বা স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রকল্পে ঋণেরও সুবিধা মিলবে।

- **মাছের খাবার উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন**

মাছচাষের জন্য মাছের খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। গ্রামের উদ্যোগীদের কাছে মৎস্য খাদ্য উৎপাদন একটি সম্ভাবনাপূর্ণ আয়ের সুযোগ তৈরী করতে পারে। এই সংক্রান্ত শিল্প স্থাপনে যে সরকারি অনুদান পাওয়া যেতে পারে, নীচের সারণীতে তা তুলে ধরা হল :

প্রকল্প	মিলের/ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা	প্রকল্প একক মূল্য (টাকা)	অনুদান
মাছের খাবার (দানা)	১.২ কুইন্টাল প্রতিদিন	৭.৫ লক্ষ	২০%
তৈরির মিল স্থাপন	২ টন প্রতিদিন	২৫ লক্ষ	৪০%
	৫ টন প্রতিদিন	১০ কোটি	৪০%

- **মাছের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র স্থাপন**

বর্তমানে চাইনিজ হ্যাচারির (মাছের কৃত্তিম প্রজনন কেন্দ্র) মাধ্যমে ডিমপোনা উৎপাদন লাভজনক পদ্ধতি হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি সাশ্রয়কারী এবং পরিবেশের অনুকূল হওয়ায় এর অপর নাম "ইকো হ্যাচারি"। এই ধরণের হ্যাচারির গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি হল :

১) একটি ওভারহেড ট্যাঙ্ক (জল মজুতিকরণের আধার) ঃ হ্যাচারির ডিম উৎপাদনের ক্ষমতা ও জলের চাহিদার উপর নির্ভর করে এই ট্যাঙ্কের আয়তন নির্ধারণ করা হয়। সাধারণতঃ ৫০০০ লিটার জলধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্যাঙ্ক পর্যাপ্ত পরিমাণ জল সরবরাহে সক্ষম।

২) অ্যান্টি ট্যাঙ্ক বা স্টোরেজ ট্যাঙ্ক (প্রজননক্ষম মাছ সঞ্চয়ীকরণের জলাধার) এই ধরণের ট্যাঙ্কে নির্বাচিত রোগমুক্ত প্রজননক্ষম মাছ কৃত্রিম প্রজননের আগে সাময়িকভাবে সঞ্চয় করা হয়। একটি ১-১.৫ মিটার গভীর ২০০ বর্গ মিটারের ট্যাঙ্ক ২৫ সেট (প্রতিটি সেটে প্রজননক্ষম ১টি স্ত্রী মাছ ও ২টি পুরুষ মাছ থাকে) মাছ মজুত রাখতে পারে।

আধুনিক হ্যাচারিতে মাছ মজুত ছাড়াও যে সকল কাজ এই অ্যান্টি ট্যাঙ্কের মাধ্যমে করা সম্ভব সেগুলি হল :

- ➢ মজুতিকৃত মাছ ব্যবহারের পর ট্যাঙ্কটিতে ধানী এবং চারাপোনা বিক্রয়ের পূর্বে কিছুদিন পরিচর্যা করা যায়।
- ➢ রোগযুক্ত বা সংক্রমিত মাছগুলির ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসাও করা যায়।

৩) ব্রিডিং ট্যাঙ্ক বা স্পনিং ট্যাঙ্ক (কৃত্রিম প্রজননের জন্য জলাধার) ঃ বৃত্তাকার এই ট্যাঙ্কে প্রজননক্ষম মাছের দেহে হরমোন ইনজেক্ট করে ডিম নির্গত (ব্রিডিং) করানো হয়।

৪) হ্যাচিং ট্যাঙ্ক ঃ এই ট্যাঙ্কে ডিম ফোটানো হয়।

৫) স্পন কালেকশন ট্যাঙ্ক ঃ এই ট্যাঙ্কে ডিম থেকে প্রস্ফুটিত ডিম পোনা ও ধানী পোনা সঞ্চয়ীকরণ হয়।

❖ তবে মনে রাখা দরকার, যে সব অঞ্চলে জল অপ্রতুল, সেখানে ইকো হ্যাচারি গঠন না করাই শ্রেয়।

এ ছাড়াও মৎস্যচাষ বা মৎস্য উৎপাদনের সাথে জড়িত যে সকল জীবিকার সংস্থান রয়েছে সেগুলি হল :

- **মৎস্য জাতীয় খাদ্য সামগ্রী (ফিস্ ফুড) তৈরী**
- **সুঁটকি মাছ তৈরী যা উপকূলীয় এলাকার জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য**

মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা FFDA (Fish Farmer’s Development Agency)-র প্রকল্প - জল সম্পদের সংস্কার, আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে মাছের অধিক ফলনের লক্ষ্যে জেলার FFDA উৎসাহী মৎস্য চাষীদের পুকুর ভিত্তিক আর্থিক সহায়তা ব্যাঙ্ক ঋণের সঙ্গে অনুদান হিসাবে প্রদান করে থাকে। এছাড়াও যেকোন মৎস্য চাষী/মৎস্যজীবী তার পুকুরে মাছ চাষ, ডিমপোনার চাষ, ধানীপোনার চাষ, মাগুর মাছের চাষ এমনকি মাছ ও মাছের চারা ফেরি করার জন্য FFDA এর প্রকল্পে স্বল্পমেয়াদী ব্যাঙ্ক ঋণ পেতে পারেন।

ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক মৎস্যচাষীদের ছোট ছোট জলাশয়ে বিভিন্ন প্রকার মৎস্য চাষের জন্য ব্যাঙ্ক ঋণের সঙ্গে ২০ শতাংশ হারে অনুদান দিয়ে থাকে FFDA। স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রকল্পে যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করা যায় সেগুলি হল চারাপোনা উৎপাদন, মাগুর মাছের চারা তৈরী, রঙিন মাছ প্রতিপালন (ছোট ইউনিট), দেশী মাগুর ও কাতলার চাষ, পাঙাশ মাছের চাষ এবং সাইকেল ও ইনসুলেটেড বাক্স সহ মৎস্য পরিবহন ও বিক্রয় করার সহায়তা।

FFDA-এর অনুদান মূলক প্রকল্প সমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়	অনুদান
১	খাবার মাছ (টেবিল ফিস) উৎপাদন	১.৮৬ লাখ/হেঃ	২০%
২	মজে যাওয়া পুকুরে ০.৩ মিটার সংস্কার সহ মাছ চাষ	৩.১৪৯ লাখ/ হেঃ	২০%
৩	মজে যাওয়া পুকুরে ০.৬ মিটার সংস্কার সহ মাছ চাষ	৪.৪৩৭৩ লাখ/ হেঃ	২০%
৪	হাজা মজা পুকুরে ১ মিটার সংস্কার সহ মাছ চাষ	৬.১৫৬ লাখ/ হেঃ	২০%
৫	রুই- কাতলা মাছ সহ গলদা চিংড়ির চাষ	২.০ লাখ/ হেঃ	২০%
৬	১ মিটার গভীরতার নতুন পুকুর খনন ও গলদা চিংড়ির চাষ	৬.২৯৬ লাখ/ হেঃ	২০%
৭	জলাজমির সংস্কার ও মাছ চাষ	২.৭৫ লাখ/ হেঃ	২০%
৮	সমবায় জলাশয়ে মাছের চারাপোনা তৈরি	৩.৪৫ লাখ/ হেঃ	২০%
৯	ঠাণ্ডা জলের মাছ চাষ (পাহাড়ি ঝোরায়)	০.৭৪৬ লাখ/ হেঃ	২০%
১০	নোনা জলে অ্যারেটার সহযোগে বাগদা চিংড়ি ও মালেটের মিশ্র চাষ	৬.৪২৩ লাখ/ হেঃ	২৫%
১১	পুকুর সংস্কার/ খনন করে নোনা জলে বাগদা ও মালেটের মিশ্র চাষ	৮.০৬৫ লাখ/ হেঃ	২৫%

শর্ত : পুকুর বা জলাশয়ের নিজস্ব মালিকানা/ রেজিস্ট্রীকৃত লীজ হতে হবে। নির্ধারিত আবেদন পত্র পূরণ করে জলাশয়ের প্রমাণপত্র সহ মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের কাছে জমা দিতে হয়। অনুমোদিত হলে দুই বা ততোধিক কিস্তিতে মোট প্রকল্প ব্যয় মৎস্যচাষী পেতে পারেন। প্রতি ক্ষেত্রেই একজন মৎস্যচাষী একবারে মাত্র একবিঘা জলকরের জন্যই অনুদান পাবেন। লীজের মেয়াদ ৬-৭ বছরের হতে হবে। উল্লিখিত অনুদানের পরিমাণ সর্বোচ্চ ২০% বা তার কম হবে। ত:জা:/ ত:উ:জা: দের ক্ষেত্রে এই অনুদান হবে ২৫%।

স্বল্পমেয়াদী ব্যাঙ্ক ঋণ প্রকল্প

লক্ষ্য		**প্রকল্প**	**প্রকল্প ব্যয় টাকা (ইউনিট/ বিঘা)**
মাছ চাষ	১	খাবার মাছের চাষ	৩২১৫৪.০০
	২	ডিম পোনার চাষ (ধানী পোনা উৎপাদন)	২০৬৬০.০০
	৩	চারাপোনা উৎপাদন	৫৩৩৭৬.০০
	৪	দেশীয় মাগুর মাছের চাষ	৪৬১২৫.০০
	৫	পাঙ্গাস মাছের চাষ	৩৯৩৭৩.০০
	৬	ঠাণ্ডা জলের মাছ চাষ (পাহাড়ি ঝোরায়)	৬৯৪৫.০০
নোনাজলের মাছ	৭	বাগদা চিংড়ি ও নোনা জলের মাছের চাষ (নোনা জল এলাকায়)	৫৭০৯৮.০০
	৮	কাঁকড়ার ফ্যাটেনিং	৫৪১৫১.০০
মাছের চারা তৈরি	৯	মাগুর মাছের চারা তৈরি ও হ্যাচারী স্থাপন	৪৮৩৭০.০০
	১০	ট্যাংরা ও কই মাছের চারা তৈরি ও হ্যাচারী স্থাপন	৪৮৫৮৫.০০

- কেবল মাত্র মাগুর মাছের চাষ এবং মাগুর মাছের চারা তৈরির প্রকল্পে ২৫% অনুদানের সুবিধা পাওয়া যায়। **শর্ত :** পুকুর বা জলাশয়ের নিজস্ব মালিকানা না হয়ে মৌখিক লীজ হলেও হবে।

বিশেষ বৈশিষ্ট্য :

কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বা কে. সি. সি. এর অধীনে জে. এল. জি.-র মাধ্যমে কোন শর্ত ব্যতিরেকেই ৫০০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া যায়।

৩। জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ড (NFDB) এর অধীনে গ্রহণযোগ্য প্রকল্প সমূহ

মৎস্য চাষে এবং মৎস্য চাষ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারার উৎপাদন ও ব্যবসা সম্প্রসারণে তথা মানুষের চাহিদা ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের সুবিধা দেয় NFDB। বৃহৎ পরিকল্পনায় কর্মোদ্যোগীকে ব্যাঙ্ক ঋণের সঙ্গে অনুদান দিয়ে সহায়তা করে এই সংস্থা।

ক্রমিক সংখ্যা	**প্রকল্প**	**প্রকল্প ব্যয়**	**অনুদান**
১	মাছ/ চিংড়ি চাষের জন্য নতুন পুকুর খনন	৩.০ লাখ/ হেঃ	২০%
২	পাঙ্গাস মাছ চাষের জন্য নতুন পুকুর খনন	৩.০ লাখ/ হেঃ	২০%
৩	পুকুর সংস্কার সহ মাছ/ চিংড়ি/ পাঙ্গাস চাষ	০.৭৫ লাখ/ হেঃ	২০%

৪	মাছ/ চিংড়ি চাষের উপাদানের খরচ	১.৮ লাখ/ হেঃ	২০%
৫	পাঙ্গাস মাছ চাষ প্রকল্প	৫.০ লাখ/ হেঃ	২৫%
৬	ধান ক্ষেতে মাছ/ চিংড়ি/ পাঙ্গাস চাষ	০.৫. লাখ/ হেঃ	২০%
৭	মিষ্টি জলের চিংড়ি হ্যাচারী স্থাপন (৫০- ৮০ লাখ পি. এল. প্রতি বছর)	১২.০০ লাখ/ হেঃ	২০%
৮	মিষ্টি জলের কার্প হ্যাচারী স্থাপন (৭০- ৮০ লাখ পোনা প্রতি বছর)	১২.০০ লাখ/ হেঃ	২০%
৯	মাছের চারা পোনা উৎপাদনের জন্য (৮- ১০ সেমি) পুকুর খনন	৩.০ লাখ/ হেঃ	২০%
১০	মাছের খাবার (দানা) তৈরির কারখানা স্থাপন (২ টন/ দিন)	২৫.০ লাখ/ হেঃ	৪০%
১১	মাছের খাবার (দানা) তৈরির কারখানা স্থাপন (১.২ টন/ ঘণ্টা)	৭.৫ লাখ/ ইউনিট	২০%
১২	মাছের খাবার (দানা) তৈরির কারখানা স্থাপন (৫ টন/ ঘণ্টা)	১০ কোটি/ ইউনিট	৪০%
১৩	রঙিন মাছের ব্যাকইয়ার্ড হ্যাচারী স্থাপন	১.৫ লাখ/ ইউনিট	২৫%
১৪	মাঝারি মাপের রঙিন মাছ চাষ প্রকল্প স্থাপন	৮.০ লাখ/ ইউনিট	২৫%
১৫	সুসংহত রঙিন মাছ চাষ ক্ষেত্র স্থাপন	১৫ লাখ/ ইউনিট	২৫%
১৬	অ্যাকোরিয়াম তৈরির ক্ষেত্র স্থাপন	১৫ লাখ/ ইউনিট	২৫%
১৭	নোনাজলের মাছ চাষের পুকুর তৈরি	২.৪ লাখ	২৫%
১৮	নোনা জলের মাছ চাষের ফার্মে অতিরিক্ত পরিকাঠামো নির্মাণ/ পরিমার্জন ইত্যাদি	২.০ লাখ	২৫%
১৯	নোনা জলের মাছ চাষের উপাদানের খরচ	২.০ লাখ/ হেঃ	২৫%
২০	খুচরো মাছ বিক্রির স্টল নির্মাণ	১০.০ লাখ/ হেঃ	২৫%
২১	খুচরো মাছ বিক্রির স্টল নির্মাণ (মহিলাদের জন্য)	১০.০ লাখ/ হেঃ	২৫%

শর্ত : পুকুর বা জলাশয়ের নিজস্ব মালিকানা/ রেজিস্ট্রীকৃত লীজ হতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের আগাম অনুমোদন থাকতে হবে। ৫% সুদে স্বল্পমেয়াদী লোন পাওয়া যাবে বড় মাপের খাবার তৈরির কারখানা স্থাপনের জন্য। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রঙিন মাছের ব্যাকইয়ার্ড হ্যাচারী এবং অ্যাকোরিয়াম তৈরির প্রকল্পে ৫০% পর্যন্ত অনুমোদন পাবেন।

সমুদ্রে মৎস্য ধরা পরবর্তী কার্যকলাপের জন্য প্রকল্প

ক্রমিক	প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয় (টাকা)	অনুদান
১	রেফ্রিজারেটেড/ ইন্সুলেটেড ট্রাক ক্রয়	৮- ১৫ লক্ষ	৫০%
২	অটো রিক্সা (বরফের বাক্স সহ) ক্রয়	২ লক্ষ	২৫%
৩	মোটর সাইকেল (বরফের বাক্স সহ) ক্রয়	৬০ হাজার	২৫%
৪	বাইসাইকেল (বরফের বাক্স সহ) ক্রয়	৩ হাজার	২৫%
৫	খুচরো মাছ বিক্রির স্টল নির্মাণ	৩ লক্ষ	৭৫%

৪) আদিবাসীদের জন্য প্রকল্প সমূহ : সারা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আদিবাসী মৎস্য চাষী অথবা আদিবাসী গোষ্ঠীর জন্য রয়েছে সম্পূর্ণ অনুদান মূলক কিছু প্রকল্প। প্রাপ্ত ব্যয় বরাদ্দ অনুযায়ী বিভিন্ন জেলায়/ ব্লকে আদিবাসী মৎস্য চাষী অথবা আদিবাসী গোষ্ঠী পেতে পারেন এই প্রকল্প সুবিধা।

প্রকল্পগুলি এই রকম :

ক্রমিক	প্রকল্প	প্রকল্প ব্যয়
১	সুসংহত মাছ চাষ ক) হাঁস পালন ও মাছ চাষ খ) শূকর পালন ও মাছ চাষ	পুকুরের পরিমাণ এবং প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী
২	চুন, সার, মাছের চারা সরবরাহ	
৩	মাছ ধরার সরঞ্জাম (জাল ও হাঁড়ি) সরবরাহ	
৪	জিওল মাছের চাষ	

৫) মৎস্যজীবী সমবায় বা গোষ্ঠীর জন্য প্রকল্প সহায়তা : রাজ্যের বৃহৎ জলাধার, যেমন বিল, বাওড়, ড্যাম বা রিজার্ভার গুলির বেশির ভাগই রয়েছে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি বা মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে। এমনকি বেশ কিছু সরকারী মৎস্য খামারও এদের লীজ দেওয়া হয়েছে। সমবায় সমিতিতে যুক্ত আছে বহু দরিদ্র মৎস্যজীবী। তাই এদের জন্য সরকারী অর্থনৈতিক সহায়তাগুলি নিম্নরূপ —

ক্রমিক	প্রকল্প	উদ্দেশ্য
১	বৃহৎ জলাধারে NFDB প্রকল্পে মাছের চারা সরবরাহ	মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
২	NFDB ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় সমবায় সমিতিকে জাল/ নৌকা/ হাঁড়ি প্রদান	মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও অধিক সম্পদ সৃষ্টি
৩	NFDB ও রাজ্য সরকারের সহায়তায় সমবায় সমিতিকে জলাশয়ের উন্নয়ন মূলক প্রকল্প	মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও অধিক সম্পদ সৃষ্টি
৪	RKVY প্রকল্পে নিবিড় মৎস্য চাষ প্রকল্প	মাছের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

৫	মৎস্য সমবায়কে ম্যানেজারিয়াল সাবসিডি প্রদান	পরিচালন সহায়তা দান
৬	MGNREGS প্রকল্পে জলাশয়ের সংস্কার	জল সম্পদ রক্ষা ও মৎস্য চাষ সুনিশ্চিত করা

শর্ত : সমবায় সমিতি বা গোষ্ঠীকে সচল থাকতে হবে। নিয়মিত অডিট করাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সময়ের জন্য জলাশয়ের লীজ স্বত্ত্ব থাকতে হবে।

যোগাযোগ : উপরে উল্লিখিত প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা পেতে নির্ধারিত বয়ানে আবেদন পত্র, প্রকল্প প্রতিবেদন, নির্দিষ্ট বয়ানে আবেদন পত্র, জলাশয়ের বা স্থানের ন্যূনতম ৭ বছরের লীজ বা মালিকানা প্রমাণপত্র, মৎস্যচাষীর পরিচয় পত্র, ব্যাঙ্কের পাশবই, ব্যাঙ্কের ঋণ মঞ্জুরীর সম্মতি পত্র, কাজে দক্ষতা/ প্রশিক্ষণের প্রমাণ পত্র ইত্যাদি সহ ৪ সেট ব্লকে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের কাছে জমা দিতে হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সুপারিশ ক্রমে এবং জেলার বরাদ্দের ভিত্তিতে এই সকল প্রকল্পে সহায়তা পাওয়া যায়।এ সকল বিষয়ে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ রাখুন ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক/ জেলা মীন ভবনের সহ অধিকর্তার সাথে।

৪) প্রযুক্তিগত সহায়তা

ক) মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ

মৎস্য দপ্তর চাষীদের প্রয়োজনীয়তা এবং তাদের দ্বারা গৃহীত মৎস্য চাষের পদ্ধতি অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করেছেন।

বর্তমানে প্রচলিত মৎস্যচাষের প্রশিক্ষণের সুযোগ নিম্নরূপ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রশিক্ষণের প্রকল্প সমূহ	প্রশিক্ষণের স্থান
১	"আতমা" প্রকল্পের তিন দিনের প্রশিক্ষণ	গ্রামস্তরে
২	৫ দিনের মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ	ব্লকস্তরে
৩	৫ দিনের উন্নততর মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ	জেলাস্তরে মীন ভবনে
৪	৫- ১০ দিনের মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ	রাজ্যস্তরে কল্যাণীর মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে
৫	৫ দিনের বিল, বাওড় প্রভৃতি বৃহৎ জলাশয়ে মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ	জেলাস্তরে মীন ভবনে
৬	৫- ১০ দিনের মৎস্য হ্যাচারী পরিচালনা প্রশিক্ষণ	রাজ্যস্তরে
৭	রঙিন মাছ চাষ প্রশিক্ষণ (১, ৩ বা ৫ দিনের)	জেলাস্তরে মীন ভবনে
৮	মাছের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের প্রশিক্ষণ	জেলা ও রাজ্য স্তরে
৯	জাল বোনা প্রশিক্ষণ (মেয়েদের জন্য)	জেলা স্তরে মীন ভবনে

কীভাবে প্রশিক্ষণের সুযোগ পাওয়া যায়?

গ্রামস্তরে মৎস্য চাষী যা করছেন বা তার মৎস্য সম্পর্কিত যে ধরণের কাজের বিশেষ উৎসাহ বা পারদর্শিতা আছে তিনি আবেদন করবেন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বা জেলার মৎস্য সহ অধিকর্তাকে। ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিতে হবে। আবেদন জমা দিতে হবে তাঁর কাছেই। সময় সুযোগ মতো তিনি ঐ আবেদন জেলা মীনভবনে তাঁর সুপারিশ সহ পাঠাবেন।

৫) প্রযুক্তিগত প্রকল্প সহায়তা

এক জন মৎস্যজীবী বা মৎস্য চাষীর নিজস্ব বা লীজ নেওয়া জলাশয় এবং প্রয়োজনীয় অর্থ থাকতে পারে। কিন্তু প্রযুক্তিগত দিকে তাদের সম্যক ধারণা না থাকার কারণে বহু ক্ষেত্রেই মাছের উপযুক্ত ফলন পান না। ফলে একদিকে যেমন জল সম্পদের অপচয় হয়, তেমনি শ্রম ও অর্থের ব্যয় সত্ত্বেও চাষী লাভ পান না।

জল ও মাটি পরীক্ষার কর্মসূচী

পুকুরের জল ও মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং মৎস্য চাষ বিষয়ক সুপারিশ/ পরামর্শ পাওয়া যায়। এক দিবসীয় আলোচনা চক্রের মাধ্যমেও মৎস্য চাষীরা মৎস্য চাষ প্রযুক্তির সাময়িক ভাবে প্রয়োজনীয় কিছু বিষয় জানতে পারেন।

কোন স্তরে	কোথায় অবস্থিত	সুবিধা পাবেন
ব্লক স্তরে	বেশ কিছু ব্লকে রয়েছে এই সুবিধা	জল/ মাটির ঘাটতি বা সমস্যা চিহ্নিত হবে। পাওয়া যাবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ।
জেলা স্তরে	প্রতিটি জেলা মীনভবনে রয়েছে এই সুবিধা	
রাজ্য স্তরে	রাজ্য মৎস্য চাষ প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র কুলিয়া, কল্যাণী, নদীয়া ও পৈলান, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মালদা	

- বিভিন্ন স্তরে/ জেলা ভেদে রয়েছে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত যৎসামান্য ফী। প্রয়োজনে মৎস্য চাষিকে তা অগ্রিম প্রদান করতে হবে।
- জল ও মাটি সংগ্রহ করার জন্য সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। পূর্বেই ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিতে হবে। মৎস্য দপ্তর প্রতি ব্লকেই সহ-মৎস্য আধিকারিকের বিশেষ অফিসে পুকুরের জল ও মাটি পরীক্ষার বিশেষ সুযোগ চালু করেছেন। বিনামূল্যে অথবা স্বল্পমূল্যে এই পরিষেবা ও পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে।

পরিদর্শন ও পরামর্শ

ব্লকের FEO বা ফিসারী ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট (FFA) বিভিন্ন কাজে প্রায়শঃই গ্রামাঞ্চলে যান। মৎস্য চাষে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে এমন জরুরী বিষয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে জানলেও পুকুর পরিদর্শন করে থাকেন। FEO/FFA কবে আপনার এলাকায় যাবেন তা পূর্বে জেনে নিয়ে অনুরোধ করলে মৎস্য চাষীরা পুকুর পরিদর্শন করিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ

পেতে পারেন। এছাড়া যে কোন দিন ব্লকে আধিকারিকের সাথে মৎস্য চাষ ও তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট পুকুরের জল সঙ্গে আনলে সুবিধা হবে।

গ) সেমিনার ও প্রচারমূলক কর্মসূচী

বিভিন্ন ধরনের মৎস্যচাষ সম্পর্কিত আলোচনার পাশাপাশি সচেতনতা বাড়াতে জলাভূমি দিবস, মৎস্যচাষী দিবস এবং মৎস্যচাষ প্রসার কর্মসূচী দপ্তর থেকে গ্রহন করা হয়।

ঘ) মৎস্যচাষীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণ

সকল মৎস্যক্ষেত্র, আধুনিক প্রযুক্তি পরিচিতি এবং আরও নানা বিষয়ে মৎস্য চাষীদের সচেতনতা ও আগ্রহ বাড়াতে এধরনের শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে।

ঙ) হ্যাচারী অ্যাক্রোডিটেশন

হ্যাচারিগুলির গুণগত মান এবং কাজকর্মের ওপর নজরদারী বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বিশেষ নিবন্ধীকরণের ব্যবস্থা দপ্তর থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি হ্যাচারিগুলির কার্যকারিতা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে বিদ্যুৎ, পাকা মাছ ক্রয়, আধুনিকীকরণ ও উন্নত ধরণের মাছের খাবার কেনার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।

৬) মৎস্যচাষীদের জন্য সংগঠন তৈরীতে সহায়তা

ক) মৎস্য চাষীদের সমবায় সমিতি গঠন

দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নতির লক্ষ্যে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করে দেওয়া হয়। কমপক্ষে ১০ জন সদস্য এবং মাথাপিছু অন্তত ১ একর করে ১০ একর মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র থাকলে তারা সমবায় গঠন করতে পারেন। এই সমবায়ের নিবন্ধীকরণ জেলা মৎস্য দপ্তর থেকেই হয়। নিজস্ব জলা না থাকলে খাল বা কোন প্রতিষ্ঠানের জলা লীজ পাওয়ার নিশ্চয়তার শংসাপত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিতে হবে।

খ) মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী গঠন

উন্নত পদ্ধতিতে গ্রামীণ জল সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সদ্ব্যবহারের দ্বারা অধিক মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে এ ধরনের গোষ্ঠী গঠনে উৎসাহ দেওয়া হয়।

সমবায় ও গোষ্ঠী গঠনের জন্য ও তার থেকে উপরে উল্লিখিত সুবিধা প্রাপ্তির জন্য কিছু ন্যূনতম শর্ত ধার্য করা আছে। প্রযোজ্য শর্তগুলি নীচে পেশ করা হল।

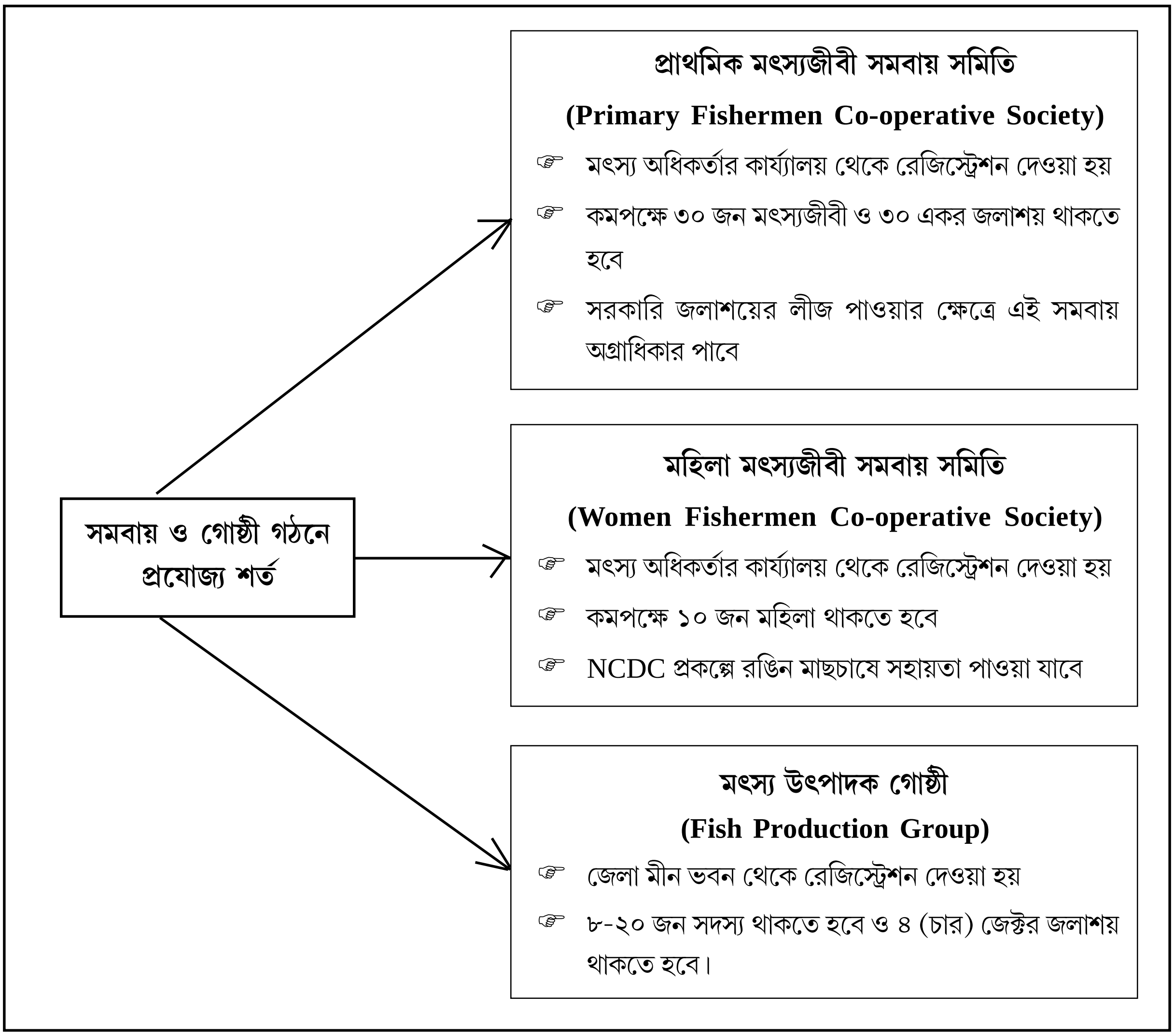

৭) মৎস্যজীবীদের জন্য সামাজিক সহায়তামূলক কর্মসূচী

মৎস্যজীবীরা সমাজের আর্থিক ও সামাজিক ভাবে পিছিয়ে থাকা সম্প্রদায়। এদের জীবন জীবিকার মানোন্নয়ন করতে মৎস্য দপ্তর কিছু সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী নিয়ে থাকে যার উদ্দেশ্য হল

- **সমষ্টিগত ভাবে মৎস্যজীবীদের আয়ের ক্ষেত্র তৈরি**
- **বসবাসের ও যাতায়াতের জন্য পরিকাঠামোগত সুবিধা প্রদান**
- **সামাজিক পরিচিতি, বীমা ও বার্ধক্য ভাতার সংস্থান**
- **জীবিকার মানোন্নয়নে উন্নততর সরঞ্জাম প্রদান**

এই উদ্দেশ্য পরিপূরণের লক্ষ্যে যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তার তালিকা নিম্নরূপ

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প	প্রকল্পের বিবরণ ও লক্ষ্য
১	নদীতে মৎস্য সঞ্চার প্রকল্প	মৎস্যজীবীদের জীবিকার উৎস হল নদী, বিল, বাওড় প্রভৃতি। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে সেখানে মাছের পরিমাণ কমে গিয়ে বিপন্ন হচ্ছে মৎস্যজীবীরা। মৎস্য দপ্তর তাই সেখানে মাছের পোনা ছেড়ে মৎস্য ভাণ্ডার বৃদ্ধি করার প্রয়াস গ্রহণ করে।
২	মৎস্যজীবীদের আবাস গৃহ	গৃহ একটি সামাজিক মাপকাঠি। দুঃস্থতম মৎস্যজীবীদের চিহ্নিত করে এলাকা ভিত্তিক একগুচ্ছ করে মৎস্যজীবীদের গৃহ নির্মাণ (গীতাঞ্জলী প্রকল্পে) করে দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রতিটি বাড়ির জন্য বরাদ্দ হল ১৬৭০০০/- টাকা।
৩	মৎস্যজীবী পল্লীগামী রাস্তার উন্নয়ন	মৎস্যজীবীরা যাতে ভালোভাবে যাতায়াত করতে পারেন সে জন্য মৎস্যজীবী পল্লী সংযোগকারী সড়ক নির্মাণ/ তার সংস্কার করা হয়।
৪	শৌচালয় ও পানীয় জলের ব্যবস্থা	মৎস্যজীবীদের গৃহ প্রকল্পে শৌচালয় ও পানীয় জলের উৎস হিসাবে টিউবওয়েল বসিয়ে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগত সুবিধা দান করা হয়।
৫	মিলন গৃহ নির্মাণ	মৎস্যজীবীদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ও সমাজবদ্ধতা বৃদ্ধির জন্য মৎস্যজীবী পল্লীতে সকলের ব্যবহার্য মিলন গৃহ তৈরি করে দেওয়া হয়।
৬	মৎস্যজীবীদের বীমা করণ	মাছ ধরতে গিয়ে বা বিক্রি করতে গিয়ে মৎস্যজীবী দুর্ঘটনার শিকার হলে গ্রুপ পার্সোনাল অ্যাকসিডেন্ট স্কিম এর আওতায় দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর কারণে ১ লক্ষ টাকা বা শারীরিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।
৭	বার্ধক্য ভাতা প্রদান	মৎস্যজীবীরা সমাজের সেবক, অন্য কথায় সমাজবন্ধু। তাই উপার্জনে অক্ষম, অসহায়, ৬০ বছরের বেশি বয়স্ক দুঃস্থ মৎস্যজীবীদের মাসিক ১০০০ টাকা হিসাবে বার্ধক্য ভাতা প্রদান করা হয়।
৮	পরিচয় পত্র প্রদান	মাছ ধরা ও বিক্রয় করার জন্য প্রশাসনিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রত্যেক মৎস্যজীবীকে দ্বিভাষিক পরিচয় পত্র দেওয়া হয়।
৯	কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান	কৃষিজীবীদের ন্যায় মৎস্যজীবীদেরও KCC বা কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে যার মাধ্যমে তারা বিশেষ সুদের হারে ঋণ পেতে পারে।
১০	ডিস্ট্রেস অ্যালার্ট সিস্টেম	সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ডিস্ট্রেস অ্যালার্ট সিস্টেম প্রদান করা হয়।

১১	শুখা মরশুমে সঞ্চিত অর্থ থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদান	সমুদ্রে মাছ ধরা বন্ধ থাকাকালীন ৩ মাস সময়ের জন্য মৎস্যজীবীদের (বাকী মাসগুলিতে উপভোক্তার অগ্রিম জমা দেওয়ার ভিত্তিতে ও সরকারী সাহায্য যুক্ত হয়ে) মাসিক ৬০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়।
১২	জলাশয়ে লীজ প্রদান	মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে বহমান নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহের জন্য লীজ দেওয়া হয়। সরকারী চাষ যোগ্য জলাশয়গুলিও লীজ দেবার সময় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
১৩	মাছের উন্নত বিপণনে সুবিধা প্রদান	মাছ বাজারের পরিকাঠামো উন্নয়ন ঘটানো হয়। বাজারে বিপণনের জন্য মৎস্যজীবীদের আধুনিক সরঞ্জাম (ইন্স্যুলেটেড বাক্স, মৎস্য যান ইত্যাদি) প্রদান করা হয়।
১৪	জলাশয়ের সংস্কার সাধন	NCDC এর সহায়তায় মৎস্যজীবীদের জলাশয়ের সংস্কার সহ উন্নয়ন প্রকল্প প্রদান করা হয়। MGNREGA প্রকল্পেও জলাশয়ের সংস্কার করে দেওয়া হয়।
১৫	উচ্চ শিক্ষায় বৃত্তি প্রদান	মৎস্যজীবী সমবায়ের সদস্যদের ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

❖ আলোচিত প্রকল্পগুলির সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ রাখুন ব্লকের সম্প্রসারণ আধিকারিক/ জেলা মীন ভবনের সহ অধিকর্তা/ FFDA র মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক এর সাথে।

❖ রেডিওতে সরাসরি মৎস্য বিষয়ক প্রশ্নোত্তরের জন্য মাসের শেষ সোমবার কলকাতা-ক এ অনুষ্ঠিত সন্ধ্যা ৬ টা ৪০ মিনিটের কৃষি কথার আসরটি শুনুন/ অংশগ্রহণ করুন।

মৎস্য দপ্তরের পরিকাঠামো

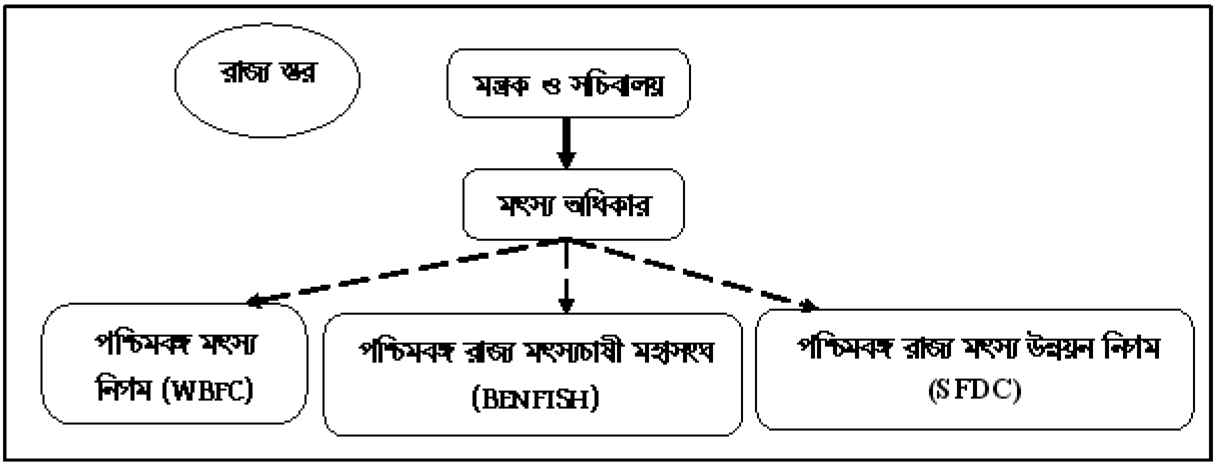

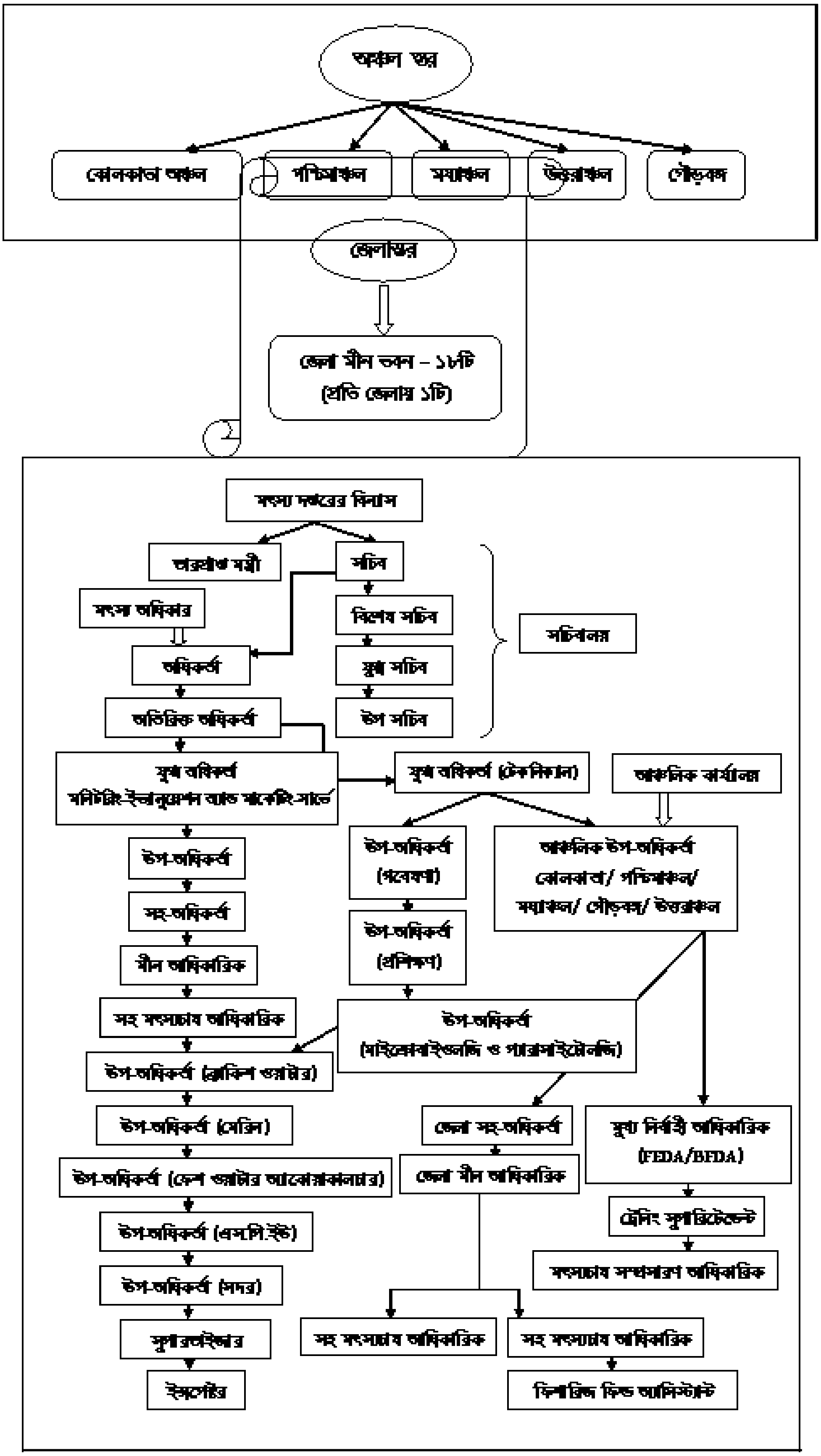
অঞ্চল স্তর
কোলকাতা অঞ্চল
পশ্চিমাঞ্চল
মধ্যাঞ্চল
উত্তরাঞ্চল
গৌড়বঙ্গ
জেলাস্তর
জেলা মীন ভবন – ১৮টি
(প্রতি জেলায় ১টি)
মৎস্য দপ্তরের বিন্যাস
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
সচিব
মৎস্য অধিকার
অধিকর্তা
বিশেষ সচিব
যুগ্ম সচিব
উপ সচিব
সচিবালয়
অতিরিক্ত অধিকর্তা
যুগ্ম অধিকর্তা
মনিটরিং ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড মার্কেটিং সার্ভে
যুগ্ম অধিকর্তা (টেকনিক্যাল)
আঞ্চলিক কার্যালয়
উপ-অধিকর্তা (গবেষণা)
আঞ্চলিক উপ-অধিকর্তা
কোলকাতা/ পশ্চিমাঞ্চল/ মধ্যাঞ্চল/ গৌড়বঙ্গ/ উত্তরাঞ্চল
উপ-অধিকর্তা (প্রশিক্ষণ)
উপ-অধিকর্তা
সহ-অধিকর্তা
মীন আধিকারিক
সহ মৎস্যচাষ আধিকারিক
উপ-অধিকর্তা (মাইক্রোবাইওলজি ও প্যারাসাইটোলজি)
উপ-অধিকর্তা (ব্র্যাকিশ ওয়াটার)
উপ-অধিকর্তা (মেরিন)
উপ-অধিকর্তা (ফ্রেশ ওয়াটার অ্যাকোয়াকালচার)
উপ-অধিকর্তা (এস.সি.ইউ)
উপ-অধিকর্তা (সদর)
সুপারভাইজার
ইন্সপেক্টর
জেলা সহ-অধিকর্তা
জেলা মীন আধিকারিক
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক (FEDA/BFDA)
ট্রেনিং সুপারিনটেনডেন্ট
মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ আধিকারিক
সহ মৎস্যচাষ আধিকারিক
সহ মৎস্যচাষ আধিকারিক
ফিশারিজ ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট

রাজ্য স্তরে নিযুক্ত আধিকারিকবৃন্দ ও ন্যস্ত দায়িত্ব

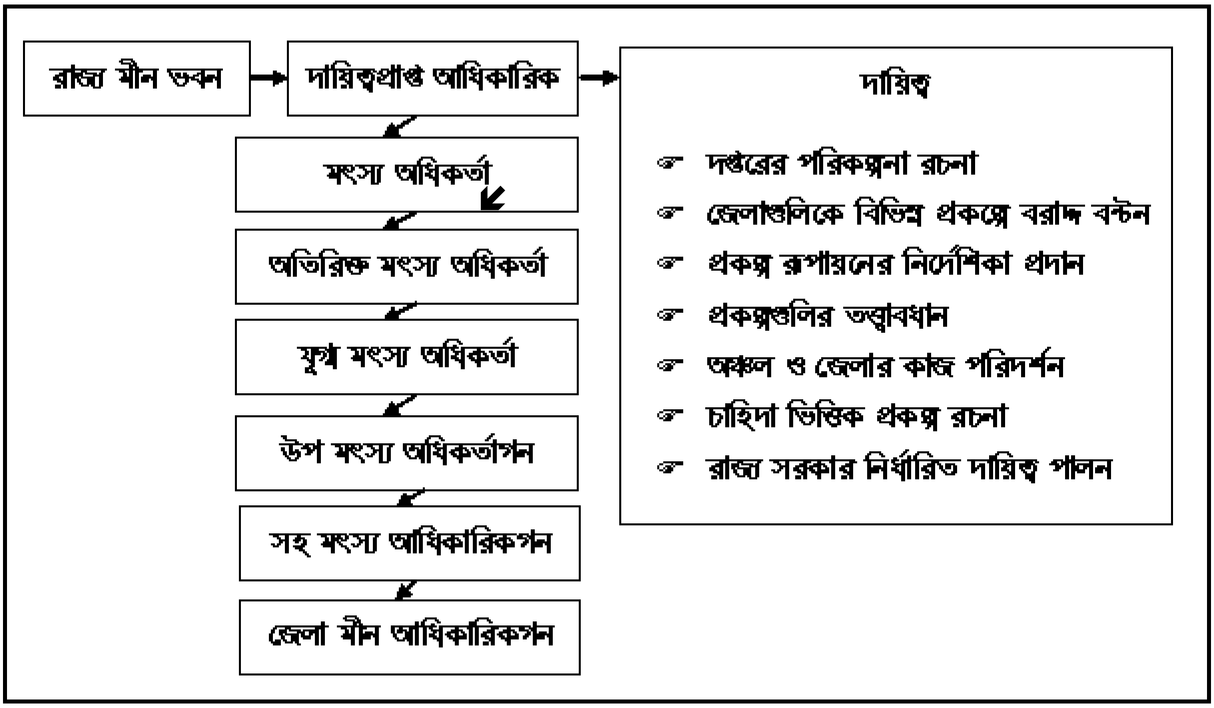

অঞ্চল স্তরে নিযুক্ত আধিকারিকবৃন্দ ও ন্যস্ত দায়িত্ব

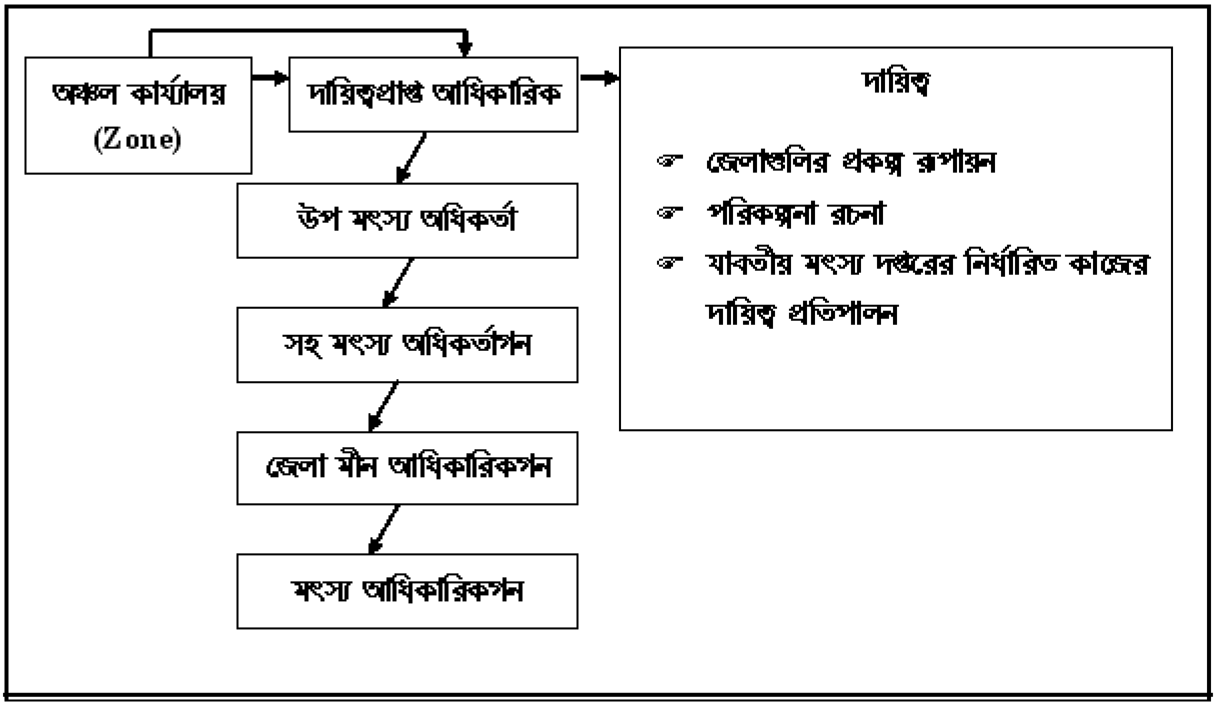

জেলা স্তরে নিযুক্ত আধিকারিকবৃন্দ ও ন্যস্ত দায়িত্ব

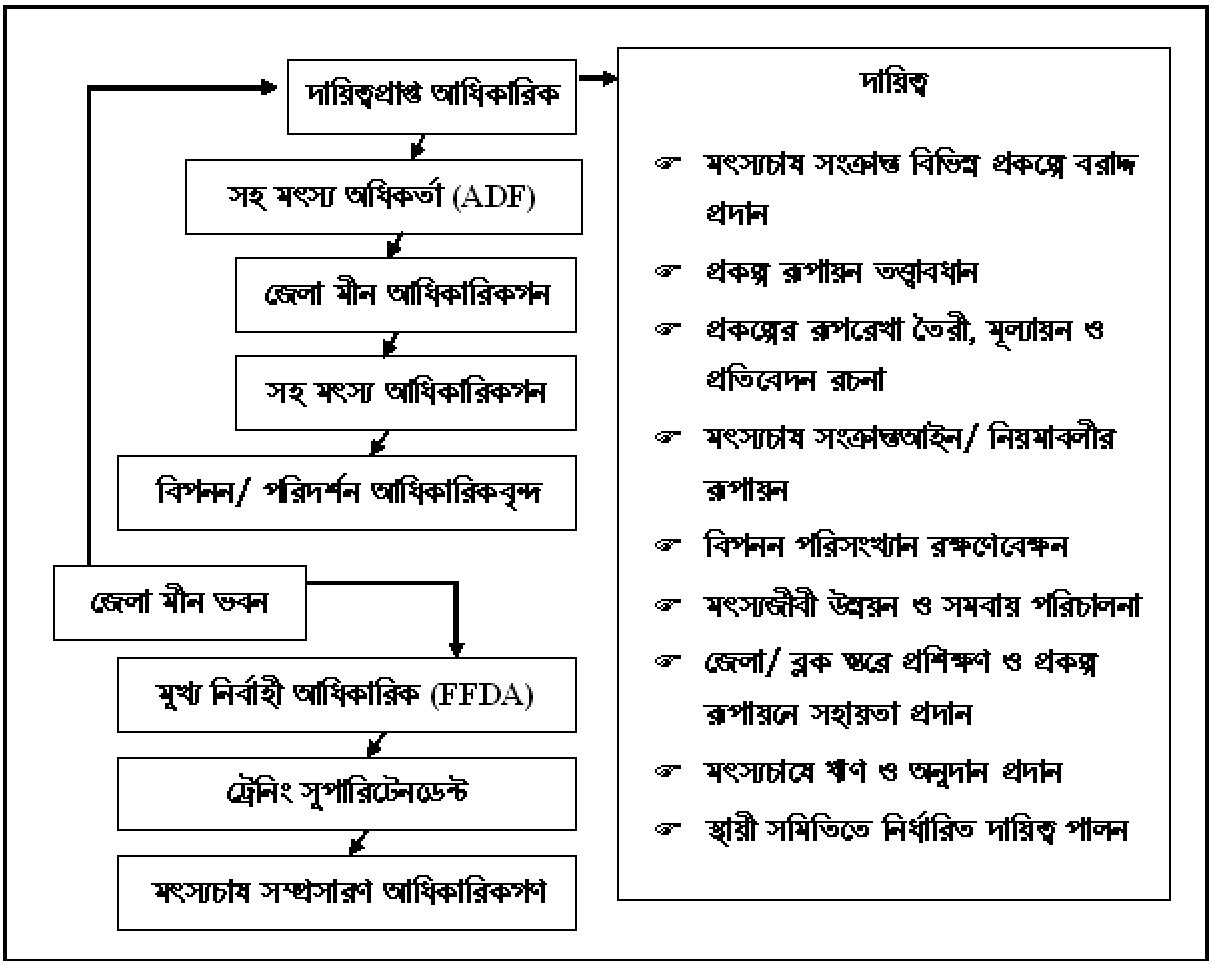

পঞ্চায়েত সমিতি/ব্লক স্তরে নিযুক্ত আধিকারিকবৃন্দ ও ন্যস্ত দায়িত্ব

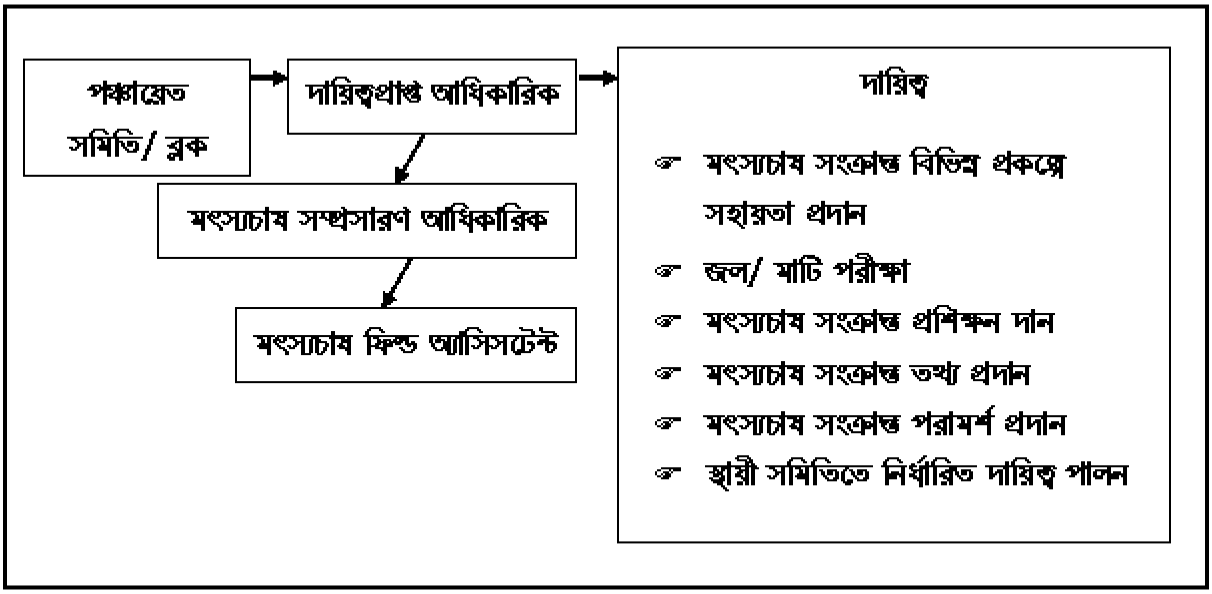

৮) রাজ্যে অবস্থিত মৎস্যচাষ গবেষণা কেন্দ্র

ক্রমিক সংখ্যা	গবেষণা কেন্দ্রের নাম	কোথায় অবস্থিত
১	জুনপুট প্রযুক্তি কেন্দ্র, বড় সাগর দিঘী, মালদা	পূর্ব মেদিনীপুর
২	মাইক্রোবায়োলজি ও প্যারাসাইটোলজি গবেষণা কেন্দ্র	পৈলান, দক্ষিন ২৪ পরগণা
৩	মিঠাজল মাছচাষ গবেষণা কেন্দ্র	কল্যাণী, নদীয়া

গবেষণাকেন্দ্রে নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে মাছচাষকে আরও লাভজনক করে তোলার অবিরত প্রয়াস অব্যাহত। গবেযোণাকেন্দ্রে নিযুক্ত আধিকারিকবৃন্দ ও তাঁদের দায়দায়িত্ব নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হল —

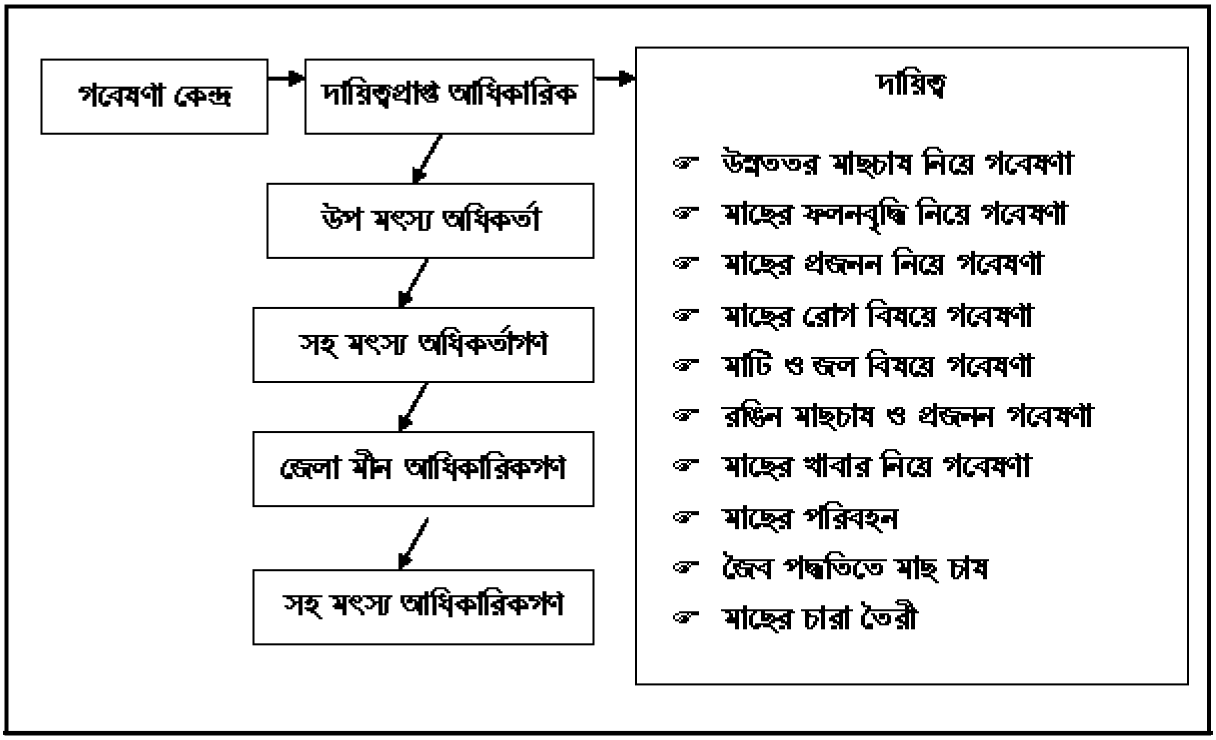

মৎস্য চাষ সহায়ক কয়েকটি সংস্থা ও তাদের প্রদত্ত পরিষেবা

সারা রাজ্যে বিভিন্ন ভূ- প্রকৃতি, পরিবেশ এবং মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন চাহিদার বিষয় বিবেচনা করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সংস্থা। এক নজরে এই সংস্থাগুলি কি কি পরিষেবা দিয়ে থাকে, তা নীচে সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হল।

মৎস্যচাষ সহায়ক কয়েকটি সরকারী সংস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচায়ক

	সংস্থার নাম	কার্য্যালয়	প্রদত্ত পরিষেবা
জেলা স্তরীয় সংস্থা	মৎস্য চাষী উন্নয়ন মসংস্থা (FFDA)	প্রতিটি জেলার মীন ভবনে	সকল জলাশয়ে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ করিযে মাছের যোগান তথা গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করাই এই সংস্থার লক্ষ্য।

			১) মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে মৎস্য চাষীকে ব্যাঙ্ক ঋণ ও অনুদানের ব্যবস্থা করে দেওয়া। ২) জলাশয় সংস্কার করতে ঋণ ও অনুদানের ব্যবস্থা করা। ৩) মৎস্য চাষীদের কারিগরী সহায়তা প্রদান করা।
	নোনাজল মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা (BFDA)	পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় অবস্থিত	১) নোনা জলে মৎস্য উৎপাদন বাড়াতে মৎস চাষীকে ব্যাঙ্ক ঋণ ও অনুদানে সহায়তা করা। ২) নোনা জলে মাছ চাষে কারিগরী সহায়তা প্রদান করা।
রাজ্য স্তরীয় সংস্থা	পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য নিগম (WBFC)	৬- এ দেওদার রহমান রোড, কলকাতা- ৩৩	১) মাছের চারা উৎপাদন করা। ২) পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যের চারার চাহিদা পূরণ করা। ৩) মৎস্য চাষের পরিকাঠামো (মৎস্য বন্দর, মাছের বাজার, হিমঘর ইত্যাদি) নির্মাণ করা।
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগম (SFDC)	৩১, জি. এন. ব্লক, সেক্টর- ৫, সল্ট লেক, কলকাতা- ৯১	১) মৎস্য খামার গুলিতে মৎস্য চাষ করা। ২) মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদির বিপণনে সহায়তা করা।
	পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মৎস্য চাষী মহা সংঘ (BENFISH)	৩১, জি. এন. ব্লক, সেক্টর- ৫, সল্ট লেক, কলকাতা- ৯১	জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগমের (NCDC) সহযোগিতায় মৎস্য জীবীদের জন্য উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ন করা; যেমন ১) বরফ কল/ হিমঘর/ নৌকা নির্মাণ ও মেরামতি ২) বিল-বাওড়ে মাছ চাষ ৩) মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদির বিপণন ৪) মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও এই কাজে সহায়তা দান ৫) বিভিন্ন নান্দনিক স্থানে পর্যটন আবাস পরিচালনা

			৬) মৎস্যজীবীদের যন্ত্রচালিত নৌকা প্রদান। ৭) মৎস্য জীবীদের দুর্ঘটনাজনিত বীমা প্রকল্প রূপায়ণ। ৮) সমবায়ের সদস্যদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা প্রদান।
কেন্দ্র স্তরীয় সংস্থা	কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি (CFCS)	প্রতিটি জেলা	১) মৎস্যচাষী ও প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির চাহিদামতো ভালো গুনমানের মৎস্য চাষ উপকরণ সুলভ মূল্যে সরবরাহ। ২) প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির পরিচালনা ও উন্নয়নে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান। ৩) মৎস্যজীবী ও সমবায়ের সুবিধার্থে যাবতীয় সরঞ্জামাদি তৈরি/সরবরাহ, ক্রয়/বিক্রয় করা। ৪) মৎস্য চাষের স্বার্থবাহী উপাদান/ উপকরণ তৈরি/ সরবরাহ, ক্রয়/বিক্রয় করা। ৫) সরকারী খামার গ্রহণ করে মাছচাষ বা মাছের চারা তৈরি করা।
	জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন বোর্ড (NFDB)	হায়দ্রাবাদ, অন্ধ্র প্রদেশ	১) আধুনিক প্রযুক্তি ও ম্যানেজমেন্ট টুলের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি। ২) মৎস্য চাষের পরিকাঠামো (মৎস্য বন্দর, হিমঘর ইত্যাদি) নির্মাণ করা। ৩) মাছের উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও মার্কেটিং এর উন্নততর সুযোগের জন্য পরিকাঠামো সহ আনুষঙ্গিক সুবিধা প্রদান করা। ৪) মৎস্য চাষী মহিলাদের সশক্তিকরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

এছাড়া প্রতিটি জেলায় রয়েছে কেন্দ্রীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি এবং কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মৎস্যচাষী মহাসংঘ।

<u>মৎস্য সংক্রান্ত কিছু আইনি দিক</u>

রাজ্যের জলসম্পদ রক্ষা, সেই সম্পদের সদ্ব্যবহারে মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষীদের কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিকভাবে পরিবেশ উন্নয়ন ও তার সাথে জীব বৈচিত্র্য অক্ষুন্ন রাখার জন্য তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ আইন, ১৯৮৪ ও পশ্চিমবঙ্গ অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ নিয়মাবলী, ১৯৮৫। পরবর্তীকালে পরিস্থিতির প্রয়োজনে কিছু কিছু ধারা, উপধারা সংশোধিত ও সংযোজিত হয়েছে যথাক্রমে ১৯৯৩, ১৯৯৭, ১৯৯৮ ও ২০০৮ সালে।

এই আইনের পরিধির ভিতরেই নানান কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করতে তৈরী হয় কিছু আদেশনামা (order), যার মধ্যে থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ সংক্ষিপ্তসারে তুলে ধরা হল।

জলাভূমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত

✓ বহু মালিকাধীন কোন জলাশয় যদি উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় এবং তাতে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মাছ চাষ না করা হয়, তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (এক্ষেত্রে মৎস্য দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত জেলার সহ অধিকর্তা) জলাশয়টি ২৫ বৎসরের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন কর্তৃত্ব অধিগ্রহণ করে কোনো রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থা/ সমবায়/ গোষ্ঠীকে ১০ বৎসরের মেয়াদে মাছচাষের উদ্দেশ্যে ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। [ধারা ৮ পঃবঃ অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ আইন, ১৯৮৪]।

✓ পাড় সহ পাঁচ কাঠা বা তার বেশী মাপের কোনো রেকর্ডভুক্ত পুকুর/ ডোবা/ জলাশয় ভরাট করা বা ভাগ বন্টনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রাকৃতি করা দন্ডনীয় অপরাধ (আদালতগ্রাহ্য ও জামিন অযোগ্য অপরাধ)। দোষী সাব্যস্তে ২ বছরের জেল/ ২ লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে। [ধারা ১৭(ক)- পঃবঃ অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ (সংশোধিত) আইন, ১৯৯৩]

☞ উক্ত আইন জলাজমি বা নীচু জমি যেখানে বছরে ছয় মাসের অধিক জল থাকে তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

☞ কোনো বড় জলাশয়কে কৃত্রিমভাবে বাঁধ দিয়ে পাঁচ কাঠা বা তার চেয়ে ছোটো মাপের জলাশয়ে পরিণত করা যাবে না।

☞ জলাশয়টি কেবলমাত্র মাছ চাষের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

☞ কোনো ব্যক্তি/ ব্যক্তিগণ যদি আইন ভঙ্গ করে জলাশয় ভরাট করেন বা করার প্রয়াস করেন তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন [ধারা ২(১) পঃবঃ অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ আইন, ১৯৮৪-তে বর্ণীত] যেমন :

- ❖ পৌর এলাকায় পৌরসভার নির্বাহী আধিকারিক
- ❖ পঞ্চায়েত এলাকায় সংশ্লিষ্ট ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক।
- ❖ কোলকাতা/ হাওড়া পৌরনিগম এলাকায় পৌর কমিশনার
- ❖ শিলিগুড়ি/ দুর্গাপুর/ আসানসোল/ চন্দননগর পৌর নিগম এলাকায় সংশ্লিষ্ট পৌরনিগমের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক।
- ❖ সমগ্র জেলার ক্ষেত্রে জেলা মীন ভবনের সহ মৎস্য অধিকর্তা।

❖ জলাশয় ভরাটকারী নিজ ব্যয়ে জলাশয়টি সংস্কার করে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন।

অথবা

❖ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সংস্কার করে দিলে সমস্ত ব্যয় ভরাটকারী মালিককেই বহন করতে হবে।

❖ সংস্কারের পর কর্তৃপক্ষ উক্ত জলাশয়টিতে মাছ চাষের জন্য মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠীকে মৎস্যচাষের জন্য ১০ বছরের ইজারা দেবেন।

✓ সবশেষে আইন ভঙ্গকারীর/ ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ [ধারা ১৭(ক)- পঃবঃ অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ (সংশোধিত) আইন, ১৯৯৩ অনুযায়ী] ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

উক্ত আইন ও নিয়মাবলীর উদ্দেশ্য হল মৎস্যচাষীদের উন্নয়ন, মৎস্যচাষের সম্প্রসারণ, জলাশয় ও জলাভূমির সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা ও মৎস্যচাষের উপযোগী সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও সংরক্ষণ।

জলাভূমি সংরক্ষণ সংক্রান্ত

কোনো জায়গায় “জলা” বা “নিচু জমিতে” যদি কৃত্রিমভাবে বা প্রাকৃতিক কারণে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে জল জমে থাকে এবং সেই জল বদ্ধ বা প্রবাহিত হয়, এমনকি তা স্বচ্ছ বা জলজ উদ্ভিদ পূর্ণও হতে পারে (শ্যাওলা, ঘাস, শন, কচুরিপানা, শাপলা, শোলা ইত্যাদি)

অথবা

যদি কোনো নীচু জায়গায় সমুদ্রের জল এসে সাময়িকভাবে জমে থাকে (ভাঁটার সময় যার গভীরতা ৬ মিটার (২০ ফুট) ছাড়ায় না) সেই রূপ জমিকে আমরা জলাভূমি বলতে পারি।

নীচু জমি, কৃষি জমি বা অন্য যে কোনো জমিই যদি জলাভূমির এই সংজ্ঞার আওতায় আসে, তবে আইনের পরিভাষায় সে জমি জলাভূমি। মানব সভ্যতার বিকাশের স্বার্থে তাকে কোনোভাবেই বোজানো যাবে না।

জলাভূমি সংরক্ষণ কেন জরুরী

১) জলাভূমি বাতাসে বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করে। জলে ভাসমান ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উদ্ভিদ্ এই অক্সিজেন দেয়।

২) জলাভূমি বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। জলাভূমি বোজালে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বাড়ে। “Global Warming” এর বিরুদ্ধে জলাভূমি অন্যতম প্রতিকার।

৩) ভূপৃষ্ঠের জল ভূগর্ভস্থ জলকে পুষ্ট করে। মাটির তলার অবলুপ্তমান জলের স্তরকে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

৪) জলাভূমি বিভিন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী নিকাশিত দূষিত জলকে শোধন করে।

৫) জলাভূমি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকার আধার।

৬) গ্রামের দৈনন্দিন জলের চাহিদা যোগায়। গ্রামে আগুন লাগলে তা নেভানোর কাজে লাগে।

৭) জলাভূমি অসংখ্য জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রাকৃতিক বিচরণক্ষেত্র। জলাভূমি প্রাকৃতিক এই জীব বৈচিত্র্যকে রক্ষা করে।

৮) পরিবেশ মনোরম করে ও আবহাওয়া সুখকর করে।

৯) ইকো-ট্যুরিজমের মাধ্যমে এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে।

এই সকল কারণের জন্য, মৎস্য দপ্তর বিগত ১৯৮৭ সাল থেকে ১লা আষাঢ় দিনটি "জলাভূমি দিবস" হিসাবে ঘোষণা করে। এই দিনটিতে রাজ্যের প্রতিটি স্তরে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জলাভূমি সংরক্ষণের গুরুত্ব, জলাশয়ে মাছছাড়া, বৃক্ষরোপন ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়।

মাছ ধরায় বিধি

☞ খাল, বিল, ক্যানেল বা নদী থেকে ১২ মিলিমিটার বা তার কম ফাঁসযুক্ত জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ [ধারা ৪৬(ক)- পঃবঃ অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ (সংশোধিত) আইন, ১৯৯৮]

☞ উক্ত জলাশয় থেকে ১৫ই জুন থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৫ মিলিমিটার বা তার কম ফাঁসযুক্ত জাল ব্যবহার নিষিদ্ধ [ধারা ৪৬(খ)- পঃবঃ অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ (সংশোধিত) আইন, ১৯৯৮]

কৃত্রিম প্রজনন, ডিমপোনা উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত

☞ কোন ব্যক্তি/ গোষ্ঠী গবেষণার প্রয়োজন ছাড়া অপরিণত (কম পক্ষে দেড় বছর বয়স বা এক কেজির কম ওজন বা ৩৫ সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের) মাছের ভারতীয় প্রধান জাতীয় কার্পের (IMC) প্রজনন করাতে পারবেন না [ধারা ৯৮- পঃবঃ অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ (সংশোধিত) আইন, ১৯৯৮]

☞ ৫০ অথবা ১০০ মিলিলিটার আয়তনের ভিন্ন অপর কোন আয়তনের বাটির দ্বারা ডিমপোনা পরিমাপ/ বিক্রয় করা যাবে না [ধারা ৪- পঃবঃ অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ (সংশোধিত) আইন, ১৯৯৮]

বিপণন ও উৎপাদন লাইসেন্স সংক্রান্ত

☞ মৎস্য দপ্তরের লাইসেন্স ছাড়া শহরাঞ্চলে পাইকারী ভাবে মাছের আমদানি ও বিক্রয় আইনতঃ দণ্ডনীয় [অনুচ্ছেদ ৯৬- লাইসেন্সিং অর্ডার, ১৯৯৫]

☞ মিষ্টি জলের ক্ষেত্রে ৫ হেক্টর (অর্থাৎ ৩৭.৫ বিঘা) অধিক পরিমাপের জলাশয়ে মাছচাষ করলে মৎস্য দপ্তর থেকে মৎস্যচাষীর উৎপাদক লাইসেন্স গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক [অনুচ্ছেদ ৯৪- লাইসেন্সিং অর্ডার, ১৯৯৫]

❖ **লাইসেন্সের হার**

➢ মিষ্টি জলে মাছ চাষের ক্ষেত্রে- একর প্রতি ৫০/- টাকা লাইসেন্স ফী

➢ ময়লা জলে মাছ চাষের ক্ষেত্রে- একর প্রতি ৫০/- টাকা লাইসেন্স ফী

➢ নোনা জলে মাছ চাষের ক্ষেত্রে (৫ একর পর্যন্ত)- একর প্রতি ৫০/- টাকা লাইসেন্স ফী

➢ নোনা জলে মাছ চাষের ক্ষেত্রে (৫ একরের উর্ধ্বে)- একর প্রতি ২০০/- টাকা লাইসেন্স ফী

➢ প্রাপ্ত লাইসেন্স প্রতি বছর নভেম্বর মাসে নবীকরণ করতে হবে; অন্যথায় ৫০/- টাকা হারে জরিমানা ধার্য হবে।

➢ অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন (১৯৫৫) অনুযায়ী বিনা লাইসেন্সে মৎস্যচাষ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ক্ষেত্রে জামিন অযোগ্য জেল/জরিমানা হতে পারে।

- ❖ মাছ সংরক্ষণের প্রশ্নে কোন অস্বাস্থ্যকর ঔষধ বা রাসায়নিক ব্যবহার বা রঙ প্রয়োগ অথবা উপযুক্ত পরিমাণের থেকে কম পরিমাণ বরফ দিয়ে মাছ সংরক্ষণ করা শাস্তি যোগ্য অপরাধ [ধারা ৫(গ)- পঃবঃ অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষ (সংশোধিত) আইন, ২০০৮]

ইলিশ মাছ শিকার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৩ এবং পঃবঃ মৎস্যচাষ (সংশোধিত) আইন, ২০০৮

- ✓ ৫০০ গ্রামের কম ওজনের ইলিশ মাছ শিকার, মজুতকরণ ও ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ।
- ✓ ২৩ সেন্টিমিটারের কম মাপের ইলিশ মাছ পরিবহণ, মজুতকরণ ও ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ।
- ✓ ইলিশ মাছের নিরাপদ প্রজননের জন্য ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৪শে অক্টোবর পর্যন্ত তথা পূর্ণিমার ৫ দিন আগে/ পরে ইলিশ মাছ ধরা নিষিদ্ধ।
- ✓ ইলিশ মাছ ধরার জালের ফাঁস ন্যুনতম ৯০ মিলিমিটার বা তার বেশি হওয়া আবশ্যক।
- ✓ আইন ভঙ্গকারীর জাল, মাছ অন্যান্য সরঞ্জাম সবই বাজেয়াপ্ত করা হবে।

মৎস্যচাষ সংক্রান্ত অন্যান্য নিয়মাবলী

- ✓ সংরক্ষণ ও বংশবিস্তার সম্পর্কিত আদেশ যেমন আফ্রিকান মাগুর বা বিগহেড মাছ চাষ ক্ষতিকর বলে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
- ✓ বিষ বা বিস্ফোরক দিয়ে মাছের ক্ষতি করলে শাস্তিবিধান।
- ✓ জল দূষণে মাছের মড়ক বন্ধ করার জন্য আদেশ দেওয়া।
- ✓ প্রজননক্ষম মাছের ব্যবস্থাপনা।
- ✓ বহু শরিকী পুকুর মাছ চাষ ঠিকমতো না হলে সেই সব পুকুর অধিগ্রহণ।
- ✓ ময়লা জলের নিকাশে নিয়ন্ত্রণ।
- ✓ মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠীকে দিয়ে সমষ্টিগতভাবে মৎস্য চাষ।

নোনাজলে বাগদা চিংড়ির চাষ সংক্রান্ত সরকারী বিধি নিষেধ

পরিবেশ রক্ষা ও দূষণ প্রতিরোধের জন্য সরকারী যে সব নির্দেশাবলী রয়েছে সেগুলি হলঃ

- ✓ কৃষি জমি বাগদা চাষের জন্য ব্যবহার করা অনুচিত।
- ✓ উপকূল বন কেটে বাগদা চাষ করা অনুচিত।
- ✓ নিবিড় বা অতি নিবিড় বাগদা চাষে উৎসাহ দেওয়া হবে না।
- ✓ পরিবেশের উপর প্রভাব নিরীক্ষণ করে বাগদা চাষের এলাকা সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে।
- ✓ ৪০ হেক্টরের উপর জলাভূমিতে বাগদা চাষ করতে হলে পরিবেশের ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা প্রকল্পের সাথে দিতে হবে।
- ✓ বাগদা চাষ নতুন করে করতে হলে রাজ্য পরিবেশ দূষণ বোর্ডের আপত্তি নেই এই মর্মে শংসাপত্র নিতে হবে।
- ✓ দুটি খামারের মধ্যে ৫০ থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত দূরত্ব রেখে চাষ করতে হবে।

- ✓ রাসায়নিক পদার্থ কীটনাশক এবং জীবাণুনাশক রাসায়নিক সারের প্রয়োগ করা উচিৎ নয়।
- ✓ খাঁড়ি থেকে যথেচ্ছভাবে বাগদার চারা তোলা উচিৎ নয়।
- ✓ প্রতিদিন জল পাল্টানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ✓ প্রতিটি খামারে নিজস্ব জলনিকাশী ব্যবস্থা রাখতে হবে। ব্যবহার করা জল পরিশুদ্ধ করে বাইরে ছাড়তে হবে।
- ✓ এই জল কোন নালা বা অন্য কোন বাগদার খামারে যাতে যেতে না পারে, তা দেখতে হবে।
- ✓ বাগদা চাষের লাইসেন্স দেওয়ার আগে এই নির্দেশাবলী প্রযোজ্য হবে।
- ✓ বাগদাকে শুকনো খাবার পরীক্ষা করে দেওয়া দরকার।

আইন অমান্য রুখতে তথা অভিযোগ জানাতে যোগাযোগ করুন

অভিযোগ জানাতে হলে	পঞ্চায়েত এলাকায়	বি. ডি. ও
	পৌর এলাকায়	নির্বাহী আধিকারিক
	পৌর নিগম এলাকায় কমিশনার	মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক/পৌর
	জেলার ক্ষেত্রে	সহ মৎস্য অধিকর্তা
লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য	ব্লক মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক/ জেলা মীন ভবনের সহ মৎস্য অধিকর্তা	

মৎস্য দপ্তরের অধীনস্থ মৎস্য ফার্ম

১.	মৎস্য ফার্মের নাম ও অবস্থান	জলাশয়ের পরিমাণ
	কল্যাণী ফার্ম, নদীয়া	৪৭.১১২ হেক্টর
২.	জুনপুট-টেকনোলজিকাল স্টেশন, মেদিনীপুর	৪০.৭ হেক্টর
৩.	বড় সাগরদিঘী ফার্ম, মালদা	৮০.২০ হেক্টর

মৎস্যদপ্তরে যোগাযোগের ঠিকানা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বেনফিশ টাওয়ার, (৭ম ও ৮ম তলা), ৩১- জি.এন ব্লক

সেক্টর — ৫, সল্টলেক, কোলকাতা — ৭০০০৯১

ফোন — ০৩৩-২৩৫৭ ০০৭৭

ফ্যাক্স -০৩৩-২৩৫৭ ০০৭২

ইমেল- dsfisheries@gmail*f*com

মৎস্যচাষ সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা, স্থায়ী সমিতির ভূমিকা

- জনসাধারনের সচেতনতা বাড়াতে কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং এ ব্যাপারে মৎস্য দপ্তরের নেওয়া কর্মসূচীগুলিতে অংশগ্রহণ করা।
- এলাকার জল সম্পদের তথ্যভান্ডার তৈরীতে উদ্যোগ নেওয়া এবং তা হাল নাগাদের ব্যবস্থা।
- স্থানীয় কোনো সম্ভাবনা থাকলে তা আধিকারিকদের গোচরে আনা।
- এলাকার মৎস্যচাষে উদ্যোগীদের চিহ্নিত করতে বিশেষ ভূমিকা নেওয়া।
- প্রশিক্ষণে যাতে চাষীরা অংশ নিতে পারেন সে বিষয়ে সদস্যরা দায়িত্ব নিয়ে খোঁজ খবর দেবেন।
- প্রকল্পের সঠিক উদ্যোগী নির্বাচন এবং প্রকল্পের সহায়তা পেয়ে সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা দেখা।

মৎস্য চাষ সংক্রান্ত বিষয়গুলি মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতিতে বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের অন্তর্গত। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী সমিতির সদস্যদের যথাযথ দায়িত্ব পালন করা দরকার।

এলাকায় মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটিয়ে কর্ম সংস্থান তথা মানুষের আয় উপার্জন বৃদ্ধি করা মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির অন্যতম লক্ষ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য দপ্তরের সকল কর্মসূচীর উদ্দেশ্যগুলি একবার দেখে নেওয়া যাক :

- ✓ সকল জলাশয়কে মৎস্যচাষের আওতায় নিয়ে আসা
- ✓ মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা
- ✓ গ্রামীণ বিকাশ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা
- ✓ দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়ন ঘটানো
- ✓ জলসম্পদ রক্ষা ও সেই সম্পদের সংস্কার ও উন্নয়ন
- ✓ জলাশয় সংরক্ষণ বিষয়ে মানুষের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়িয়ে তোলা প্রতি বছর ১লা আষাঢ় দিনটিকে "জলাভূমি দিবস" হিসাবে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে পালন করা।
- ✓ জীব বৈচিত্র্য বজায় রাখা
- ✓ প্রাকৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন ঘটানো

অপরদিকে পঞ্চায়েতের মূল উদ্দেশ্যগুলি হল :

- ❖ গ্রামীণ উন্নয়ন ও সামাজিক কর্মসূচীতে মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- ❖ সমবেত আলোচনার মাধ্যমে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও অগ্রাধিকার চিহ্নিতকরণ
- ❖ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্য কাজের স্বচ্ছতা বজায় রাখা

মৎস্য দপ্তরের এবং পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে যার বিবরণ নীচে দেওয়া হল :

দায়িত্ব	**কাজ**	**স্থায়ী সমিতির যা করণীয়**
১) মৎস্যচাষীদের দক্ষতা বাড়ানো	☞ মৎস্যচাষ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন	✓ মৎস্য দপ্তরের সাহায্যে গ্রাম স্তরে /ব্লক স্তরে মৎস্যচাষ প্রশিক্ষণের

	☞ জল/ মাটি পরীক্ষার পরিষেবা ☞ মৎস্যচাষীদের নিয়ে আলোচনা চক্রের আয়োজন ☞ মৎস্যচাষের প্রদর্শনী আয়োজন ও মৎস্যচাষীদের তা দেখিয়ে উদ্বুদ্ধ করা	আয়োজন ✓ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতির সহায়তায় মৎস্যচাষীদের চাহিদা নির্ণয়, অগ্রাধিকাব চিহ্নিত করে তালিকাভুক্তিকরণ ✓ মাছচাষের জল/ মাটি পরীক্ষা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করতে প্রচারাভিযান
২) মৎস্যজীবীদের সামাজিক সহায়তা প্রদান	☞ দরিদ্র মৎস্যজীবীদের বাসগৃহ নির্মাণ; মৎস্যজীবী পল্লীগামী রাস্তা নির্মাণ; মৎস্যজীবীদের জন্য মিলনগৃহ (কম্যুনিটি হল) নির্মাণ ☞ মৎস্যজীবী পল্লীতে ও মাছবাজারে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার নির্মাণ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা করা ☞ মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার সরঞ্জাম সরবরাহ ☞ মৎস্যজীবীদের জন্য বীমা করণ ☞ মৎস্যজীবীদের বার্ধক্যভাতা প্রদান ☞ মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুরক্ষায় বৃহৎ জলাধার/ নদীতে মাছের পোনা ছাড়া/ মৎস্য সঞ্চার ☞ মাছ বিক্রয়ের জন্য উন্নত মানের সরঞ্জাম/ ইন্সুলেটেড বাক্স/ সাইকেল/ যান বিতরণ	✓ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট উপসমিতির সহায়তায় দরিদ্র মৎস্যজীবীদের চিহ্নিতকরণ করে তাদের পরিচয়পত্র প্রদান ✓ আর্থিক অবস্থা ও প্রয়োজন সাপেক্ষে মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুতি ✓ প্রাপ্ত প্রকল্প বরাদ্দ অনুযায়ী উপভোক্তা নির্বাচন ✓ মাছ ধরা ও জলাশয় সংরক্ষণ বিষয়ে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
৩) মাছের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি	☞ মৎস্যচাষীদের বিজ্ঞান সম্মত মাছচাষের ফলন সম্পর্কে অবহিত করা এবং আগ্রহী করে তোলা ☞ প্রতিটি পুকুরকে মাছচাষের আওতায় নিয়ে আসা	✓ গ্রাম পঞ্চায়েত, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে ধারাবাহিক প্রচার অব্যাহত রাখা ✓ পতিত/ অর্ধপতিত পুকুরের মালিকদের সঙ্গে আলোচনা করে মাছচাষে অন্তর্ভুক্ত করা

	☞ মাছচাষে উৎসাহী মৎস্যচাষীদের ব্যঙ্কঋণ পেতে সাহায্য করা ও প্রকল্প সহায়তা প্রদান করা	✓ প্রকল্প বরাদ্দ/ লক্ষ মাত্রা অনুযায়ী মৎস্যচাষী উপভোক্তার তালিকা প্রস্তুত করা
	☞ মৎস্যচাষীদের সমস্যা দূরীকরণে দ্রুত কার্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করা	✓ প্রশাসনিকভাবে মৎস্যচাষীর সমস্যা নিরসনে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা
	☞ নতুন/ উৎপাদন ভিত্তিক মাছচাষ প্রকল্পের প্রস্তাব পাঠানো	স্থানীয় মৎস্য ও জলসম্পদকে বিবেচনায় রেখে নতুন/ সৃজনশীল প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করা পাঠানো
৪) মৎস্যজীবীদের পরিকাঠামোগত সহায়তা প্রদান	☞ মাছের বাজারের মানোন্নয়ন ☞ মাছের আহরণে ও বিপণনে উন্নত সরঞ্জাম প্রদান ও প্রশিক্ষণ আয়োজন ☞ সকল সরকারি জলাশয়গুলিকে চিহ্নিত করে মৎস্যচাষের জন্য লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ☞ এলাকার মজে যাওয়া জলাশয়গুলিকে সংস্কার করে দেওয়া ☞ সার তৈরির সুবিধার্থে পুকুর পাড়ে কম্পোষ্ট সারের গর্ত কেটে দেওয়া	✓ এলাকায় অবস্থিত সকল জলাশয়েব তথ্যভান্ডার তৈরী রাখা ✓ MGNERGS প্রকল্পে মজা ✓ পুকুরগুলিকে সংস্কার করা তথা নতুন পুকুর কাটার প্রস্তাব তৈরী করা ✓ এলাকার সৃষ্ট জলসম্পদগুলিকে কাজে লাগিয়ে উপবিধি তৈরি করে নিজস্ব তহবিলের সংস্থান বাড়ানো ও তার থেকে পরবর্তী সংস্কারের কাজের আর্থিক সংস্থান তৈরী রাখা
৫) পরিকল্পনা ও বাজেট তৈরী	☞ প্রত্যেক মেয়াদের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচনা ও তার থেকে প্রত্যেক বছরের জন্য বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী একটি বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ☞ প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য নির্দিষ্ট খাত ধরে স্থায়ী সমিতি বাজেট তৈরী	✓ গ্রাম সংসদ থেকে উঠে আসা চাহিদা, গ্রাম পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট উপসমিতি এবং স্থায়ী সমিতির সদস্যদের মতামতকে যুক্ত করে এলাকার মৎস্যচাষের সম্প্রসারণ মৎস্যজীবীদের দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক পঞ্চায়েত মেয়াদকালের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রস্তুত করা ✓ উক্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য

		বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী চাহিদার অগ্রাধিকার ভিত্তিতে একটি বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করা
.		✓ প্রত্যেক আর্থিক বছরের জন্য অর্থ স্থায়ী সমিতি নির্ধারিত বরাদ্দ অনুযায়ী বাজেট প্রস্তুত করা
৬) প্রকল্পের দ্রুত ও সুষ্ঠু রূপায়নে ভূমিকা	☞ পঞ্চায়েত সমিতি/ জেলা পরিষদ নির্ধারিত অর্থমূল্যের কাজ সরাসরি রূপায়ণ	✓ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ
	☞ কাজটি সম্পন্ন হলে শংসাপত্র নেওয়া ও সম্পত্তি রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্তি	✓ রূপায়িত প্রকল্পের প্রতিবেদন তৈরী ও পেশ
৭) রূপায়িত প্রকল্পে তদারকি	☞ রূপায়িত প্রকল্পগুলি নিয়মিত পরিদর্শন	✓ স্থায়ী সমিতির কাজ পরিদর্শনের জন্য টিম গঠন করা ও সুচী তৈরী করা
ও মূল্যায়ণ	☞ রূপায়িত প্রকল্পগুলি কার্যকারিতা করা রূপায়িত প্রকল্পগুলি সামাজিক নিরীক্ষার মাধ্যমে কার্যকারিতা বিচার	✓ পরিদর্শন প্রতিবেদন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ
		✓ সামাজিক নিরীক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রাপ্ত অভিযোগ/ পরামর্শ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ
৮) উৎসাহবর্ধক ব্যবস্থা গ্রহণ	☞ মৎস্যচাষীদের পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান	✓ প্রদর্শনী হাট/ মেলার আয়োজন ও শ্রেষ্ঠ মৎস্যচাষীদের পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান
	☞ ১লা আষাঢ় দিনটি বিভিন্ন উৎসাহবর্ধক কর্মসূচীর মাধ্যমে বিশেষভাবে পালন	✓ উক্ত মেলা সমাবেশের মাধ্যমে মৎস্যজীবী গোষ্ঠী/ সমবায়গুলির সাথে নিবিড় সংযোগ স্থাপন
.		✓ "জলাভূমি সংরক্ষণ দিবস" সুচিন্তিত কর্মসূচীর মাধ্যমে মানুষের কাছে জলাভূমি সংরক্ষণ ও তার সাথে মৎস্যচাষের গুরুত্বকে তুলে ধরা
.		✓ এলাকার ভালো কাজের দৃষ্টান্তগুলি সাফল্য কাহিনী সহ ক্যামেরা বন্দি করে অন্য জায়গায় তা প্রচার করে অনুরূপ ফল সুনিশ্চিত করা

মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ বিশেষ জরুরী। উৎসাহী যুবক-যুবতীরা নিজ উদ্যোগে ব্লকের মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। জলাভূমিগুলি রক্ষা, জলাভূমি সংস্কার, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজে পঞ্চায়েত সমস্ত গ্রামবাসীকে উৎসাহী করে তুলবেন। জলাভূমিকে পতিত ফেলে না রেখে মৎস্যচাষের উদ্যোগ নিলে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে।

প্রাণীসম্পদ বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ

প্রাণীসম্পদ দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ নীতি

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কাজ, প্রকল্প ও কর্মসূচী

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পরিকাঠামো

প্রাণীপালনে সহায়ক সরকারপুষ্ট সংস্থা

প্রাণীপালন বিকাশে সরকারী ফার্ম

প্রাণীসম্পদ সংক্রান্ত কয়েকটি আইন

প্রাণীসম্পদ সংক্রান্ত প্রকল্পে ঋণপ্রদানকারী সংস্থা ও ঋণ পাওয়ার শর্ত

প্রাণী সম্পদ বিকাশ এবং দোহ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কাজ

অধ্যায় ৩

প্রাণী সম্পদ বিকাশ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে চাষাবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণীপালন করে বহু মানুষ জীবিকা অর্জন করে থাকেন। মূল জীবিকার সঙ্গে অনেকেই প্রাণী পালনকে মূল আয়ের পরিপূরক উৎস হিসাবে বেছে নিয়েছেন। অন্যদিকে, প্রাণী পালনকে মূল উদ্যোগ হিসাবে দাঁড় করাতে অনেক যুবক যুবতীই বিশেষভাবে এগিয়ে এসেছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুধ, ডিম, মাংসের চাহিদাও রাজ্যে বাড়বে। ফলে প্রাণী পালনকে কেন্দ্র করে নানা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়ছে। পরিকল্পিতভাবে প্রাণীপালন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উদ্যোগগুলিকে স্থায়ী করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এক কথায়, প্রাণী সম্পদ বিভাগের প্রধান কাজ হল বিভিন্ন প্রাণীর উৎপাদন ক্ষমতা ও দ্রব্য সামগ্রী যথা দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তৎসহ প্রাণী পালনকে প্রযুক্তির মাধ্যমে অর্থ উৎপাদনের অন্যতম মাধ্যমরূপে বিশেষ শক্তিশালী করে তোলা। প্রাণী পালন এবং দুগ্ধজাত সামগ্রীরত উৎপাদন ইত্যাদি সংক্রান্ত যে বিষয়গুলিকে প্রাণী সম্পদ দপ্তরের বিশেষ বিবেচনায় রাখা হচ্ছে তা নীচে বর্ণিত হল

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নীতি

প্রাণী সম্পদ ও প্রাণী স্বাস্থ্য বিষয়ক

- উৎপাদন বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে রাজ্যের জলবায়ুর পরিস্থিতিতে সহনশীল অথচ বেশী উৎপাদনে সক্ষম প্রজাতির পালনে উৎসাহ দেওয়া
- উন্নত মুড়া প্রজাতির মোষের প্রজনন ফার্ম স্থাপন
- পালনকারীর কাছে এইসব প্রজাতিকে সহজলভ্য করে তোলা
- প্রাণী পালনে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবস্থা পালনকারীদের মধ্যে জনপ্রিয় করা
- প্রাণীদের ক্ষেত্রে অপরিণত মৃত্যু হার কমিয়ে আনার জন্য প্রতিরোধক ব্যবস্থা প্রাণী পালনকারীদের কাছে সহজলভ্য করে তোলা
- বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী সংরক্ষণ এবং তাদের সংখ্যা বাড়ানো
- ডিম উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা আনতে West Bengal Incentive Scheme 2017 for Commercial layer Poultry Farm and Poultry breeding farm এর প্রবর্তন

- প্রাণী রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং নিরীক্ষার ব্যবস্থা
- উন্নত পশুখাদ্যের ওপর ঝোঁক বাড়ানো, পশুখাদ্যের চারা বিতরণ
- প্রাণী পালনে যত্ন এবং পুষ্টিকর খাবারের বিষয় প্রাণীপালককে সচেতন করা
- প্রাণী চিকিৎসাকে প্রাণীপালকের কাছে সহজলভ্য করে তোলা
- প্রাণী স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ
- State Animal Health Centre কে Veterinary Polyclinics-এ পরিণত করা
- PPR দূরীকরণ এবং FMD, HS, BQ, Anthras, RD Flwe Pox, DP, Swine Fever এর প্রতিষেধক ব্যবস্থা চালু করা
- কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীগুলিকে BSL II/III-তে উন্নীত করা এবং CMP এবং GLP introduce করা
- প্রাণী বিকাশ দপ্তরের সুসংগঠিত ও দ্রুত কাজ রূপায়নের জন্য বৈদ্যুতিন প্রশাসন (e-govornance) এর প্রচলন করা হয়েছে
- BLDO-র থেকে SMS-এর মাধ্যমে প্রতি সপ্তাহের শেষে সাপ্তাহিক রিপোর্ট পেশ প্রচলন করা
- প্রাণী নিবন্ধীকরণ, AI (Artificial insemination) কর্মীদের নিবন্ধীকরণ, প্রাণী স্বাস্থ্য বীমার বন্দোবস্তে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা চালু করা। ।

দোহ উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে যে বিষয়গুলি বিবেচনা করা হয়েছে সেগুলি হল

- গবাদি প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষা।
- দুধের উৎপাদন বাড়ানো ও মান উন্নত করা।
- গবাদি প্রাণী জাত বিভিন্ন সামগ্রীর প্রক্রিয়াকরণ ও বিপননের ব্যবস্থার সম্প্রসারণ।
- ডেয়ারী ফার্মগুলি উন্নত করা।
- দুগ্ধ আহরণের জন্য আধুনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিকাঠামো তৈরী।
- দুগ্ধজাত সামগ্রী তৈরী, বৈচিত্র্য আনা এবং সার্বিক ভাবে তা ক্রেতার কাছে পৌঁছে দেওয়া।
- দুগ্ধ সমবায়গুলির উন্নয়ন।
- দুগ্ধ সমবায় ও ডেয়ারী ফার্মগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন।
- খামারী ও বেকার যুবক ও যুবতীদের অর্থোপার্জনের সামর্থ্য সৃষ্টি।
- ডিমের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য বাণিজ্যিকভাবে ফার্ম তৈরীতে সহায়তা প্রদান।
- হরিণঘাটা, শালবনী এবং বেলডাঙ্গাতে হিমায়িত গোবীজ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন

- ভ্রাম্যমাণ প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা।
- হরিণঘাটায় Pork processing কেন্দ্র স্থাপন।
- গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারগুলির আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাগল, ভেড়া বিতরণ এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
- দুগ্ধ সমবায় এবং ডেয়ারীর মাধ্যমে দুধ সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণের কাজটি উন্নত এবং ত্বরান্বিত করা
- কাজকর্ম দ্রুত ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে বৈদ্যুতিন ব্যবস্থাপনা (e-management) চালু করা

প্রাণীপালন বিকাশ দপ্তরের কাজ, প্রকল্প ও কর্মসূচী

আমাদের সংবিধানে "প্রাণী পালন" বিষয়টিকে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় হিসাবে ধরা হয়েছে। প্রাণী পালনের উদ্দেশ্যগুলি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাজ্যে একটি পৃথক বিভাগীয় দপ্তরের স্থাপন হয়েছে যার নাম প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর। প্রাণী পালন বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচী রচনা ও তার রূপায়নের স্বার্থে এই দপ্তরের গঠন হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের "পশুপালন, দুগ্ধ উৎপাদন ও মৎস্য" দপ্তর রাজ্যের এই দপ্তরটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা দিয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের কার্যভার সারসংক্ষেপে নীচে তুলে ধরা হল

- বিভিন্ন প্রজাতির পশু পাখির মানোন্নয়ন করা
- পশু চিকিৎসা পরিষেবা সম্প্রসারিত করা
- প্রতিষেধক তৈরী করা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ করা
- সবুজ, শুকনো ও দানা জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা
- প্রাণী পালনে দক্ষতা বৃদ্ধি করা
- প্রাণী পালনে পরিষেবা সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন ও সমবায় তৈরী করা
- বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও প্রণয়ন
- পশু ও প্রাণীজাত দ্রব্যের সংরক্ষণ ও বিপণন-এর ব্যবস্থা করা
- প্রাণীপালনে সকলকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আগ্রহী করে তোলা ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের দ্বারা স্বনিযুক্তির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করা

প্রতি পাঁচ বছর ব্যবধানে একবার প্রাণী সুমারি করে তার প্রতিবেদন প্রকাশ ও প্রাণী সমীক্ষা করা

দপ্তরের অন্তর্গত বিভিন্ন কর্মসূচিগুলি বিস্তারিতভাবে নীচের সারণীতে তুলে ধরা হল

বিভিন্ন প্রজাতির পশু পাখির মানোন্নয়ন

প্রকল্প :

- NPCBB প্রকল্প
- বিশেষ গো-সম্পদ অভিযান প্রকল্প

কর্মসূচী :

- কৃত্রিম প্রজনন, প্রাণী সনাক্তকরণ, বীমাকরণ, বিজ্ঞানভিত্তিক পালন, দুধ দোহন, সুপার ওভুলেশন ও এম্ব্রায়ো প্রতিস্থাপন, পশু খামার তৈরী

প্রকল্প :

- ছাগল, ভেড়া, শূকর ইত্যাদি ছোট প্রাণী উন্নয়ন প্রকল্প/ IDSRS

কর্মসূচী :

- পরিবারভিত্তিক প্রকল্পে পুরুষ ভেড়া/পাঁঠা, শূকর বিতরণ
- অঞ্চলভিত্তিক প্রাণীদের মধ্যে বিনিময়
- ছাগল, ভেড়া, খরগোশ পালন, পশু ও পক্ষী ফার্ম স্থাপন

প্রকল্প :

- মুরগী ও হাঁস প্রজাতির উন্নয়ন প্রকল্প
- ব্যাকইয়ার্ড মুরগী উন্নয়ন প্রকল্প

কর্মসূচী :

- মুরগী ও হাঁস বিতরণ কর্মসূচী — ১ লক্ষ স্বনির্ভর মহিলাদের মধ্যে ১০ লক্ষ বাচ্চা বিতরণ
- অঞ্চলভিত্তিক পাখীদের মধ্যে বিনিময়
- কেন্দ্রীয় সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পে মুরগী/ হাঁস খামারের উন্নয়ন

  পশু ও পক্ষী ফার্ম স্থাপন

প্রকল্প :

- পশ্চিমবঙ্গে হাঁস ও মুরগী উন্নয়ন প্রকল্প

কর্মসূচী :

- বাণিজ্যিক ডিম পাড়া হাঁস/ মুরগী পালন খামার এবং হাঁস/ মুরগী প্রজনন খামারের জন্য ওয়েস্টবেঙ্গল ইনসেনটিভ স্কীম, ২০১৭ নামে একটি আর্থিক উৎসাহ প্রদানকারী প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে বাণিজ্যিক হাঁস/ মুরগী পালনের ক্ষেত্রে মুলধনী অনুদানসহ মেয়াদী ঋণের সুদের ওপর অনুদান, বৈদ্যুতিক শুল্কে ছাড়, বৈদ্যুতিক মাশুলে অনুদান এবং জমি সংক্রান্ত স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি এর ওপরও অনুদান দেওয়া হচ্ছে।

প্রকল্প :

- ছাগল ও ভেড়া উন্নয়ন প্রকল্প

কর্মসূচী :

- এতে ছাগল ও ভেড়া বিতরণ (৪টি স্ত্রী ও ১টি পুরুষ) এর প্রকল্প রূপায়ণ করা হচ্ছে।

প্রকল্প :

- স্টেট অ্যাকশন প্ল্যান ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ুর পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রকল্প

কর্মসূচী :

- গবাদি প্রাণীদের তাপদাহ থেকে বাঁচানো এবং তাপদাহের কারণে দুধ উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার ঘটনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে গরুর যত্ন ও গোয়ালঘরের নবীকরণ।

প্রকল্প :

- বিভিন্ন প্রজাতির পশু ও পাখির মনোনয়ন প্রকল্প

কর্মসূচী :

- জাতীয় গো সম্পদ প্রজনন প্রকল্প, বিশেষ গোসম্পদ অভিযান প্রকল্প, রোমন্থক প্রাণী ও খরগোশের সুসংহত উন্নয়ন প্রকল্প, বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী সংরক্ষণ প্রকল্প, ছাগল, ভেড়া, শূকর ইত্যাদি ছোটো প্রাণী উন্নয়ন প্রকল্প, মুরগী ও হাঁস প্রজাতির উন্নয়ন এবং বিতরণ কর্মসূচী, ব্যাকইয়ার্ড মুরগীর উন্নয়ন প্রকল্প।

পশু চিকিৎসা পরিষেবা সম্প্রসারিত করা

প্রকল্প :

- প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্র গঠন ও প্রাণী স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন।

কর্মসূচী :

- প্রাণী টীকাকরণ কর্মসূচী
- প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বছরে ন্যুনতম ২টি প্রাণী স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত করা
- প্রাণীর টীকাকরণ করা
- ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা

প্রকল্প :

- প্রাণী চিকিৎসা ও প্রাণী রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প
- প্রাণী স্বাস্থ্য শিবির ও টীকাকরণ কর্মসূচী
- NPRE - রিন্ডার পেস্ট দূরীকরণ প্রকল্প
- AICRP - সর্বভারতীয় সমন্বিত গবেষণা প্রকল্প

- ASCAD - কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্যপুষ্ট প্রাণী রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প
- RDDL - আঞ্চলিক রোগ নির্ণয় গবেষণাগার
- বার্ড ফ্লু/ অ্যানথ্রাক্স নিয়ন্ত্রণ ও নিবারণ প্রকল্প
- প্রাণী রোগ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প

কর্মসূচী :

- বিনা পয়সায় প্রাণী প্রতিষেধক শিবির অনুষ্ঠিত করা
- বিভিন্ন বিশেষ রোগ যেমন টিবি, ঠুনকো, এসোঁ, বার্ড ফ্লু, অ্যানথ্রাক্স ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণ করা
- বিভিন্ন বীক্ষণাগারে রোগ নিরূপণ করা
- কেন্দ্রীয় রোগ বীক্ষণাগার ও টীকা উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন

সবুজ, শুকনো ও দানা জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা

প্রকল্প :

- সরকারি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ও তার মানোন্নয়ন
- সবুজ গোখাদ্য উৎপাদন কেন্দ্র

কর্মসূচী :

- মিনিকীট বিতরণ কর্মসূচী
- দানা খাদ্য কম খরচে উৎপাদন
- ➢ সরকারি উৎপাদন কেন্দ্রের মানোন্নয়ন করা
- ➢ মানুষের খাদ্যের অব্যবহৃত অংশ ব্যবহার করা
- ➢ অপ্রচলিত খাবার ব্যবহার করা

- সবুজ ও শুকনো খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা :
  - ➢ সবুজ ঘাস চাষে প্রাণী পালকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা
  - ➢ সবুজ ঘাস চাষে জমির ব্যবহার বৃদ্ধি করা — বন, উদ্যান, খালের/ পুকুরের পাড় সহ জমির অব্যবহৃত অংশে সবুজ ঘাস চাষে ব্যবহার করা
  - ➢ চারণ ভূমি বৃদ্ধি করা
  - ➢ বিনামূল্যে বা ভর্তুকিতে ঘাস বীজ বা চারা সরবরাহ করা
  - ➢ প্রদর্শন ক্ষেত্র বৃদ্ধি করা

➢ শুকনো খড়ের খাদ্যগুণ বৃদ্ধি করা :

সাইলেজ তৈরী করা

প্রাণীপালনে দক্ষতা বৃদ্ধি করা

প্রকল্প :

কর্মসূচী :

- প্রাণী পালকদের বিভিন্ন প্রাণীপালনের বিষয়ে ১/৩/৭/১০/১৫/৩০/৪৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান

  প্রাণী বন্ধু/ প্রাণী মিত্র দ্বারা প্রাণীপালনে প্রত্যক্ষ সহায়তা প্রদান

প্রাণী পালনে পরিষেবা সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন ও সমবায় তৈরী করা

প্রকল্প :

- স্বনির্ভর প্রকল্প — স্বনির্ভর গোষ্ঠী/ সমবায় গঠনে বি.পি.এল/ তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি/ মহিলাদের অগ্রাধিকার দেওয়া
- বিভিন্ন গোষ্ঠী/ সমবায়কে অনুদান সহ প্রকল্প ঋণের সহায়তা প্রদান

ভর্তুকি	ঋণ	নিজস্ব অবদান	ঋণের উপর সুদের হার
২০%	৭০%	১০%	৬%

প্রকল্প :

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য প্রকল্প

কর্মসূচী :

প্রাণী শাবক বিতরণ কর্মসূচী, মহিলা দুগ্ধ সমবায় কর্মসূচী, প্রাণী পালনের জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় বিত্ত নিগমের আর্থিক সহায়তা।

বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ ও প্রণয়ন

প্রকল্প :

- কৃত্রিম প্রজনন (AI), হিমায়ীত গো-বীজ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, পরীক্ষাগার স্থাপন, বায়ো মাস/ বায়ো গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প, ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরী প্রকল্প

কর্মসূচী :

- উন্নত প্রজাতির সিমেন সংরক্ষণ ও সংকর বকনা বাছুরের কৃত্রিম প্রজনন
- পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উন্নততর প্রজাতি চিহ্নিতকরণ ও তার সফল বিস্তারের সম্ভাবনা অনুসন্ধান

- গবাদি পশুর মল প্রক্রিয়াকরণ করে উন্নতমানের সার ও অচিরাচরিত শক্তির উৎপাদন
- কেঁচোসার তৈরী

পশু ও প্রাণীজাত দ্রব্যের সংরক্ষণ, বিপণন ও বাণিজ্যিক মূল্য উন্নয়ন করা

প্রকল্প :

- চিলিং প্লান্ট/ ডেয়ারী প্লান্ট নির্মাণ
- বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান তৈরী
- বিক্রি ও বিপণন পরিকাঠামো নির্মাণ
- বিক্রয় ও বিপণনে বাভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া ও নীতি নির্ধারণ করা

কর্মসূচী :

- দুধ সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ, প্যাকেজিং করা
- মুল্যযুক্ত দুগ্ধজাত ও প্রাণীজাত সামগ্রী তৈরী করা
- সরকারি সাহায্যপুষ্ট সংস্থার বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধজাত সামগ্রী বিক্রয়
- এপিক ব্র্যান্ডের খাবার বিক্রির জন্য ব্লক ভিত্তিক ডিলার নিয়োগ

প্রকল্প :

- প্রাণীপালনে সকলকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আগ্রহী করে তোলা ও তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

কর্মসূচী :

- প্রাণীপালকদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, IEC কর্মসূচী, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, বিভাগীয় কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী, বিষয় ভিত্তিক/ সংস্থা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা, প্রাণীপালন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার প্রসার

বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের দ্বারা স্বনিযুক্তির মাধ্যমে স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করা

প্রকল্প :

SCP, TSP, PMEGP/ EDP, RKVY, RIDF, ATMA, PRY, SVSKP, BADP

কর্মসূচী :

- তপশিলী জাতি/ তপশিলী উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ প্রকল্প অনুমোদন
- বিভিন্ন স্বনির্ভর উদ্যোগে সহায়তা প্রদান
- উৎপাদন সংক্রান্ত পরিকাঠামো নির্মাণ

প্রাণীপালক/ সমবায় সমিতির সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে অন্যান্য সহায়ক প্রকল্প/ কর্মসূচী রূপায়ন

প্রকল্প :

- প্রাণী পালন সহায়ক প্রকল্প
- NPCBB – জাতীয় গো-সম্পদ (গো ও মহিষ) প্রজনন প্রকল্প
- বিশেষ গো-সম্পদ অভিযান প্রকল্প
- IDSRS – রোমন্থক প্রাণী ও খরগোশের সুসংহত উন্নয়ন প্রকল্প
- মুরগী ও হাঁস পালন উন্নয়ন প্রকল্প
- বিপন্ন প্রজাতি প্রাণী সংরক্ষণ প্রকল্প

প্রকল্প :

- পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

কর্মসূচী :

- প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো — অফিস ঘর নির্মাণ, পশু চিকিৎসা কেন্দ্র, পশু হাসপাতাল, পলিক্লিনিক, রাজ্য পশু খামার, গবেষণাগার, পরীক্ষাগার, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ, হিমায়ীত গো-বীজ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি
- প্রাণীপালন সহায়ক (গ্রামীণ) পরিকাঠামো — পশুপালন ঘর/ খামার নির্মাণ তহবিল : বিভাগীয় পরিকল্পনা খাত, অর্থ কমিশন তহবিল

প্রকল্প :

- স্বনির্ভর গোষ্ঠী কেন্দ্রিক প্রকল্প

কর্মসূচী :

- প্রাতিষ্ঠানিক, প্রাণী শাবক বিতরণ কর্মসূচী, RKVY, NRLM-র সহায়তা, বিভিন্ন বিভাগীয় বিত্ত নিগমের আর্থিক সহায়তা

কর্মসূচী :

- সচেতনতা কর্মসূচী, প্রশিক্ষণ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, প্রচার/ প্রসার কর্মসূচী — পুস্তিকা, প্রাণী সপ্তাহ উদ্‌যাপন, প্রাণী মেলা, প্রাণী প্রদর্শন, প্রাণী বন্ধু/ প্রাণী মিত্রদের পরিষেবা

কর্মসূচী :

- সমীক্ষামূলক কর্মসূচী, প্রাণী সুমারি, সুসংহত নমুনা সমীক্ষা

যোগাযোগের জন্য ব্লক প্রাণীসম্পদ আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

টীকাপুঞ্জ :

- ☞ NPCBB - National Project for Cattle and Breeding (জাতীয় গো-সম্পদ প্রজনন প্রকল্প)
- ☞ AICRP - All India Co-ordinated Research Project (সর্বভারতীয় সমন্বিত প্রকল্প)
- ☞ ASCAD - Assistance to States for Control of Animal Diseases (কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ আনুকূল্যে প্রাণী রোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প)
- ☞ RDDL - Regional Diseases Diagnostic Laboratories (আঞ্চলিক রোগ নির্ণয় গবেষণাগার)
- ☞ IDSRS - Integrated Development of Small Ruminants and Rabits (রোমন্থক প্রাণী ও খরগোশের সুসংহত উন্নয়ন প্রকল্প)
- ☞ IEC - Information Education & Communication (প্রচার প্রসার মূলক কর্মসূচী)
- ☞ SCP - Special Component Plan for SC dominated area (তপশিলি জাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ পরিকল্পনা বরাদ্দ)
- ☞ TSP - Tribal Slub Plan (তপশিলি উপ-জাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষ পরিকল্পনা বরাদ্দ)
- ☞ PMEGP - Pradhan Mantri Employment Generation Programme (প্রধানমন্ত্রী স্বনিযুক্তি কর্মসংস্থান প্রকল্প)
- ☞ ATMA - Agricultural Technology Management Agency (কৃষি প্রযুক্তি পরিচালন সংস্থা)
- ☞ SVSKP - Swami Vivekananda Swanirvar Karmasansthan Prakalpa
- ☞ BADP - Border Area Development Programme (সীমান্তবর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প)

জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন 'আনন্দধারার' তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে দু'জন করে প্রাণীমিত্রের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এঁরা প্রাণীপালকদের প্রতিষেধক সংক্রান্ত পরিষেবা এবং প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকেন। মূলত সংঘ সমবায়ের সাথে যোগাযোগ রেখেই এঁরা পরিষেবা দিয়ে থাকেন। এছাড়া প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণীমিত্র রয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত ও সংঘ সমবায়ের কাছে তাঁদের নাম ও ফোন নম্বর পাওয়া যাবে।

কয়েকটি বিশেষ প্রকল্পের বিস্তারিত আলোচনা

রোমন্থক প্রাণী ও খরগোশের সুসংহত উন্নয়ন প্রকল্প সারাংশ নীচে দেওয়া হ'ল :

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প উপাদান (প্রতি ইউনিট — ৪০টি ছাগী , ২টি ছাগল)	ধার্য্য খরচ (টাকা)
১	শেড নির্মাণ — ৪০০ বর্গফুট	১৭৬০০.০০
২	অন্যান্য সরঞ্জাম বাবদ	১৬৮০.০০
৩	প্রাণী মূল্য —	৬০০০০.০০
	৪০টি ছাগী —	৪০০০.০০
	২টি ছাগল	
৪	বীমা খরচ (৪% হারে)	২৫৬০.০০
৫	চিকিৎসা বাবদ	১৫০০.০০
৬	সবুজখাদ্য চাষ বাবদ	৬০০০.০০
৭	অতিরিক্ত খাদ্য বাবদ	৪৮০০.০০
৮	অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ	১৮৬০.০০
	মোট খরচ	১০০০০০.০০

- শেড নির্মাণের ইউনিটটি ছাগল পালন ছাড়াও প্রয়োজনমত রকমফের করে ভেড়া ও খরগোশ পালনের জন্যেও প্রযোজ্য
- প্রকল্প অনুদান — ২৫% অর্থাৎ ২৫০০০.০০ টাকা
- ব্যাঙ্ক লোন — ৫০% অর্থাৎ ৫০০০০.০০ টাকা (১২% বার্ষিক সুদের হারে, সর্বাধিক ৭ বছরে ফেরতযোগ্য)
- নিজস্ব ব্যয় — ২৫% অর্থাৎ ২৫০০০.০০ টাকা
- এই রূপ প্রকল্প ভেড়া, খরগোশ পালনের জন্যেও প্রযোজ্য।
- এটিকে একটি আয়বর্ধক স্বনিযুক্তি প্রকল্প হিসাবেও দেখা যেতে পারে যেখানে পালক পরিবার/চাষী দ্বিতীয় বছর থেকেই নিম্নরূপ আয় উপার্জন করতে পারে :

যা থেকে আয়	সম্ভাব্য আয় (টাকা)
প্রতি বাচ্চা ছাগল বিক্রয় বাবদ	৮৫০.০০
প্রতি বাচ্চা ছাগী বাবদ	৮০০.০০

প্রতি পূর্ণবয়স্ক ছাগল বিক্রয় বাবদ	২০০০.০০
প্রতি পূর্ণবয়স্ক ছাগী বিক্রয় বাবদ	১৮০০.০০

- ব্ল্যাক বেঙ্গল প্রজাতির ছাগল তার উৎকৃষ্ট মানের মাংসের জন্য সবচেয়ে লাভজনক।
- তেমনই ভেড়ার ক্ষেত্রে গারোল ও শূকরের ক্ষেত্রে ইয়র্কশায়র, ল্যান্ডরেশ প্রজাতি পালন সবচেয়ে লাভজনক।

ছাগল পালন প্রকল্প :

a) নিবিড় ছাগল পালন প্রকল্প

প্রকল্প বৈশিষ্ট্য :

যোগ্যতা : যে সকল চাষীদের কাছে বছরে ন্যূনতম ১০টি ছাগল পালিত হয় এবং তারা ১০০টি ছাগল পালন করার জায়গা দিতে সক্ষম।

প্রকল্পের অন্তর্গত ছাগল পালন ইউনিটটি মোট ১০০টি ছাগলের জন্য

প্রকল্প উপাদান (১০০টি ছাগলের জন্য) :

ক্রমিক সংখ্যা	**উপাদান**	**উপাদান মূল্য**
১	প্রাণী মূল্য —	
	৯৫টি ছাগী (৩ মাস বয়সের) ১২০০/- টাকা করে প্রতিটি	১১৪০০০.০০
	৫টি ছাগল (৫ মাস বয়সের) ১৮০০/- টাকা করে প্রতিটি	৯০০০.০০
২	শেড নির্মাণ — ৬০০ বর্গফুট	২০০০০.০০
৩	চিকিৎসা বাবদ (ওষুধ ও টীকা) ৭০/- টাকা হারে	৭০০০.০০
৪	পশুখাদ্য বাবদ	১৫০০০.০০
৫	মেটাল ফীডার ১৮০০/- টাকা করে ৫টি	৯০০০.০০
৬	সাইলেজ পিট একটি	৫০০০০.০০
৭	বীমা খরচ (৪% হারে)	২৫৬০.০০
	মোট প্রকল্প মূল্য	২৩৬৪৬০.০০

২.৩৬ লক্ষ টাকার ইউনিট প্রকল্প মূল্যে সহায়তা ১০০%।

b) **চলতি প্রথায় ছাগল পালনে দক্ষতা বৃদ্ধি**

প্রকল্প বৈশিষ্ট্য :

- ❖ ইউনিট এলাকা/ ক্লাস্টার চিহ্নিতকরণ : ১০ কি.মি. ব্যাসার্ধ এলাকা যেখানে অন্ততঃ ২০০০টি ছাগল পালিত হয়।
- ❖ চিহ্নিত এলাকার/ ক্লাস্টারের প্রাণীপালকদের নাম নথিভুক্তিকরণ।
- ❖ নথিভুক্ত চাষিদের পশু চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান।
- ❖ গ্রামীণ বেকার যুবকদের মধ্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে স্কাউট তৈরী যারা উপরোক্ত ক্লাস্টার চিহ্নিত করবে, বেনিফিশিয়ারিদের নাম নথিভুক্ত করাবে ও বিভাগীয় আধিকারিকদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখবে।
- ❖ প্রকল্প সহায়তা ১০০%।

প্রকল্প উপাদান (ক্লাস্টার পিছু) :

ক্রমিক সংখ্যা	উপাদান	উপাদান মূল্য
১	বিশেষ পশুখাদ্য সরবরাহ বাবদ	৩০০০০০.০০
২	চিকিৎসা বাবদ (ওষুধ ও টীকা)	১৪০০০০.০০
৩	স্কাউটদের প্রশিক্ষণ বাবদ খরচা (প্রতি স্কাউট)	৩০০০.০০
৪	স্কাউটের পারিশ্রমিক ৩০০০/- টাকা করে ১৮ মাস	৫৪০০০.০০
	মোট প্রকল্প সহায়তা মূল্য (৫ লক্ষ টাকা)	৪৯৭০০০.০০ বা
		৫০০০০০.০০

বাংলায় কৃষ্ণকায় ছাগলের চাহিদা অপরিসীম — তার মাংসের গুণগত মানের জন্য; বিখ্যাত “গ্লেস্কিড” চামড়ার জন্য ও তার লোমের (ব্রাশ তৈরীর কাজে) জন্যেও।

- ❖ ছাগল পালনে জায়গা বেশী লাগে না, ঝুঁকি কম, খাদ্য যোগানের সমস্যা না থাকায় এবং পালনে সুনিশ্চিত লাভ থাকায় ছাগ-পালন গরীব, ভূমিহীন সকলের কাছেই অত্যন্ত প্রিয়। ছাগলকে “গরীবের গাই”ও বলা হয়ে থাকে।
- ❖ সরকারী খামার (কল্যাণী, শালবনী, শালতোড়া বা সিউড়ী) থেকে ছাগ পালনে উৎসাহী ব্যক্তি প্রানী সংগ্রহ করতে পারেন।
- ❖ নদীয়ার হরিণঘাটায় ভারতবর্ষের বৃহত্তম শূকর প্রজনন কেন্দ্র অবস্থিত, যেখান থেকে উৎসাহী ব্যক্তি প্রাণী সংগ্রহ করতে পারেন।

☞ **এন্টারপ্রিনিউরশিপ উন্নয়ন প্রকল্প**

ক্রমিক সংখ্যা	প্রকল্প	প্রকল্প মূল্য (টাকা)	অনুদান (টাকা)
১	পোল্ট্রি নার্সিং ব্রুডিং (৫০০ পাখি)	৫০০০০.০০	২৫০০০.০০
২	বাণিজ্যিক পোল্ট্রি (লেয়ার ১০০০০ পাখির জন্য)	৫০০০০০০.০০	৫০০০০০.০০
৩	ছাগ পালন (৫০, ৫)	১০০০০০.০০	২৫০০০.০০
৪	ভেড়া পালন (৫০, ৫)	১০০০০০.০০	২৫০০০.০০
৫	শূকর পালন (১০, ১)	১০০০০০.০০	২৫০০০.০০
৬	প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রয় কেন্দ্র	৫০০০০০.০০	১০০০০০.০০

উপর্যুক্ত যে কোনো প্রকল্পে সঠিক উপভোক্তা নির্বাচনের পর নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে দরখাস্ত পূরণ করে উপ-অধিকর্তার কাছে পাঠাতে হবে।

প্রাণী পালন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রশিক্ষণের বিষয় ও আনুমানিক সময়সীমা

প্রশিক্ষণ	সময় সীমা	স্থান
গো-পালন	৩ থেকে ৩ সপ্তাহ	হরিণঘাটা, শালবনী, কল্যাণী
ছাগ ও মেষ পালন	৩ থেকে ৪ সপ্তাহ	কল্যাণী, শালবনী, সিউড়ি
শূকর পালন	২ থেকে ৩ সপ্তাহ	হরিণঘাটা, শালবনী, কার্শিয়াং, কাঁথি
খরগোশ পালন	২ থেকে ৩ সপ্তাহ	কালিম্পং, মোহিতনগর, রায়গঞ্জ, গোবরডাঙ্গা, কল্যাণী, বাড়ীগড়ী, টালিগঞ্জ
হাঁস পালন	২ থেকে ৩ সপ্তাহ	কালিম্পং, মোহিতনগর, রায়গঞ্জ, গোবরডাঙ্গা, কল্যাণী, বাড়ীগড়ী, টালিগঞ্জ
মুরগী পালন	২ থেকে ৩ সপ্তাহ	মোহিত নগর, মালদা, বালুরঘাট, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, কোচবিহার, হরিনঘাটা, দুর্গাপুর, বর্ধমান, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, কাকদ্বীপ, সিউড়ী, টালিগঞ্জ
টার্কি পালন	২ থেকে ৩ সপ্তাহ	টালিগঞ্জ
কোয়েল পালন	২ থেকে ৩ সপ্তাহ	দুর্গাপুর, মেদিনীপুর, টালিগঞ্জ

প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের পরিকাঠামো

নীচে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের পরিকাঠামো একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

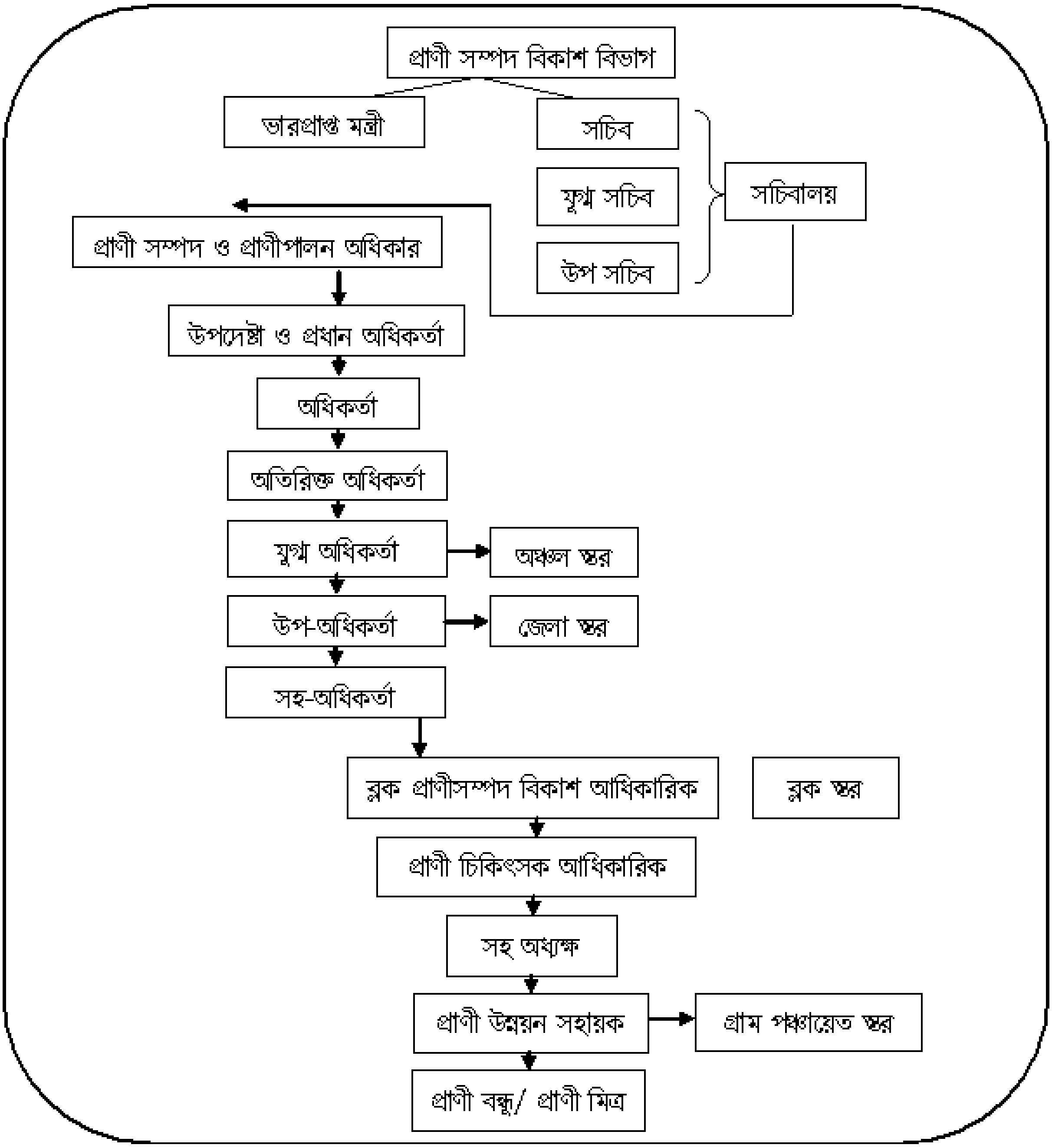

প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের বিস্তৃত পরিকাঠামো

পূর্বে আলোচিত কার্যভারগুলি দায়িত্ব সহকারে পালনের জন্য প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর রাজ্যজুড়ে প্রাণী পালনে সহায়ক বিভিন্ন পরিকাঠামো গড়ে তোলে। বিভিন্ন স্তরে স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরীক্ষাগার, পশু খামার/ ফার্ম ইত্যাদি কেন্দ্র গড়ে ওঠা বিস্তৃত পরিকাঠামো, প্রাণীপালনে সহায়ক পরিষেবাগুলি চাষীদের কাছে দ্রুত পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে **উন্নতমানের প্রাণীস্বাস্থ্য পরিষেবা নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলির সহায়তা পাওয়া যায়**

ক্রম	কেন্দ্রের নাম	সংখ্যা
১	ডিস্ট্রিক্ট ভেটেরিনারি হসপিটাল	১০
২	পলিক্লিনিক	৮
৩	স্টেট অ্যানিম্যাল হেলথ সেন্টার (SAHC)	৯২
৪	ব্লক অ্যানিম্যাল হেলথ সেন্টার (BAHC)	৩৩৯
৫	অ্যাডিশনাল ব্লক অ্যানিম্যাল হেলথ সেন্টার (ABAHC)	২৭১
৬	অ্যানিম্যাল ডেভেলপমেন্ট এইডসেন্টার (ADAC)	২৬৫২

প্রাণী পালনে সহায়ক সরকারপুষ্ট সংস্থা

দপ্তরের কার্যভারগুলি যথাযথভাবে পালনের জন্য বিভিন্ন সরকারপুষ্ট সংস্থার প্রয়োজন অনুভব করা হয়, এবং বিভিন্ন সময়ে যে সব প্রাণী পালনে সহায়ক সংস্থার জন্ম হয় সেগুলি নীচের চিত্রের দ্বারা দেখানো হল।

প্রাণী পালনে সহায়ক সরকারপুষ্ট সংস্থা

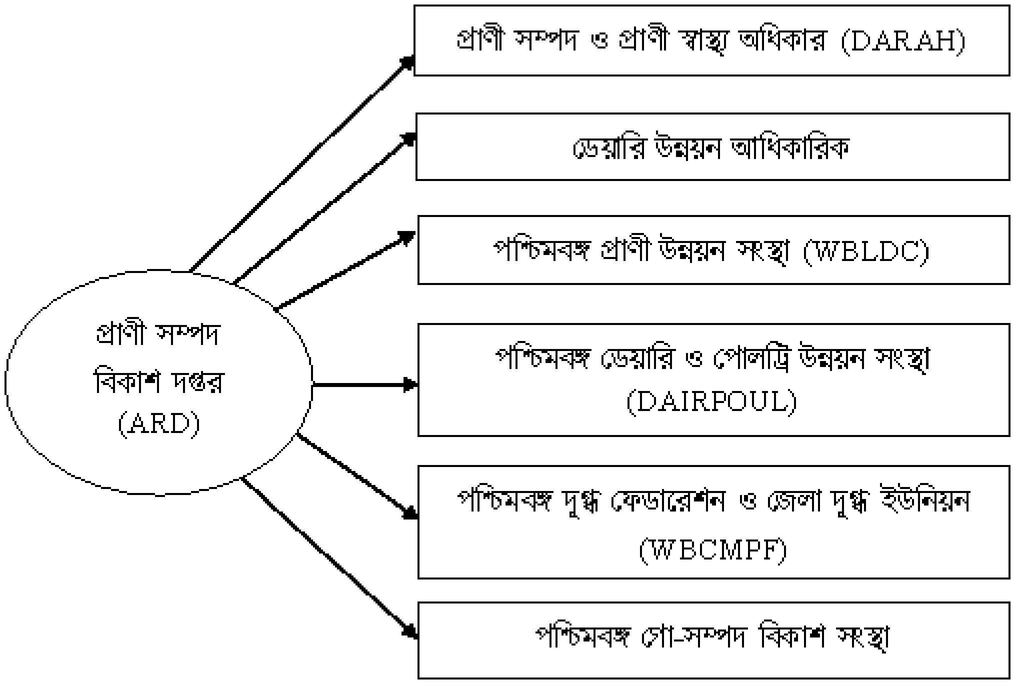

দপ্তর অধীনস্ত অতিরিক্ত (আমাদের মূল আলোচনার বাইরে) তিনটি সংস্থা :

1. কোলকাতা সোসাইটি ফর দি প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিম্যালস্ (CSPCA)
2. পশ্চিমবঙ্গ পশু ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় ও
3. পশ্চিমবঙ্গ ভেটেরিনারি পরিষদ

প্রাণীপালনে সহায়ক সরকারপুষ্ট সংস্থাগুলির কাজের পরিচয় সংক্ষিপ্তসারে নীচে উপস্থাপন করা হল

১) প্রাণীসম্পদ ও প্রাণীস্বাস্থ্য অধিকার (DARAH-Directorate of Animal Resources & Animal Health)

ঠিকানা : নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, ১ নং কিরন শঙ্কর রায় রোড কলকাতা — ১

দুরভাষ : ০৩৩-২২৪৮-৬২৭১/৫৫৪৫

ই-মেল ঠিকানা : dahvswb@rediffmailƒcom

সংস্থার উদ্দেশ্য :

- ❖ জেলা উপ-অধিকর্তা ও ব্লক প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন আধিকারিকের মাধ্যমে তৃণমূল স্তরে প্রাণীস্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা।
- ❖ প্রাণী পালন ও প্রাণী সংরক্ষনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা।

সংস্থার উপর ন্যস্ত কাজ :

- ❖ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপুষ্ট বিভিন্ন প্রাণীপালন সহায়ক প্রকল্প ও কর্মসূচী রূপায়ণ করা,
- ❖ জনসচেতনতা ও প্রশিক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন,
- ❖ জেলা ও ব্লক স্তরের পরিকাঠামো ব্যবহার করে প্রাণী স্বাস্থ্য শিবির/ টীকাকরণ কর্মসূচী আয়োজন করা,
- ❖ পশুখাদ্যের চারা বিতরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ❖ রাজ্য পশুখামারগুলি পরিচালনা করা।,
- ❖ বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী সংরক্ষণ ও সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য রাজ্য খামারে প্রতিপালিত প্রাণী বিভিন্ন জীবিকা সহায়ক প্রকল্পে বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- ❖ প্রাণী পালকদের বিভিন্ন প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।
- ❖ প্রাণীরোগ নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী গ্রহন করা।
- ❖ প্রতি পাঁচ বছর অন্তর প্রাণী সুমারির কাজটি পরিচালনা করা।

উপযুক্ত কাজগুলি পঞ্চয়েত স্তরের নেতৃত্বকে কাজে সামিল করে নির্বাহ করা হয়।

২) ডেয়ারি উন্নয়ন অধিকার (Directorate of Diary Development)

সংস্থার উদ্দেশ্য :

রাজ্যের মানুষের দুধের চাহিদা মেটানোর জন্য, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীনে একটি পৃথক অধিকার গঠন করা হয়। এর জন্য গঠিত ডেয়ারি উন্নয়ন অধিকার দুটি লক্ষ্যে নিয়োজিত।

i) গ্রামীণ উৎপাদকের মার্কেট বা বাজার পরিষেবা প্রদান করা।

ii) জীবানুমুক্ত দুধ শহরের মানুষদের ন্যায্য মূলে সরবরাহ করা।

৩) পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী উন্নয়ন সংস্থা (WBLDC Ltd. - West Bengal Livestock Development Corporation Limited)

ঠিকানা : এল, বি২, সেক্টর-৩, বিধান নগর, কোলকাতা-৭০০ ০৯৮

যোগাযোগ : দুরভাষ ০৩৩ ২৩৩৫৫২১৯/৫২৯৮

ই-মেল : wbldcl_kol@yahoo.co.in

সংস্থার উদ্দেশ্য : প্রাণীসম্পদ বিকাশের স্বার্থে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ, কৃষিজাত/মৎস্যজাত/প্রাণীজাত দ্রব্যের বিপণন

এই উদ্দেশ্যে যে যে প্রকল্পগুলির সহায়তা সংস্থাটি পায় সেগুলি হল ঃ

☞ RKVY - রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনায় প্রাণীজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন/আধুনিকীকরণ, বিক্রয়যানের মাধ্যমে ভ্রাম্যমান বিক্রয়কেন্দ্রের পরিষেবা প্রদান।

☞ IDSRS- Integrated Development of Small Ruminants and Rabits (রোমন্থক প্রাণী ও খরগোশের সুসংহত উন্নয়ন প্রকল্প)

☞ RIDF - গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল থেকে গৃহীত প্রকল্প যেমন গ্রামীণ হাট বা প্রাণীজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়ন, পশু খামার বা প্রাণীগৃহ নির্মাণ, ইত্যাদি।

৪) পশ্চিমবঙ্গ ডেয়ারি ও পোলট্রি উন্নয়ন (DAIRPOUL বা Wet Bengal Dairy & Poultry Development Corporation Ltd.)

সংস্থার উদ্দেশ্য :

- প্রাণী পালনে চাহিদামতো পশুখাদ্য (ও মৎস্যখাদ্য) উৎস ও বিপণন।
- প্রাণীপালকদের থেকে ন্যায্যমূল্যে দুগ্ধ সংগ্রহ করে তা সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ সহ বিপণন করা।
- “মাদার ডেয়ারি” নামক দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য এই সংস্থারই নিয়ন্ত্রণাধীন।

সংস্থার কাজ ও পরিকাঠামো :

- পশু ও মৎস্যখাদ্য উৎপাদন ও তার বিপণন। পশু সংস্থাটির পশু ও মৎস্যখাদ্য উৎপাদন কেন্দ্রগুলি যথাক্রমে - কল্যাণী, শালবনী, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি ও গাজলে অবস্থিত।
- “এপিক” নামক এই উৎপাদিত খাদ্য ব্লক ভিত্তিক ডিলারের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়।
- খাদ্য উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির কাজ।

৫) পশ্চিমবঙ্গ দুগ্ধ ফেডারেশন ও জেলা মিল্ক ইউনিয়ন (WBCMPF - West Bengal Co-operative Milk Producers’ Federation Ltd.)

সোসাইটি অ্যাক্টে নিবন্ধিকৃত একটি মহাসংঘ।

সংস্থার উদ্দেশ্য : দুগ্ধ উৎপাদনের কাজটিকে সম্প্রসারণ করার লক্ষ্যে, পশ্চিমবঙ্গে গোসম্পদের গুণগত ও পরিমানগত উন্নয়ন ঘটিয়ে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

এই উদ্দেশ্য সাধনে সংস্থাটির লক্ষ্য হল

☞ প্রতিটি গো-পালকদের কাছে আধুনিক প্রজনন সহ অন্যান্য প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়া ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

☞ দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের লাভজনক বাজার সুনিশ্চিত করা।

☞ শহরের উপভোক্তাদের/ক্রেতাদের দুগ্ধ সহজলভ্য করা।

পশ্চিমবঙ্গ দুগ্ধ ফেডারেশন ও জেলা মিল্ক ইউনিয়নের কাজ :

☞ প্রানী সমবায় গঠন/প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় সমিতি গঠন/মহিলা প্রাথমিক দুগ্ধ সমবায় গঠন

☞ গঠনের পর নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা

✓ সমবায় পরিচালনা

✓ সমবায় নিবন্ধীকরণ

✓ দুগ্ধ সংগ্রহ

✓ দুগ্ধ পরীক্ষা

✓ কৃত্রিম প্রজনন (সমবায় পিছু একজনের প্রশিক্ষন)

✓ সবুজ গো-খাদ্য চাষ

✓ মহিলা শিক্ষা উন্নয়ন

✓ বেঞ্চ মার্ক সার্ভে বা সমীক্ষা

☞ দুগ্ধ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য চিলিং প্লান্ট, বাল্ক কুলার, ডেয়ারী প্লান্ট গঠন।

☞ বিভিন্ন মানের গুণমান সম্পন্ন দুধ (টোন্ড/ডবল টোন্ড/ জনতা দুধ) ও দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি

এই সংস্থার বেনমিল্ক নামক দুগ্ধজাত সামগ্রী বাজারে প্রসিদ্ধ।

☞ হাটসহ অন্যান্য বিক্রয় কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন।

☞ কেন্দ্রীয় সরকার/রাজ্য সরকার কতৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনও প্রকল্পের কাজ (যেমন WDCP মহিলা দুগ্ধ সমবায় প্রকল্প সুসংহত ডেয়ারি উন্নয়ন প্রকল্প)।

দুগ্ধ ফেডারেশন

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ দুগ্ধ ফেডারেশন ও জেলা মিল্ক ইউনিয়ন বেশ কিছু সহায়ক কাজের মাধামেও সমবায়গুলিকে

আর্থিক /সামাজিক/প্রযুক্তিগত/আইনিভাবে সহায়তা করে যেমন :

- ✓ প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা
- ✓ ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পরিষেবা
- ✓ লোনের ব্যবস্থা
- ✓ টীকাকরণ কর্মসূচী
- ✓ প্রাণী বিমা
- ✓ বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন
- ✓ প্রয়োজন ভিত্তিক আইনী পরিষেবা প্রদান

রাজ্যের বিভিন্ন মিল্ক ইউনিয়ন :

মিল্ক ইউনিয়নের নাম	নিবন্ধীকৃত সাল	কোন জেলায় অবস্থিত
হিমালয়ান মিল্ক ইউনিয়ন	১৯৭৩	মাটিপাড়া, দার্জিলিং
ভাগিরথী মিল্ক ইউনিয়ন	১৯৭৪	মুর্শিদাবাদ
কিষাণ মিল্ক ইউনিয়ন	১৯৮০	কৃষ্ণনগর, নদীয়া
মেদিনীপুর মিল্ক ইউনিয়ন	১৮৭৭	মেদিনীপুর
বর্ধমান মিল্ক ইউনিয়ন	১৯৯৩	বর্ধমান
দামোদর মিল্ক ইউনিয়ন	১৯৮৩	দুর্গাপুর, বর্ধমান
ইছামতি মিল্ক ইউনিয়ন	১৯৯৭	বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা
জলপাইগুড়ি মিল্ক ইউনিয়ন	১৯৯৭	জলপাইগুড়ি
কুচবিহার মিল্ক ইউনিয়ন	১৯৯৭	কুচবিহার
কুলিক মিল্ক ইউনিয়ন	১৯৯৭	উত্তর দিনাজপুর
ময়ূরাক্ষী মিল্ক ইউনিয়ন	১৯৭	বীরভূম
সুন্দরবন মিল্ক ইউনিয়ন	১৯৯৭	দক্ষিণ ২৪ পরগনা
কংসাবতী মিল্ক ইউনিয়ন	১৯৯৯	বাঁকুড়া
মানভূম মিল্ক ইউনিয়ন	২০০৩	পুরুলিয়া
হাওড়া মিল্ক ইউনিয়ন	২০০৭	হাওড়া

৬) পশ্চিমবঙ্গ গোসম্পদ বিকাশ সংস্থা

ঠিকানা : এল.বি২, সেক্টর-৩, বিধান নগর, কোলকাতা - ৭০০ ০৯৮

যোগাযোগ : দুরভাষ - ০৩৩-২৩৩৫০৭১৫/২২৪৮৫৫৪৫

ই-মেল : sia-wb@nic.in / ceopbgsbs2003@yahoo.co.in

- সংস্থার জন্মঃ ২৮শে জানুয়ারি, ২০০২ এ সোসাইটি অ্যাক্টে নিবন্ধীকৃত।
- সংস্থার উদ্দেশ্যঃ গোসম্পদের গুণগত ও পরিমানগত উন্নয়ন ঘটিয়ে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্য সাধনে সংস্থাটির লক্ষ্য হল প্রতিটি প্রাণী পালকের কাছে আধুনিক প্রজনন প্রযুক্তি পৌঁছে দেওয়া ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে যে যে প্রকল্পগুলির সহায়তা সংস্থাটি পায় সেগুলি হল

- **NPCBB** National Project for Cattle and Buffalo Breeding (জাতীয় গো-সম্পদ প্রজনন প্রকল্প) - কেন্দ্রীয় মদতপুষ্ট এই প্রকল্পে উন্নত প্রজাতির গাভী ও মহিষ প্রজনন করানো হয় এবং ফলন বাড়ানো হয়।

সংস্থাটির কাজ :

- কৃত্রিম প্রজনন - প্রাণী বন্ধুদের উক্ত কাজে নিয়োজিত করা
- প্রাণী বীমা সুনিশ্চিত করা
- কৃত্রিম প্রজননে প্রশিক্ষণ দেওয়া
- হিমায়িত গো-বীজ উৎপাদন কেন্দ্র পরিচালন ও হিমায়িত গো-বীজের গুণগতমান সংরক্ষণ করা: রাজ্যে এ জাতীয় কেন্দ্র তিনটি যথাক্রমে

১) হিমায়িত গো-বীজ উৎপাদন ও ষাঁড় পালন কেন্দ্র, হরিণঘাটা (নদীয়া)

২) হিমায়িত গো-বীজ উৎপাদন ও ষাঁড় পালন কেন্দ্র, শালবনী (পশ্চিম মেদিনীপুর)

৩) হিমায়িত গো-বীজ উৎপাদন কেন্দ্র, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ

এই সব কেন্দ্রে উন্নত প্রজাতির গো-বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে অধিকতর দুগ্ধ উৎপাদন গাভীর প্রজনন সুনিশ্চিত করা হয়। বিভিন্ন জেলাতেও গো-বীজ সংরক্ষণ কেন্দ্র বা “semen bank” গড়ে উঠছে।

পশ্চিমবঙ্গ গো-সম্পদ বিকাশ সংস্থার প্রকল্প

১) প্রাণী চিহ্নিতকরণ কর্মসূচী :

- প্রাণী পিছু পাঁচ টাকা ধার্য্য
- কৃমিনাশক ঔষধ, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের মিশ্রণ প্রদান

২) প্রাণী বীমাকরণ কর্মসূচী (৫০% অনুদান বাকি ৫০% উপভোক্তার)

৩) বকনা বাছুর প্রতিপালন প্রকল্প :

দানা খাদ্য বাবদ	৮২০২/-
সবুজ ঘাসের সংস্থান বাবদ	১৬২০/-
শুকনো বিচালি সংস্থান বাবদ	১৬০২/-
কেঁচোনাশক ঔষদ বাবদ	১৪৮/-
ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বাবদ	৪০০/-
প্রতিষেধক বাবদ	৩৫/-
মোট প্রকল্প অনুদান	**১২০০৭/- বা ১২০০০/-**

৪) বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ শিবির :

প্রতিটি ব্লকে দুটি করে; প্রকল্প বাবদ অনুদান – ১০০০০/-

৫) প্রাণী বন্ধুদের সহায়ক বস্ত্র(Kit) সরবরাহ :

৬) প্রতি ব্লকে এঁড়ে বাছুর খাসীকরণ যন্ত্র সরবরাহ (প্রতিটি যন্ত্রমূল্য ৮৫৩০/-)

৭) বড় তৈয়ারি প্রকল্প : ৩০০০০০/- (১০০% অনুদান)

- প্রতিটি সংকর গাভী নূন্যতম ১০ লিটার দুধ দেবে।
- একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী ১০টি গীর বা শাহীওয়াল গাভী নিয়ে কাজ শুরু করবে।

৮) নতুন প্রাণী বন্ধু নিয়োগ বাবদ প্রাতিষ্ঠানিক খরচ- ২০০০০/-

৯) সচেতনতা শিবির আয়োজন বাবদ- গ্রাম পঞ্চায়েত পিছু ১০০০/-

প্রকল্প উপাদানগুলি নিম্নরূপ :

প্রাণী ক্রয় বাবদ	২০০০০০/-
পালন গৃহ নির্মাণ বাবদ	৪৯০০০/-
প্রাণী বহন বাবদ	২০০০০/-
যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য খরচ	৫০০০/-
প্রথম বছরের বীমা খরচ	১০০০০/-
সবুজ গোখাদ্যের উৎপাদন খরচ (এক মাসের জন্য)	৩০০০/-
বিদ্যুৎ, জল ও অন্যান্য খরচ	[illegible]

প্রাণীপালন বিকাশে সরকারী ফার্ম

বিভিন্ন গবেষণার প্রয়োজনে ও প্রাণীপালকদের পরিষেবার স্বার্থে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন ফার্ম কাজ করে। নীচে তাদের পরিচয় দেওয়া হল ঃ

গবাদি পশুপালন কেন্দ্র

- স্টেট লাইভস্টক ফার্ম, কল্যাণী, নদীয়া
- AICRPC, হরিণঘাটা ফার্ম, নদীয়া
- ক্যাটল্ সেকশন হরিণঘাটা ফার্ম, নদীয়া
- ডেয়ারি D.F. St. Mary's দার্জিলিং
- D.C.F, সাঁওতালডিহি, পুরুলিয়া

ভেড়া পালন কেন্দ্র

- শিপ ব্রিডিং ফার্ম, কল্যাণী, নদীয়া
- শিপ ফার্ম, লোকপুর, বাঁকুড়া
- শিপ এক্সটেনশন সেন্টার, রণজিতপুর, বাঁকুড়া

ছাগল পালন কেন্দ্র

- গোট ফার্ম, SBF কল্যাণী, নদীয়া
- গোট ফার্ম, SLF কল্যাণী, নদীয়া
- গোট ফার্ম, হরিণঘাটা, নদীয়া
- গোট ফার্ম, কোতলপুর, বাঁকুড়া
- গোট ফার্ম, বড়মুল্লাহ, সিউড়ি, বীরভূম

পশুখাদ্য কেন্দ্র

- হরিণঘাটা ফার্ম, (মেইন ও নর্থ), নদীয়া; কল্যাণী ফার্ম, নদীয়া; ফুলিয়া ফডার ফার্ম, নদীয়া; শালবনী ফডার ফার্ম — ১ এবং ২, পশ্চিম মেদিনীপুর; বেলডাঙ্গা ফডার ফার্ম, মুর্শিদাবাদ; কোতলপুর ফডার ফার্ম, বাঁকুড়া; রণজিতপুর ফার্ম, বাঁকুড়া; লোকপুর ফার্ম, বাঁকুড়া; বালিগরি ফডার ফার্ম, হুগলি; কাটোয়া ফডার ফার্ম, বর্ধমান; রসুলপুর ফডার ফার্ম, বর্ধমান; ঝাটিয়াখালি ফার্ম, জলপাইগুড়ি; পেদং ফডার ফার্ম, দার্জিলিং; দুংরা ফডার ফার্ম, দার্জিলিং।

পোলট্রি ফার্ম

- স্টেট পোলট্রি ফার্ম, টালিগঞ্জ, কোলকাতা; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, নিমপীঠ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা; স্টেট পোলট্রি ফার্ম কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, গোবরডাঙা, উত্তর ২৪ পরগনা; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, রানাঘাট, নদীয়া; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, হরিণঘাটা, নদীয়া; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, কল্যাণী, নদীয়া; DCF, ডোমকল, মুর্শিদাবাদ; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, মালদা; SDBF, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর; SDBF, কোচবিহার; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, মোহিতনগর,

জলপাইগুড়ি; PCM, কার্শিয়াং, দার্জিলিং; DCF, পুরুলিয়া; SDBF, মেদিনীপুর; SPF, মেদিনীপুর; DCF, কন্টাই, পূর্ব মেদিনীপুর; SDPF, বাঁকুড়া; DCF, সিউড়ি, বীরভূম; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, দুর্গাপুর, বর্ধমান; স্টেট পোলট্রি ফার্ম, গোপালবাগ, রাজবাটী, বর্ধমান; DCF, বর্ধমান; DCF, বালিগরি, হুগলি; DCF, কাঁটাপুকুর, হাওড়া।

ক্রম	ফার্মের নাম	ঠিকানা
১	টালিগঞ্জ, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, টালিগঞ্জ, ৪২- গ্রাহাম রোড, কলকাতা-৪০
২	কাকদ্বীপ, এস পি এফ	পোস্ট-গ্রাম - অক্ষয়নগর, ব্লক - কাকদ্বীপ, পুলিশ স্টেশন - কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৩৪৭
৩	নিমপীঠ, এস পি ডি এফ	স্টেট পোল্ট্রি এন্ড ডাক ফার্ম, নিমপীঠ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
৪	গোবরডাঙ্গা, এস পি এফ	এসপিএফ, গোবরডাঙ্গা, গ্রাম - হাই দাদপুর, পোস্ট- খানতুরা, পুলিশ স্টেশন হাবরা, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩২৭৩
৫	কল্যাণী, ডি বি এফ, এস এল এফ	স্টেট লাইভস্টক ফার্ম, কল্যাণী, জেলা নদীয়া
৬	হরিণঘাটা, এস পি এফ	এস পি এফ, হরিণঘাটা ফার্ম, পোস্ট মোহনপুর, জেলা নদীয়া
৭	হরিণঘাটা, আর কে ভি ওয়াই	এস পি এফ II, আর কে ভি ওয়াই, হরিণঘাটা, মোহনপুর, নদীয়া
৮	রানাঘাট, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, রানাঘাট নদিয়া
৯	কৃষ্ণনগর, এস পি এফ	এসপিএফ, এনএইচ-৩৪, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, পিন-৭৪১১০১
১০	বহরমপুর, এস পি এফ	এস পি এফ, বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১
১১	ডোমকল, এস পি এফ	ডিসিএফ, ডোমকল, গ্রাম ও পোস্ট - ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ
১২	কাঁটাপুকুর, ডি সি এফ	ডিসিএফ, গ্রাম এবং পোস্ট - কাঁটাপুকুর, পুলিশ স্টেশন - বাগনান, হাওড়া
১৩	বালিগড়ি, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, বালিগড়ি, হুগলি, পিন - ৭১২৪১০
১৪	মেদিনীপুর, এস ডি বি এফ	স্টেট ডাক এন্ড পোল্ট্রি ফার্ম, পশ্চিম মেদিনীপুর
১৫	কন্টাই, এস পি এফ	গ্রাম - কিশোরনগর, কন্টাই, জেল- পূর্ব মেদিনীপুর (কন্টাই পুরসভার অধীনস্থ) পিন - ৭২১৪০১
১৬	দুর্গাপুর, এস পি এফ	এস পি এফ, দুর্গাপুর, কোকওভেন কলোনী, দুর্গাপুর-২
১৭	গোলাপবাগ, এস পি এফ	এস পি এফ, গোপাল বাগ, পূর্ব বর্ধমান
১৮	বর্ধমান, ডি সি এফ	ডিস্ট্রিক্ট কম্পোজিট ফার্ম, বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০১

১৯	পুরুলিয়া, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, বেলগুমা, পুরুলিয়া
২০	বাঁকুড়া, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, বাঁকুড়া
২১	সিউড়ি, এস পি এফ	ডিস্ট্রিক্ট কম্পোজিট ফার্ম, বড়ামাহুল্লা, সিউড়ি, বীরভূম
২২	সিউড়ি, আর কে ভি ওয়াই	সিউড়ি, আর কে ভি ওয়াই
২৩	মালদা, এস পি এফ	এসপি এফ, মালদা, গৌড় রোড, পোস্ট - মাকদামপুর, জেলা - মালদা
২৪	বালুরঘাট, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, বেলতলা পার্ক, সার্কিট হাউজ এর নিকট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর
২৫	রায়গঞ্জ, এস ডি বি এফ	গ্রাম - উদয়পুর, পোস্ট - কর্ণঝোড়া, জেলা - উত্তর দিনাজপুর, পিন-৭৩৩১৩০
২৬	কালিম্পং, পি এম সি	পি এম সি, দুঙরা, সিড ফার্ম, কালিংম্পং, পিন - ৭৩৪৩০১
২৭	কার্শিয়াং, পি এম সি	পিএমসি, গিদ্যাপাহাড়, কার্শিয়াং, পিন - ৭৩৪২০৩
২৮	মোহিতনগর, এস পি এফ	স্টেট পোল্ট্রি ফার্ম, মোহিতনগর, জলপাইগুড়ি
২৯	কোচবিহার, এস পি এফ	এস পি এফ, কোচবিহার, নীলকুঠির নিকট, রেলগুমটি, কোচবিহার

প্রাণীসম্পদ সংক্রান্ত কয়েকটি আইন

- এসেনশিয়াল কমোডিটি অ্যাক্ট ১৯৫৫
- ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্ট ২০০৬
- মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্ট অর্ডার ১৯৯২
- দ্য বেঙ্গল ডিজিজেস অফ অ্যানিমেলস্ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ২০০৮
- দ্য বেঙ্গল লাইভস্টক ইমপোর্ট কোয়ারানটাইন রুলস্ ১৯৪৪
- দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল মিট্ কন্ট্রোল অর্ডার - ১৯৬৬
- দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কেটল্ লাইসেনসিং অ্যাক্ট, ১৯৫৯
- দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল কেটল্ লাইসেনসিং রুলস্
- দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলিটি টু ড্রুট অ্যান্ড প্যাক অ্যানিমেলস্ রুলস্ ১৯৬৫ (১)
- দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলিটি অ্যাক্ট (শ্লটার হাউস) রুল ২০০১
- দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যানিম্যাল শ্লটার কন্ট্রোল অ্যাক্ট ১৯৫০

- ☞ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যানিম্যাল শ্লটার কন্ট্রোল রুলস্, ১৯৫০
- ☞ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ ইনফেকশিয়াস অ্যান্ড কন্টাজিয়াস ডিজিজেস ইন অ্যানিম্যালস্ রুলস্, ২০১৬

প্রাণী পালন সংক্রান্ত প্রকল্পে ঋণপ্রদানকারী সংস্থা ও ঋণ পাওয়ার শর্ত

প্রাণী পালন পরিষেবা সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন ও সমবায় তৈরী করার পর তাদের অনুদান সহ বিভিন্ন প্রকল্পে আর্থিক ঋণ দেওয়া হয়। বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান যারা প্রাণী পালনের উদ্দেশ্যে ঋণ দিয়ে থাকে সেগুলি নীচে উল্লেখ করা হল :

সরকারি অনুদানযুক্ত প্রকল্পে ঋণ সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা :

- ❖ জাতীয়/পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি ও উপজাতি বিত্ত নিগম (NSFDC/WBSCSTFDC)
- ❖ জাতীয় অনুন্নত জাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম (NBCFDC)
- ❖ পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বিত্ত নিগম (WBMFDC)
- ❖ জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (NABARD)
- ❖ জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন (NRLM)

সরকারি অনুদান বিহীন প্রকল্পে ঋণ সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা :

- ➢ জাতীয় সমবায় ব্যাঙ্ক
- ➢ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
- ➢ সকল রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্ক

ঋণপ্রাপ্তির প্রযোজ্য শর্ত

উপযুক্ত ঋণ পরিষেবা পেতে গেলে যেসব শর্ত মেনে চলতে হবে, সেগুলি এক ঝলক দেখে নেওয়া যাক :

- ✓ নির্দিষ্ট প্রকল্প পরিকল্পনা থাকতে হবে
- ✓ পরিকল্পিত প্রকল্প সম্পর্কীয় প্রশিক্ষণ থাকতে হবে
- ✓ নিজের জমি জায়গা থাকতে হবে
- ✓ পূর্বের কোনো অপরিশোধিত ঋণ থাকলে তা আগে পরিশোধ করতে হবে
- ✓ পরিবেশ দূষিত হবে না সেই মর্মে নথি/ ছাড়পত্র জমা দিতে হবে

প্রকল্প ঋণ পেতে গেলে যেভাবে আবেদন করতে হবে বা আবেদনের সাথে যা যা নথি জমা/ পেশ করতে হবে সেগুলি নীচে তুলে ধরা হল :

- ✓ নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে

- ✓ ভেটেড প্রকল্প
- ✓ ছবি
- ✓ বয়সের প্রমাণপত্র

শিক্ষাগত যোগ্যতার নথি

- ✓ পরিকল্পিত প্রকল্প সম্পর্কীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির নথি
- ✓ পরিচয় পত্র — ভোটার কার্ড/ রেশন কার্ড
- ✓ আয়ের প্রমাণ পত্র

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (BDO/ সভাপতি) থেকে সংগৃহীত “No Objection Certificate”

- ✓ জমির দলিল ও পর্চা
- ✓ ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর
- ✓ প্রয়োজন মতো অন্যান্য নথি

প্রাণী সম্পদ বিকাশ এবং দোহ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পঞ্চায়েতের ভূমিকা :

- প্রাণী পালকের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ, যত্ন ও প্রাণী চিকিৎসা সম্বন্ধে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্যোগ। এব্যাপারে প্রাণী সম্পদ দপ্তরের নেওয়া কর্মসূচীগুলিতে অংশগ্রহণ করা।
- প্রাণীপালনকে উদ্যোগ হিসাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এমন যুবক যুবতীদের জন্য বিশেষ শিবির করা।
- প্রাণী স্বাস্থ্য শিবিরগুলির আয়োজনে তৎপর হওয়া।
- স্থানীয় কোনো বিষয়ে সমস্যা বা সম্ভাবনা থাকলে তা আধিকারিকের গোচরে আনা।
- এলাকার প্রাণী পালন সংক্রান্ত উদ্যোগকারীদের চিহ্নিত করতে বিশেষ ভূমিকা নেওয়া।
- প্রশিক্ষণগুলিতে যাতে ইচ্ছুক পালনকারীরা অংশ নিতে পারেন তার জন্য প্রচার ব্যবস্থা চালু করা। সে বিষয়ে সদস্যরা দায়িত্ব নিয়ে খোঁজ খবর দেবেন।
- প্রকল্পের জন্য সঠিক উদ্যোগী নির্বাচন এবং প্রকল্পের সহায়তা পেয়ে সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা তা দেখা।
- মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির সদস্যদের দায়িত্ব দেওয়া, সভা নিয়মিত করা এবং আধিকারিকদের পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। প্রয়োজনে অন্যান্য স্থায়ী সমিতির সহায়তা নিয়ে মৎস্য ও প্রাণী পালনের মাধ্যমে এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীতে গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া এবং তা রূপায়নের সহায়তা করা।

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কাজ

সংবিধানের একাদশ তপশীলে বর্ণিত কাজের বিষয়গুলিকে অবলম্বন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রশাসনিক নিয়মাবলী ও আদেশনামার মাধ্যমে স্থায়ী সমিতির উপর ন্যস্ত কাজগুলি স্পষ্টীকরণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কাজের পরিধি	১) মৎস্য পালন, ২) দুধ উৎপাদন, পক্ষীপালন বা অন্যান্য কাজের মাধ্যমে প্রাণী সম্পদের বিকাশ, ৩) কৃত্রিম প্রজনন, ৪) রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং গবাদি পশুর চিকিৎসা ব্যবস্থা।

পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্তরের স্থায়ী সমিতির (গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে উপসমিতি) সাথে বিভাগীয় দপ্তরের বিভিন্ন স্তরের (জেলা, পঞ্চায়েত সমিতি/ ব্লক ও গ্রাম পঞ্চায়েত) কাজ ও দায়িত্বের স্পষ্ট মানচিত্র কর্ম মানচিত্র তৈরি হ'ল পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের ০৭/১১/২০০৫ তারিখের আদেশনামা ৬১২০ দ্বারা এই কর্ম মানচিত্র পঞ্চায়েতের তিনটি স্তরে কোন বিভাগীয় আধিকারিক যুক্ত থাকবেন তাও স্পষ্ট করে দিল। এই কর্ম মানচিত্র বিশেষ তাৎপর্যের কারণ

- ➢ একদিকে যেমন প্রতিটি পঞ্চায়েত স্তরের কাজ স্পষ্টীকরণ হল; অপরদিকে প্রতিটি স্তরের জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকদেরও চিহ্নিত করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা হ'ল। এদের মধ্যে থেকে কোনো কোনো আধিকারিক আবার স্থায়ী সমিতির সচিবের ভূমিকাও পালন করে থাকেন।

- গ্রামোন্নয়নমুখী বিভিন্ন বিভাগীয় দপ্তর ও তাদের উক্ত উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্প/ কর্মসূচীগুলি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে পরিচালনা/ রূপায়নের বন্দোবস্ত করা হল। এইভাবে গ্রামোন্নয়ন বিষয়টিকেও সমন্বিত রূপ দেওয়ার প্রয়াস করা হল।
- প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত স্তরকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী পৃথক দায়িত্ব প্রদান করা হ'ল ও স্বতন্ত্র দায়িত্ব দ্বারা বলীয়ান করা হল।

মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর্মমানচিত্রের অংশটুকু নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

উদ্দেশ্য	**কাজ**
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	সঠিক উপভোক্তা নির্বাচন করা
	উপভোক্তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ/ সমবায় সমিতি গড়ে তোলা
	উপভোক্তাদের জুতসই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা
	বিভিন্ন আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা থেকে সাহায্যের ব্যবস্থা করা
	আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো গঠন ও তা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নিবিড় ও সংঘবদ্ধভাবে প্রকল্পগুলি রূপায়ন করা
	খুচরো ও পাইকারি বাজার তৈরী করা
	গো-হাট তৈরী করা
	সংরক্ষণ, বিপণন, বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা প্রদান করা
	রপ্তানিযোগ্য অঞ্চল তৈরী করা
	দুগ্ধ সংরক্ষণ চিলিং প্লান্ট, বাল্ক কুলার, দুধ দোয়ানোর যন্ত্র স্থাপন করতে সাহায্য করা
পালিত পশু পাখির মানোন্নয়ন	কৃত্রিম প্রজননের ব্যবস্থা প্রদান
	উন্নত প্রজাতির পশু শাবক বিতরণ
জন সচেতনা ও চাষীদের দক্ষতা বৃদ্ধি	প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা
	প্রয়োগ পদ্ধতি প্রদর্শন করা
	প্রযুক্তি সম্প্রসারণ
	সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা
	প্রাণী প্রদর্শন মেলা ইত্যাদি আয়োজন করা
	প্রাণী সপ্তাহ উদ্যাপন
প্রাণী পালনে সহায়তা প্রদান	বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ শিবিরের আয়োজন করা
	প্রাণী স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা

	প্রাণী প্রতিষেধক প্রদান শিবিরের আয়োজন করা
	অবিচ্ছেদ্য প্রাণী চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা
	দূরারোগ্য ও মহামারি রোগ নিয়ন্ত্রণ করা
	উন্নত প্রথায় প্রাণী নিধন নিরূপিত করা
উন্নতমানের পশুখাদ্যের সংস্থান করা	সবুজ গো-খাদ্য চাষের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা
	সবুজ গো-খাদ্য চাষে সহায়তা করা মিনিকীট বিতরণ ...
বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় স্থাপন	বিভাগীয় আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন
	কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ স্থাপন

প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগে যোগাযোগের ঠিকানা

প্রাণীসম্পদ ভবন, এল.বি-২, সেক্টর-৩, সল্টলেক সিটি, কোলকাতা-১০৬, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন — ০৩৩-২৩৩৫ ১১৩০
নোট / ফোন

প্রাণীপালনে সঠিক প্রজাতি নির্বাচন, সঠিক বাসস্থান, যত্ন ও পুষ্টিকর খাবার, প্রতিষেধক ব্যবস্থা সঠিকভাবে করতে পারলে প্রাণীপালক এর থেকে যথাযথ লাভ পেতে পারেন। প্রশিক্ষণ নেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা নিজেরাই উদ্যোগী হবেন। পঞ্চায়েত খেয়াল রাখবে যাতে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর প্রাণীপালকরা প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। সরকারের সহায়তায় যে প্রতিষেধক ব্যবস্থা চালু আছে, তা নেবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে প্রাণীপালকদের উদ্যোগ নিতে হবে এবং পঞ্চায়েতের নজরদারিও এই ব্যাপারে বিশেষভাবে প্রয়োজন। কোনো প্রাণী অসুস্থ হলেই, সময় নষ্ট না করে যত দ্রুত সম্ভব প্রাণী চিকিৎসকের সহায়তা নেওয়া দরকার।

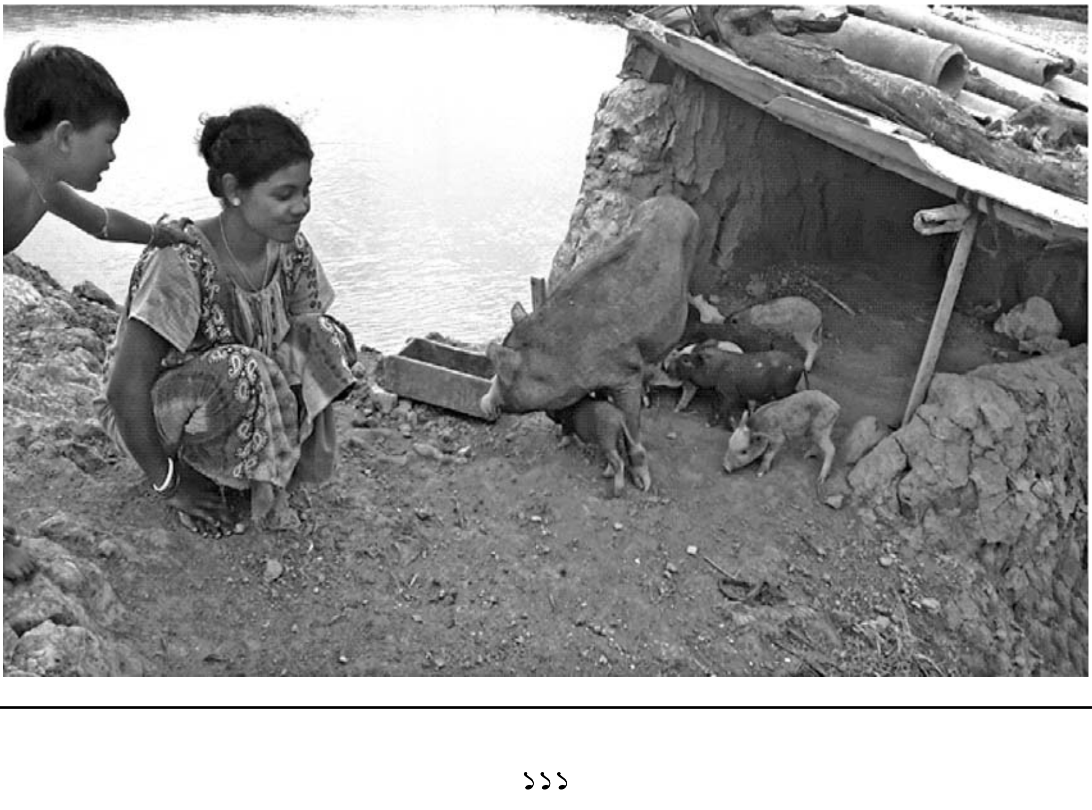

নোট / ফোন

প্রকাশক ঃ

বি. আর. আম্বেদকর পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন সংস্থা,

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর, কল্যাণী, নদীয়া

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি, ২০২০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ মৎস্যদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তথ্যসূত্র ঃ

বার্ষিক প্রতিবেদন, মৎস্যদপ্তুর, ২০১৭-১০১৮

বার্ষিক প্রতিবেদন, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর, ২০১৫-২০১৬

হ্যান্ডবুক অফ ফিশারিস্ স্ট্যাটিস্টিক্স, ২০১৭-২০১৮

ইকনমিক রিভিউ, ২০১৭-২০১৮, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Printed at Sailee Press Pvt. Ltd. e-mail:saileepress@yahoo.com